দশ-ভাণ

ভাণঃ স্যাদ্ ধূর্ত্তচরিতো নানাবস্থান্তরাত্মকঃ।
একাঙ্ক এক এবাত্র নিপুণঃ পণ্ডিতো বিটঃ।

—সাহিত্য-দর্পণ

"বনফুল"

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বেঙ্গল পাবলিশার্সের পক্ষে
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দু' টাকা বারো আনা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাত চন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

সুনিপুণ কথা-শিল্পী

শ্রীমনোজ বসু

করকমলেষু

১০. ৬. ৪৪

ভাগলপুর।

সূচীপত্র

শিক-কাবাব

প্রকাণ্ড একটি হল-ঘর। ছাদ পাকা নয়, খাপরার চাল। একটি বড় বরগা ঘরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যান্ত চলিয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে। পর্দ্দা টাঙাইয়া হলটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পর্দ্দা একটি নয়, দুইটি—পাশাপাশি টাঙানো আছে। পর্দ্দার ওপারে কি আছে তাহা দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু উভয় পর্দ্দার সন্ধিস্থল ফাঁক করিয়া দিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে। ঘরের দুই দিকে দুইটি দরজা আছে। ঘরের মাঝামাঝি একটি গোল টেবিল এবং দেওয়াল ঘেঁষিয়া ছোট লম্বা-গোছের আর একটি টেবিল রহিয়াছে। গোল টেবিলের চারিধারে কয়েকখানি দামী চেয়ার আছে। সুদৃশ্য ডোম-সমন্বিত একটি ইলেকট্রিক্ বাতি জ্বলিতেছে। একটি প্লেট হাতে করিয়া করিম খানসামা প্রবেশ করিল। করিম খানসামার নুর আছে; পরিধানে চেক-চেক লুঙ্গি, ফতুয়া এবং মলিন ফেজ। প্লেটটি ছোট লম্বা টেবিলে রাখিয়া করিম উৎসুক নয়নে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে ডাক দিল

করিম। কই রে শিবু, শিকগুলো নিয়ে আয়।

শিবু। [নেপথ্য হইতে] যাই।

করিম। [এদিক ওদিক চাহিয়া] সব ঘরগুলোর খাপরা নাবিয়েছে দেখছি। ঘরের মাঝামাঝি আবার পর্দ্দা টাঙিয়েছে কেন! শিবু, ওরে শিবু!

শিবু। [নেপথ্য হইতে] যাই—যাই।

শিবু প্রবেশ করিল। ঝানু চেহারা। তাহার কাঁধে ঝাড়ন, পরনে ফতুয়া এবং হাতে গোটা দুই লোহার শিক। শিবু আসিয়াই চোখ বড় বড় করিয়া ঠোঁটে আঙুল দিল

শিবু। আরে, চুপ চুপ করিম মিয়া, অত চেঁচায় না।

করিম। কেন?

শিবু। [পর্দ্দা দেখাইয়া, চুপি চুপি] আরে, দেখছ না?

করিম। দেখছি তো, পর্দ্দা টাঙালে যে হঠাৎ?

শিবু। [চুপি চুপি] ওপারে মেয়েমানুষ আছে।

করিম। [সবিস্ময়ে ও নিম্ন কণ্ঠে] তাই নাকি ?

শিবু। তা না হ'লে শুধু শুধু পর্দ্দা টাঙাব কেন ?

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

করিম। কর্ত্তা তা হ'লে আর একটি উড়িয়ে এনেছেন ?

শিবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল

শিবু। তাই না শিক-কাবাব করবার জন্যে তোমার ডাক পড়েছে। তোমার হাতের শিক-কাবাব নইলে কর্ত্তার ফুর্ত্তিই জমে না যে।

করিম দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল

করিম। দাও তা হ'লে শিকগুলো, মাংসটা গেঁথে ফেলি চটপট।

শিবু শিক দিল, করিম মাংস গাঁথিতে লাগিল

শিবু। এখানে টেবিলটা ময়লা করবে কেন, চল না, রান্নাঘরে ব'সে গাঁথবে।

করিম। রান্নাঘরে যা ধোঁয়া করেছ তুমি !

শিবু। কয়লায় আগুন দিয়েছি যে, যাই একটু হাওয়া করি গিয়ে, মদও আনা হয় নি এখনও। তুমি মাংসটা গেঁথে নিয়ে চটপট এস।

গমনোদ্যত

করিম। আরে আরে, শোন না—[বাম চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া] চিড়িয়া ফাঁসল কি ক'রে ?

শিবু। বাবুর ওই যে একটি নতুন মোসাহেব জুটেছে আজকাল—

করিম। কে, পান্নালালবাবু ?

শিবু। হ্যাঁ। উনিই উড়িয়ে এনেছেন আজ সন্ধ্যেবেলা।

করিম। [সাগ্রহে] কোথা থেকে ?

শিবু। আমাকে জিজ্ঞেস ক'র না, আমি কিছু জানি-টানি না।

করিম। তুমি বাবা পুরনো ঘুঘু, তুমি জান না !

শিবু মুচকি হাসিল

শিবু। মাইরি বলছি, কালীর কসম। আমি চাকর মনিষ্যি, সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না।

করিম। তবু—

শিবু। যেটুকু জানি, সেটুকু হচ্ছে এই—সকালে বৈঠকখানা ঝাড়পোঁছ করছি, এমন সময় এক টেলিগেরাপ এল। জীবনধনবাবু তখন সেখানে ব'সে। টেলিগেরাপ প'ড়ে বাবু আমাকে বললেন, ওরে, পালকির বেয়ারাগুলোকে ব'লে দে, সন্ধ্যের সময় যেন তারা পালকি নিয়ে ইষ্টিশানে থাকে, জেনানি সোয়ারি আসবে। আর তুই বাগানবাড়িটা পরিষ্কার ক'রে রাখিস।

শিবু একবার পর্দ্দার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নকণ্ঠে পুনরায় সুরু করিল

আমি বললাম বাগানবাড়িতে তো জেনানি রাখবার মত ঘর নেই, মাঝের হল-ঘরটি ছাড়া সব ঘরের খাপরা নাবানো হয়েছে। বাবু ধমকে উঠলেন, বললেন, ওই হল-ঘরেই ফরাসের চাদর টাঙিয়ে একটা পর্দ্দার ব্যবস্থা ক'রে রাখ।

পুনরায় পর্দ্দার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিল

করিম। [মাংস গাঁথিতে গাঁথিতে] তারপর ?

শিবু। তারপর আর কি, সন্ধ্যের সময় পালকি এসে ওই পেছনের দরজাটায় লাগল, পান্নালালবাবু এসে কি একটু ফুসফুস গুজগুজ করলেন, চিড়িয়া এসে খাঁচায় ঢুকল। আমি ঝি-মাগীকে দিয়ে এক বালতি জল, একটা ঘটি আর কিছু জলখাবার পাঠিয়ে দিলাম। [হাত উল্টাইয়া] কত্তার ইচ্ছেয় কম্ম। যেমন যেমন বলেছিলেন, তেমনই তেমনই করেছি ; তোমাকেও খবর দিতে বলেছিলেন, তুমিও এসে গেছ ; যাই এবার, দেখি আঁচটার কতদূর !

গমনোদ্যত

করিম। আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও, আসল খবরটাই তো বললে না।

শিবু। [সবিস্ময়ে] আবার কি ! যা জানি, তা তো বললাম।

করিম। [ভুরু নাচাইয়া] মানে, চিড়িয়াটি কি রকম ? বুলবুল, না ছাতারে ?

শিবু। [মাথা নাড়িয়া] জানি না ভাই।

করিম। [অবিশ্বাসভরে] আরে যাও যাও।

শিবু। সত্যি বলছি, কালীর কসম। তবে পর্দ্দার ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, বাগ্দী ক্যাওড়া নয়, ভদ্রলোকের মেয়ে।

করিম। [লুব্ধ আগ্রহে] বল কি ?

শিবু। তাই তো মনে হয়।

ভুট্টা নামক বালক-ভৃত্য প্রবেশ করিল

ভুট্টা। এই পেঁপে-বাটাটা মাংসে পড়ে নি।

করিম। সেকি, কোথায় ছিল ওটা এতক্ষণ ?

ভুট্টা। রান্নাঘরের কোণের দিকটায় ছিল।

করিম। একটা শিক তো গাঁথা হয়ে গেছে। আচ্ছা দে, বাকি মাংসটায় মিশিয়ে দিই।

মিশাইয়া দিল

শিবু। তুই উনুনটায় হাওয়া কর গিয়ে, আমি যাচ্ছি।

ভুট্টা চলিয়া গেল

করিম। বাগ্দীই হোক, ক্যাওড়াই হোক, আর ভদ্দরলোকই হোক, শেষ পর্য্যন্ত তো আমাদের ভোগেই লাগবে।

হঠাৎ ক্যাঁক ক্যাঁক করিয়া হাসিয়া উঠিল

শিবু। [নিম্ন কণ্ঠে] আরে, চুপ চুপ, শুনতে পাবে যে, পাশেই রয়েছে।

পর্দ্দার ওপাশে চেয়ার সরানোর শব্দ পাওয়া গেল। উভয়েই সেদিকে সচকিত
দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ

করিম। নিস্তারিণীটাকে আজকাল দেখলে কিন্তু কষ্ট হয়। দেখেছ এদানীং তাকে তুমি ?

শিবু। দেখেছি।

করিম। গায়ে চাকা চাকা কি বেরিয়েছে বল দিকি ?

শিবু। [নির্ব্বিকারভাবে] কি আবার, কুট।

করিম। ক্যাওড়ার মেয়ে হ'লে কি হয়, রূপ ছিল বটে এককালে! প্রথম বাবুর কাছে যখন এল—ওরে ব্বাস রে—চোখ-ঝলসান রূপ!

শিবু। কিন্তু হ'লে কি হয়, শেষ পর্য্যন্ত যে ওরা গিয়ে ব্যবসা খোলে! ব্যবসা যাঁহাতক খুলেছে কি মরেছে!

করিম। কি করবে বল, বাবু তো আর চিরকাল পোষে না। পেট চালাতে হবে তো বেচারীদের।

শিবু। [দরজার পানে চাহিয়া] ওই কত্তা এসে পড়লেন, এখনও মদ আনা হয় নি। চল চল, যেটুকু বাকি আছে রান্নাঘরে ব'সেই গেঁথো।

উভয়ে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে শিবু ঝাড়ন দিয়া টেবিলটা ঝাড়িয়া দিল। কথা কহিতে কহিতে জমিদার এবং মোসাহেব পান্নালাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পান্নালাল একটু রোগা-গোছের, ছিমছাম, চোখে চশমা, গোঁফদাড়ি কামানো। জমিদারটি খুব মোটা বর্ত্তুলাকার ব্যক্তি। তিন থাক চিবুকের উপর কটা রঙের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথার সামনের দিকটায় টাক

জমিদার। ওসব কবিত্ব-টবিত্ব রাখ তুমি, মনে ঘাঁটা প'ড়ে গেছে বাবা। আগে ইতিহাসটা শুনি।

পান্নালাল। ইতিহাস তো বললাম সংক্ষেপে।

জমিদার। সংক্ষেপে-টংক্ষেপে চলবে না, বিশদভাবে শুনতে চাই। ইতিহাসটি পুরোপুরি না শুনে আমি ছুঁচ্ছি না ওসব। সেবারে মনে নেই, এক পুলিস-কেসেই ফেঁসে গেলাম বাবা, হাজারখানেক টাকা লম্বা হয়ে গেল ঘুষঘাষ দিতেই। এস, বসা যাক, ভাল ক'রে সব গুছিয়ে বল দিকি শুনি। হ্যাংলার মত হামলে পড়বার বয়স গেছে—হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ [হাসিলেন]।

পান্নালাল। বেশ শুনুন তা হ'লে।

চেয়ার টানিয়া দুজনে উপবেশন করিলেন

জমিদার। দাঁড়াও, সিগার বার করি।

পকেট হইতে সিগার-কেস বাহির করিলেন

দেশলাইটা কোথা গেল ?

এ পকেট ও পকেট খুঁজিতে লাগিলেন

ঠিক ফেলে এসেছি, এমন ভুলো মন হয়েছে আজকাল ! ওরে শিবে !

পান্নালাল পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিলেন

পান্নালাল। এই যে আমার কাছে আছে।

জমিদার। দাও। এইবার আনুপূর্ব্বিক সব কাহিনীটি বল দিকি বাবা, ভদ্দরলোকের মেয়ে তোমার খপ্পরে পড়ল কি ক'রে ?

পান্নালাল। ওই যে বললাম, শেয়ালদা স্টেশনে পুলিসের হাতে ধরা প'ড়ে কাঁদছিল। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল আর কি।

জমিদার। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল ? তুমি জানলে কি ক'রে ?

পান্নালাল। পুলিসের কাছে শুনলাম, রেল-লাইনে মাথা দিয়েছিল।

জমিদার। তারপর ?

পান্নালাল। তারপর আমি পুলিসকে কিছু দিয়ে-টিয়ে উদ্ধার করলাম। একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালাম বোঝালাম—

জমিদার। [সকৌতুকে] কি বোঝালে ?

পান্নালাল। বোঝালাম যে, এত অল্প বয়সে মরবার দরকার কি ! চল, আমি তোমাকে একটি চাকরি জুটিয়ে দিচ্ছি আমার এক জমিদার বন্ধুর বাড়িতে।

জমিদার। আরে এটা তো শেষের ঘটনা। গোড়া থেকে সব বল না, শুনি। শেয়ালদা স্টেশনেই বা এল কি ক'রে, তার আগেই বা কোথা ছিল ? দাঁড়াও, এটা আগে ধরিয়ে নিই, তুমিও নাও একটা।

জমিদারবাবু সিগার ধরাইতে লাগিলেন। দেখা গেল Alcoholic tremor আছে, হাত কাঁপে। পান্নালালও একটি সিগার লইয়া ধরাইলেন

পান্নালাল। [ধোঁয়া ছাড়িয়া] সেই মামুলি কাহিনী আর কি।

জমিদার। কি ?

পান্নালাল। মেয়ের বয়স হ'ল, কিন্তু পাত্র জুটল না, বাপ মা বিয়ের জন্যে ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগল—

জমিদারবাবুর সিগারটা ঠিকমত ধরিতেছিল না। তিনি তাহা ধরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন

জমিদার। কি বললে, ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগল, আই সি তারপর?

পান্নালাল। তারপর যা হয়। কেউ চাইলে টাকা, কেউ চাইলে রূপ, কেউ চাইলে গান, কেউ চাইলে বাজনা, কেউ চাইলে নাচ, কেউ চাইলে লেখা-পড়া, কেউ চাইলে সব—

জমিদারের সিগার ঠিক ধরে নাই, নিবিয়া গেল। তিনি কম্পমান হস্তে পুনরায় তাহা ধরাইতে ধরাইতে গল্পে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন

অর্থাৎ বরপক্ষের চাহিদা সবই প্লাসের কোঠায় আর মেয়েপক্ষের দিকে সবই মাইনাস। সুতরাং বিয়ে হ'ল না, বয়স বাড়তে লাগল।

জমিদার। [এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া] এইবার ধরেছে। কি বললে, বয়স বাড়তে লাগল, আই সি। [সহসা] মেয়েটি দেখতে কেমন?

পান্নালাল। এস না, দেখবে?

জমিদার। না, এখন থাক। এই অপেক্ষা ক'রে থাকার মধ্যেই একটা কিক আছে হে, দেখলেই তো সব ফুরিয়ে গেল—হঁ হঁ হঁ হঁ। যাক, ইতিহাসটা আগে শুনে নিই। ভাল কথা, ওকে ওখানে বসতে-টসতে দিয়েছ তো ভাল ক'রে?

পর্দ্দার দিকে চাহিলেন

পান্নালাল। একটা চেয়ার দিয়েছি।

জমিদার। বেশ, এইবার বল শুনি। তারপর কি হ'ল?

পান্নালাল। তারপর একটু রোমাণ্টিক ব্যাপার ঘটল।

জমিদার। কি রকম?

পান্নালাল। স্বাভাবিক নিয়মে মেয়েটি একটি প্রতিবেশী যুবকের প্রেমে পড়ল।

জমিদার। [হাসিলেন] হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ।

পান্নালাল। তারপরই কিন্তু হ'ল মুস্কিল, মনে মিলল, কিন্তু জাতে মিলল না।

জমিদারবাবু এ কথায় অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন। হাস্যবেগ দমন করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না—এঃ হে হে হে হে হে করিয়া উচ্চকণ্ঠে ফাটিয়া পড়িলেন। শিবু এক বোতল হুইস্কি ও কয়েকটি গ্লাস লম্বা টেবিলটিতে রাখিয়া গেল

জমিদার। [সিগারের ছাই ঝাড়িয়া] বেড়ে বলেছ কথাটা হে, মনে মিলল, কিন্তু জাতে মিলল না, অ্যাঁ! তারপর?

পান্নালাল। উধাও হ'ল একদিন দুজনে।

জমিদার। উধাও হ'ল! বল কি?

পান্নালাল। হ্যাঁ।

জমিদারবাবু বার্ত্তাটি উপভোগ করিলেন এবং মৃদু হাসিয়া বলিলেন

জমিদার। ঠেকল গিয়ে কোথায়?

পান্নালাল। কাশীতে।

জমিদার। পুণ্য বারাণসী তীর্থে! [সহসা চক্ষু দুইটি বড় করিয়া] খান জায়গায় গিয়ে পড়ল বল।

পান্নালাল। [মুচকি হাসিয়া] সে কথা আর বলতে! খান খান হয়েও গেল।

জমিদার। কি রকম! এ যে রীতিমত উপন্যাস ক'রে তুললে তুমি বাবা! থাম থাম, এটা আবার নিবে গেল, ধরিয়ে নিই, আর গলাটাও একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক, কি বল, অ্যাঁ? ওরে শিবু!

কম্পমান হস্তে সিগার ধরাইতে লাগিলেন। কয়েক বোতল সোডা লইয়া হন্তদন্তভাবে শিবু প্রবেশ করিল

তুই সোডা আনতে গেছলি বুঝি? ব্যাটা আগে থাকতে কিছু এনে রাখবে না। বোতলটা খোল।

শিবু। খোলাই আছে হুজুর।

শিবু হুইস্কির বোতল এবং তিনটি গ্লাস আনিয়া গোল টেবিলটাতে রাখিল। জমিদারবাবু দুইটি গ্লাসে মদ ঢালিলেন। শিবু সোডা খুলিল

জমিদার। [তৃতীয় গ্লাসটি দেখাইয়া] এটা আবার কার জন্যে ?

শিবু। জীবনধনবাবুর আসবার কথা ছিল।

জমিদার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তো, সে এখনও এল না কেন ? নে, ঢাল।

শিবু সোডা ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। দুইজনে দুইটি গ্লাস তুলিয়া লইয়া 'সিপ' করিতে লাগিলেন

এইবার বল শুনি। খান খান হয়ে গেল কি রকম ?

পান্নালাল। মানে, কাশীর পাণ্ডার হাতে পড়ল আর কি। পাণ্ডাগুলো তো গুণ্ডারই নামান্তর।

জমিদার। আর সেই ছোকরা ?

পান্নালাল। ছোকরা আর কি করবে, তার না ছিল ট্যাঁকের জোর, না ছিল গায়ের জোর।

জমিদার। প্রেমের জোর তো ছিল। কাশী পর্য্যন্ত টেনে তো নিয়ে গেছল বাবা—হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ—তারপর ?

পান্নালাল। মেয়েটি পাণ্ডাদেরই আশ্রয়ে রইল দিনকতক।

জমিদার। আশ্রয়ে—অ্যাঁ !

মুচকি হাসিলেন। চর্ব্বিস্ফীত গাল দুইটি আরও স্ফীত হইয়া উঠিল

পান্নালাল। দিন দশেক ছিল সেখানে। তারপর অসহ্য হওয়াতে পালাল একদিন।

জমিদার। পালাল ! এবার কার সঙ্গে ?

পান্নালাল। এবার একা, রাত্রে চুপি চুপি দরজা খুলে—

জমিদার পুনরায় সিগার ধরাইতেছিলেন

জমিদার। মেয়েটির তা হ'লে খুব ইয়ে আছে বল। [সহসা] আচ্ছা, এত সব খবর তুমি পেলে কি ক'রে ?

পান্নালাল। মেয়েটি সব বলেছে আমাকে।

জমিদার। মেয়েটির বাপ মা কোন খোঁজ করে নি ?

পান্নালাল। করেছিল কি না, মেয়েটি জানে না।

জমিদার। মেয়েটিও বাপ-মাকে কিছু জানায় নি ?

পান্নালাল। জানাবে কি ক'রে ? নিরক্ষর পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, নিঃসম্বল। তা ছাড়া অত বড় কলঙ্কের পর—

জমিদার। যাক, তারপর ?

পান্নালাল। পালিয়ে যাবার পর সন্তোষবাবু ব'লে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল।

জমিদার। ছোকরা, না বুড়ো ?

পান্নালাল। বুড়ো।

জমিদার। বুড়ো ! তারপর ?

পান্নালাল। বুড়ো আশ্রয় দিলে।

জমিদার। আশ্রয় দিলে মানে ? খোলসা ক'রে বল না বাবা !

পান্নালাল। মানে চাকরাণী হিসেবে বাহাল করলে।

জমিদার। [সহাস্যে] পাটরাণী না ক'রে চাকরাণী করবার মানে ? ধার্ম্মিক ব্যক্তি, না মেয়েটা কুৎসিত ?

পান্নালাল। ধার্ম্মিক ব্যক্তি। কিন্তু—

হাসিলেন

জমিদার। আবার 'কিন্তু' কেন বাবা ? মুখোসের তলা থেকে লেলিহান জি-উ-হ্বা দেখা গেল নাকি, অ্যাঁ ?

পান্নালাল। না ধার্ম্মিক কিছু করবার ফুরসতই পেলেন না। তাঁর এক গোঁফ-ছাঁটা ভাগ্নে ছিল, সেই ব্যাটাই খেলতে লাগল '

জমিদার। গোঁফ-ছাঁটা ? দেখেছ নাকি তাকে ?

পান্নালাল। ফোটো দেখেছি। ওর কাছে তার একখানা ফোটো আছে।

জমিদার। ওরে ব্বাবা! ফোটো পর্য্যন্ত রয়েছে—ভাগ্নের সঙ্গে ব্যাপার তা হ'লে বেশ ঘনীভূত হয়েছিল বল।

পান্নালাল। খুব। বিয়ে করবে আশ্বাস দিয়ে ছোকরা ওকে নিয়ে কলকাতায় ভেগেছিল।

জমিদার। [চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া] বটে! তারপর? [সহসা] ওরে শিবু!

পর্দ্দার ওপারে খট করিয়া একটা শব্দ হইল। শিবু আসিয়া প্রবেশ করিল

শিবু। কি বলছেন হুজুর?

জমিদার। শিক-কাবাবের কতদূর?

শিবু। আজ্ঞে দেখি।

চলিয়া গেল

জমিদার। জীবনধনের এখনও পর্য্যন্ত কোন পাত্তা নেই, কেন বুঝতে পারছি না! মেয়েমানুষের গন্ধ পেয়েছে, তার এতক্ষণ আসা উচিত ছিল।

পান্নালাল। জীবনধন জানে নাকি?

জমিদার। জানে বইকি। তোমার টেলিগ্রাম যখন এল, তখন তো সে আমার কাছে ব'সে। টানু লোক—মালটাল টানতে গেছে বোধ হয়। আসবে ঠিক। সে থাকলে আরও জমত। তারপর কি হ'ল?

পান্নালাল শূন্য গ্লাসটি নামাইয়া রাখিয়া দিলেন

পান্নালাল। ভাগ্নে তো ভাগলেন কলকাতায়। সঙ্গে সঙ্গে মামাও ছুটলেন তার পিছু পিছু।

জমিদার। সেই ধার্ম্মিক মামা?

পান্নালাল। হ্যাঁ।

জমিদার। তাঁর ছোটবার হেতুটা?

পান্নালাল। ধার্ম্মিক ব'লেই। তিনি ছুটলেন ভাগ্নেকে ফিরিয়ে আনতে, পাছে সে বিয়ে ক'রে ফেলে।

জমিদার। আই সি।

শূন্য গ্লাসটি রাখিয়া দিলেন

ভাগ্নে ফিরে এল ?

পান্নালাল। নিশ্চয়। অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে করতে।

জমিদার। [হাসিলেন] হঁ-হঁ-হঁ-হঁ-হঁ-হঁ তারপর ?

পান্নালাল। মেয়েটা রইল কলকাতায়।

জমিদার। কার কাছে ?

পান্নালাল। সন্তোষবাবু তাকে এক অবলা-আশ্রমে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে এলেন।

শিবু আসিয়া প্রবেশ করিল

শিবু। শিক-কাবাবের এখনও একটু দেরি আছে বাবু, এখনও ঠিক নরম হয়নি।

জমিদার। [ধমকাইয়া] নরম আবার কোন্ জন্মে হবে ? মদ ফুরিয়ে গেলে ও গুষ্টির পিণ্ডি নিয়ে কি করব আমি ? সেবারেও ঠিক এই কাণ্ড হ'ল।

গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিলেন

নে, সোডা দে। তুমি আর একটু নেবে নাকি পান্নালাল ?

পান্নালাল। না থাক, পরে নোব।

শিবু সোডা ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল

জমিদার। [বেশ বড় এক চুমুক পান করিয়া] হ্যাঁ, তারপর ? অবলা-আশ্রমে ভর্ত্তি ক'রে দিলে, তারপর ?

পান্নালাল সিগার ধরাইলেন

পান্নালাল। তারপর আর কি, তপ্ত কটাহ থেকে অগ্নিকুণ্ডে। সেখানে এক ব্যাটা রাঘব-বোয়াল ম্যানেজার ছিল—

জমিদার মদ 'সিপ' করিতেছিলেন, এ কথা শুনিয়া আনন্দে 'বিষম' খাইলেন

জমিদার। হে হে হে হে হে—রাঘব-বোয়াল—অ্যাঁ—বেড়ে উপমাটা দিয়েছ তো হে—না চিবিয়েই গেলে, অ্যাঁ ?

পান্নালাল উপমা-প্রয়োগের কৃতিত্বটা স্মিত মুখে উপভোগ করিতে লাগিলেন

ম্যানেজার রসিক ব্যক্তি বল। চিবিয়ে সব জিনিস যে গলাধঃকরণ করা যায় না, সেটা জানে, অ্যাঁ ?

টলিতে টলিতে অসম্বৃত-বেশবাস মুক্তকচ্ছ জীবনধন প্রবেশ করিলেন। বগলে বোতল, কণ্ঠে গান

জীবনধন। [সুরে] গয়লা দিদি লো, তোর ময়লা বড় প্রাণ—

জমিদার। এস এস, জীবনধন এস, তোমাকেই খুঁজছিলাম এতক্ষণ। ভয় হচ্ছিল, কোথাও আটকেই গেলে বুঝি।

জীবনধন। [জড়িত কণ্ঠে] যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে—

জমিদার। ব'স ব'স।

জীধনধন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন

জীবনধন। সাড়া পেয়েই কোথায় সরালে বাবা পানু ?

পান্নালাল মুচকি হাসিলেন

জমিদার। আরে, ব'স না আগে।

জীবনধন ধপাস করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন

জীবনধন। হুকুম তো তামিল করলাম ইন্দ্রদেব, এইবার অপ্সরাটিকে আসতে বলুন।

জমিদার। হচ্ছে হচ্ছে, সব হচ্ছে। ততক্ষণ এক আধ পেগ চালাও না।

জীবনধন। তথাস্তু।

জমিদার। শিবু তোমার জন্যে আলাদা একটা গেলাস রেখে গেছে। এই নাও।

তৃতীয় গ্লাসে মদ ঢালিলেন

সোডা চাই ?

জীবনধন। না। স্বয়ং সুজলা ধান্যেশ্বরী উদরে বিরাজ করছেন—জলের অভাব নেই। নির্জ্জলাই দিন।

নির্জ্জলা পান করিয়া মুখবিকৃতি করিলেন

জমিদার। হ্যাঁ, অবলা-আশ্রমে কি হ'ল তারপর? রাঘব-বোয়াল করলে কি?

পান্নালাল। রাঘব-বোয়াল আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে, আমাকে যদি না গিলতে দাও, পাঞ্জাবীর কাছে বিক্রি ক'রে দোব।

জমিদার। [সবিস্ময়ে] পাঞ্জাবীর কাছে?

জীবনধন। [জড়িত কণ্ঠে বিড় বিড় করিয়া বলিল] পাঞ্জাবীরা গুড ট্যাক্সি-ড্রাইভার—বেপরোয়া হাঁকায় বাবা।

জমিদার মুচকি হাসিলেন

জমিদার। পাঞ্জাবী মানে?

পান্নালাল। অবলা-আশ্রমগুলো থেকে পাঞ্জাবীরা মেয়ে কিনে নিয়ে যায় যে, বিয়ে করবে ব'লে। বেশ দাম দিয়ে কেনে, এক হাজার দেড় হাজার পর্য্যন্ত দাম দেয়।

জমিদার। তাই নাকি? জানতাম না তো এ কথা। তুমি জানতে জীবনধন?

জীবনধন। [হাতজোড় করিয়া] যদি অভয় দেন, একটি কথা নিবেদন করি।

জমিদার। কি?

জীবনধন। অত্যন্ত বাজে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে হুজুর। পাঞ্জাবী প্রসঙ্গে আলোচনা চলবে জানলে কোন্ শালা—

জমিদার। আহা, আর এক পেগ চড়াও না, ততক্ষণ আমরা গল্পটা শেষ করি।

জীবনধনকে আরও খানিকটা নির্জ্জলা হুইস্কি ঢালিয়া দিলেন

আর কতটা বাকী পান্নালাল?

পান্নালাল। আর বেশি নেই।

জীবনধন। [সানুনয়ে] তাড়াতাড়ি শেষ কর পানু, লক্ষ্মী ধন আমার।

করিম শিক-কাবাব লইয়া প্রবেশ করিল

করিম। একটা শিক নিয়ে এলুম, হুজুররা একটু চেখে দেখুন তো। ওরে শিবু, প্লেট নিয়ে আয় তিনখানা।

শিবু তিনখানি প্লেট দিয়া চলিয়া গেল, করিম তিনটি প্লেটে শিক-কাবাব ভাগ করিয়া দিল

জীবনধন। [এক কামড় দিয়া] উঃ, বড় গরম যে! উঃ উঃ, এ যে নেশা ছুটিয়ে দিলে বাবা—উঃ।

পান্নালাল। [সামান্য ভাঙ্গিয়া লইয়া চিবাইতে চিবাইতে] এখনও একটু কসর আছে হে।

জমিদার বাম হাত দিয়া খানিকটা তুলিয়া ডান হাত দিয়া টানিয়া দেখিলেন

জমিদার। হ্যাঁ, বেশ কসর আছে এখনও। নিয়ে যা, আরও খানিকটা হবে।

পান্নালাল ও জমিদার প্লেট ঠেলিয়া দিলেন। জীবনধন কিন্তু প্লেট ছাড়িলেন না

জীবনধন। আমার এই বেশ লাগছে বাবা, বেড়ে ঝাল ঝাল হয়েছে। করিমের মসলার হাতটি একেবারে নিখুঁত।

চক্ষু বুজিয়া চিবাইতে লাগিলেন। করিম দুইটি প্লেট লইয়া চলিয়া গেল

জমিদার। [পান্নালালকে] তারপর ?

পান্নালাল। গতিক খারাপ দেখে মেয়েটি একদিন অবলা-আশ্রমের পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাল।

জমিদার। আবার পালাল ? এতো খুব তুখোড় মেয়ে দেখছি হে! পাঁচিল ডিঙিয়ে, অ্যাঁ ?

পান্নালাল। পাঁচিল ডিঙিয়ে।

জীবনধন। [সানুনয়ে] সংক্ষেপ কর বাপ পানু।

জমিদার। তারপর ?

পান্নালাল। তারপর কলকাতার জনসমুদ্রে ঘোলটান খেতে খেতে শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে হাজির এবং সেখানে—

জমিদার। এবং সেখানে চারিচক্ষের মিলন, আর অমনই আমাকে টেলিগ্রাম —এহ্ এহ্ এহ্ এহ্! বুদ্ধিকে তোমার বলিহারি!

পান্নালাল স্মিত মুখে সিগার ধরাইতে লাগিলেন

পান্নালাল। ইতিহাস তো শুনলে, এইবার একটু আলাপ-পরিচয় হোক।

জমিদার। আলাপ-পরিচয় করতে পারি, কিন্তু আর কিছু নয়। আজই সরিয়ে ফেল ওকে। [সহসা] তুমি আমাকে কি ঠাউরেছ বল দিকি?

পান্নালাল একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন

পান্নালাল। তুমি একদিন বলেছিলে কিনা যে, যদি ভাল জিনিস কখনও চোখে পড়ে—

জমিদার। এর নাম ভাল জিনিস! সাত ঘাটের জল খাওয়া রাবিশ দাগী মাল। ছি ছি ছি ছি!

জীবনধন। আরে বাবা, বারই কর না, দেখি জিনিসটা।

পর্দ্দার ওপার হইতে চেয়ার সরানোর একটা শব্দ হইল। পর্দ্দাটা একটু নড়িয়া উঠিল

জমিদার। [চর্ব্বিস্ফীত হাসি হাসিয়া] অধীর আগ্রহে ছটফট করছে ব'লে মনে হচ্ছে যেন!

সহসা জীবনধনের পানে চাহিলেন

আরে, ছি ছি জীবনধন, তুমি করছ কি, কাঁচা মাংসগুলো চিবুচ্ছ? রক্ত বেরুচ্ছে যে ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে।

জীবনধন। বড় মিঠে লাগছে কিন্তু।

আর একটা শিক লইয়া করিম পুনরায় প্রবেশ করিল

করিম। আগেকার শিকটায় পেঁপে দেওয়া হয়নি, এই শিকটা দেখুন তো হুজুর। শিবু, প্লেট আন।

শিবু প্লেট দিয়া চলিয়া গেল। করিম প্লেটে কাবাব পরিবেশন করিতে লাগিল। জমিদারবাবু তিনটি গ্লাসে আবার খানিকটা করিয়া মদ ঢালিয়া লইলেন

জমিদার। ওরে শিবু!

শিবু। [নেপথ্য হইতে] আজ্ঞে যাই।

কয়েক বোতল সোডা লইয়া প্রবেশ করিল

জমিদার। সোডা ভাঙ।

শিবু সোডা ভাঙিয়া জমিদারবাবুর হাতে দিল, তিনি নিজের গ্লাসে ও পান্নালালবাবুর গ্লাসে পরিমাণমত সোডা ঢালিয়া লইলেন

পান্নালাল। [শিক-কাবাব খাইয়া] এইবার ঠিক হয়েছে।

জমিদার। [একটু চাখিয়া] হুঁ।

জীবনধন। [বেশ খানিকটা মুখে পুরিয়া, নিমীলিত চক্ষে] দীর্ঘজীবী হও বাপ করিম, তুমি ছদ্মবেশী অন্নপূর্ণা বাপ।

করিম ও শিবু চলিয়া গেল। তিনজনে জমাইয়া শিক-কাবাব সহযোগে মদ্যপান করিতে লাগিলেন

পান্নালাল। এইবার ডাকব ?

জীবনধন। ডাক না বাপ। [সুর করিয়া] সময় বহিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়—

জমিদার। ডাকতে পার, তবে আমি ওসবের মধ্যে নেই। ওসব দশ-হাত-ঘোরা জিনিস টাচ করি না আমি।

পান্নালাল। [হাসিয়া] আলাপ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি ?

জীবনধন। কিস্‌সু ক্ষতি নেই।

পান্নালাল। ডাকি তা হ'লে ?

জমিদার। ডাক।

পান্নালাল। সৌদামিনী !

পর্দার ওপার হইতে কোন উত্তর আসিল না

সৌদামিনী !

কোন উত্তর নাই

ঘুমিয়ে পড়ল নাকি !

২

পান্নালাল উঠিয়া গেলেন ও পর্দ্দা ফাঁক করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন

এ কি !

জমিদার। কি ?

তিনিও উঠিয়া গেলেন ও অন্য পর্দ্দটা ফাঁক করিয়া ধরিলেন। দেখা গেল, শূন্যে শেমিজ-পরা একটি নারীদেহ বরগা হইতে ঝুলিতেছে। পরনের শাড়ি খুলিয়া সৌদামিনী গলায় দড়ি দিয়াছে। জীবনধনও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রক্তাক্ত মুখে ভীত বিস্মিত নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন

জীবনধন। গলায় দড়ি দিয়েছে—অ্যাঁ, সেকি !

যবনিকা

স্নেহ

পটোত্তলন করিলে রঙ্গমঞ্চের ভিতর দেখা যাইতেছে—'যুবক-সমিতি' নামক বাঙালীদের ক্লাব। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ক্লাবের হল-ঘরটিতে একটি টেবিলে বীরেন, ভব, ছবি ও মহাদেব তাস খেলিতেছে। হল-ঘরটি নেহাৎ ছোট নয়। পাশে আর একটি ঘরও আছে। তাহার প্রবেশপথ হল ঘরের ভিতর দিয়া, দরজাটি দেখা যাইতেছে। একটি দেওয়াল ঘেঁষিয়া কয়েকটি আলমারিতে বই রহিয়াছে। তাস খেলিবার আরও গোটা দুই টেবিল আছে, এখনও খেলোয়াড় জোটে নাই। ইহা ছাড়া আরও দুইটি টেবিল আছে।—একটি বড় গোল টেবিল, তাহার উপর কতকগুলি সাময়িক-পত্রিকা, তাহার চারপাশে কয়েকটি চেয়ার। আর একটি ছোট ড্রয়ার-ওয়ালা টেবিল, ফুট-লাইটের কাছাকাছি ডান দিক ঘেঁষিয়া আছে। তাহার এক দিকে একটি চেয়ার এবং বিপরীত দিকে একটি টুল। এটি ক্লাবের সেক্রেটারী মহাশয়ের টেবিল। সেক্রেটারি অক্ষয়বাবু এখনও আসেন নাই। ফুট লাইটের কাছাকাছি বাম দিকে একটি অর্গ্যান রহিয়াছে। ধীর পদসঞ্চারে হরেন আসিয়া প্রবেশ করিল। হরেনের পোষাক পরিচ্ছদ বেশ ছিমছাম, মুখভাব কিন্তু হতাশাব্যঞ্জক। হরেন আসিয়া গোল টেবিলে একটি চেয়ার টানিয়া বসিল, একটি সিগারেট ধরাইল এবং একটা খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতে লাগিল

ছবি। কি হে হরেন, তোমার ইণ্টারভিউ কেমন হ'ল আজ ?

হরেন। [বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া] ওই ইণ্টারভিউ পর্য্যন্তই, আর বেশিদূর এগুবে ব'লে মনে হয় না।

ছবি। [দান ফেলিয়া] তোমাকে যে ডেকেছিল ওই যথেষ্ট ; মহাদেবকে তো ডাকেও নি।

মহাদেব। আমার ভগ্নীপতি তো আর সব্ ডিভিশনাল অফিসার নয় ভাই।

বীরেন। শ্যামকেও ডেকেছিল না ইণ্টারভিউ করবার জন্যে ?

ছবি। হ্যাঁ, তার গলাও চমৎকার।

মহাদেব। [সশ্লেষে] তার জ্যাঠাও মুন্সেফ।

ছবি। শুধু মুন্সেফ আর সব্ ডিভিশনাল অফিসারের খাতিরেই ওদের ডাকে

নি। হরেন শ্যাম দুজনেই ফার্স্ট ক্লাস অনার্স। তুমি না হয় গাইতে পার স্বীকার করি, কিন্তু তুমি দু দুবার ফেল ক'রে তবে বি. এ. পাস করেছ, সেটা ভুলো না।

মহাদেব রুখিয়া উঠিল

মহাদেব! গানের সঙ্গে বি. এ. পাসের সম্পর্ক কি? তা ছাড়া তুমি কি বলতে চাও, কোয়ালিফিকেশন নিক্তির ওজনে মেপে সবাইকে ডেকেছে? আমি না হয় দুবার ফেল, কিন্তু হাবু? সে ফার্স্ট ক্লাস এম. এ, গানও করে চমৎকার।

বীরেন। [দান ফেলিয়া] হাবু তোয়াক্কাও করে না এ সবের, তাকে সিনেমায় লুফে নেবে। সে অ্যাক্টিংও করে চমৎকার।

মহাদেব। তোয়াক্কা করুক আর নাই করুক, আমার কথা হচ্ছে—

ভব। আহা, বাজে কথা ছেড়ে খেল না তুমি, কি ফেলবে ফেল।

মহাদেব ছবির দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া তাস ফেলিল। হরেন কাগজ উল্টাইতে লাগিল

ছবি। ওরে ঝগড়ু, এক গেলাস জল নিয়ে আয়।

মহাদেব। আর চারটি সুপুরি!

ক্লাবের বুড়া চাকর ঝগড়ু জল ও সুপারি দিয়া গেল

বীরেন। [পটাং করিয়া তাস ফেলিয়া] বাঙালীকে আর চাকরি পেতে হচ্ছে না এই বেহারে, তা তিনি ফার্স্ট ক্লাসই হোন আর যাই হোন। তবে ধনেশ্বরবাবুর বাঙালীদের দিকে একটু নেকনজর আছে ব'লেই যদি বাঙালীকে রাখেন।

ছবি। [তাস ফেলিয়া] যা বলেছ।

বীরেন। এবার দুবে, চোবে, তেওয়ারি, প্রসাদ, সিং, লাল এদেরই পোয়া বারো। আমি তো আমার ছেলেটার নাম রেখে দিইছি খুবলাল—নাম-মাহাত্ম্যে যদি ব্যাটা উতরে যায়।

মহাদেব। [হাসিয়া] কিন্তু বাবা, উপাধিটা লুকোবে কি ক'রে? সেন শুনলেই যে—

বীরেন। সেন বলব না, শর্ম্মা বলব।

ভব পুনরায় অধীর হইয়া উঠিল

ভব। তাস খেলতে ব'সে এত বাজে কথা বল কেন? খেলতে বসেছ, খেল না। ইয়াকি দিতে দিতে ব্রিজ খেলা হয় না।

নীরবে খানিকক্ষণ খেলা চলিল। একহাত শেষ হইয়া গেল। ভব খাতায় পয়েণ্টস টুকিয়া লইল। পুনরায় তাস বিতরণ করিয়া 'কল' সুরু হইল। হরেন বাম হাত দিয়া নিজের রগ দুইটা টিপিতে টিপিতে খবরের কাগজ পড়িতে লাগিল

ছবি। কাগজে খবর কি হে হরেন ”

হরেন। একজন ডেটিনিউ মারা গেছে।

বীরেন। ও বেচারাদের আর কোন গতি হ'ল না।

ভবেশ ও জহরের প্রবেশ

ভবেশ। আজকে শরৎ বোসের স্টেট্‌মেণ্টটা পড়েছ হে?

জহর। পড়ি নি! একেবারে আগুন ছুটিয়ে দিয়েছে।

উভয়ে চেয়ার টানিয়া গোল টেবিলে বসিল

ভবেশ। এতেও কি ওদের লজ্জা হবে ভেবেছ?

জহর। রামঃ।

ভবেশ। আমার কি মনে হয় জান?

জহর। কি?

ভবেশ। এই কিষাণ মুভ্‌মেণ্টই শেষ পর্য্যন্ত সব্বাইকে গ্রাস করবে।

তাসের টেবিল হইতে বীরেন প্রতিবাদ করিল

বীরেন। সুভাষ বোস নয় কেন?

ভবেশ। সুভাষ বোস পারত, কিন্তু ওর মালা আর ফোটোর দিকে বড্ড বেশি লক্ষ্য।

২০১৭

বীরেন। সেটা কার নয় শুনি ?

ছবি। সক্কলের।

বীরেন। নেতা হতে হ'লে পাব্লিসিটি দরকার। যার যত পাব্লিসিটি, সেই তত বড় নেতা।

ভবেশ। তা হ'লে জবাকুসুম তৈলের নেতা হবার দাবি সবচেয়ে বেশি বল।

দুই তিন জন হাসিয়া উঠিল

বীরেন। আমাদের একটা প্রধান দোষ কি জান আমরা নিজের লোকের ভাল কখনও দেখতে পারি না, বুকটা কেমন যেন করকর ক'রে। আমাদের মধ্যে একজন লোক একটু মাথা-চাড়া দিয়ে অল-ইণ্ডিয়া ফিগার হয়েছে, কোথায় সকলে মিলে একজোট হয়ে তাকে তুলে ধরবে, না—

ভবেশ। আহা, তুলে ধরতে আমি রাজি আছি—

ভব আবার অধীর হইল

ভব। আরে, খেলতে বসেছ খেল না, কি বিপদ! বীরেন, কি দেবে দাও।

বীরেন তাস ফেলিল

ছবি। গোলামটা দিলি যে ?

বীরেন। ওর চেয়ে ছোট আর কিছু নেই।

ছবি। তবেই গেম হয়েছে এবার!

জহর। [পকেটে হাত দিয়া] ওহো, সিগারেট-কেসটা ফেলে এলাম বাড়িতে। ভবেশ, একটা সিগারেট দাও তো যদি থাকে।

ভবেশ সিগারেট-কেস বাহির করিয়া দিল

তুমি আবার ক্যাপ্স্ট্যান কবে থেকে ধরলে ?

ভবেশ। কাঁইচিটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেছে আজকাল।

জহর। গোল্ডফ্লেক ধর। লংক্লথের পাঞ্জাবি, বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড়, গ্লেজকিড

পাম্‌শু আর গোল্ডফ্লেক সিগারেট—এ চারিটি জিনিসের মার নেই বাবা। ওই আজকাল বাঙালীত্ব।

ভবেশ। [হরেনের প্রতি] কি হে হরেন, অমন মিইয়ে রয়েছ কেন হে ?

জহর। রগ টিপছ যে, মাথা ধরেছে নাকি ?

হরেন কিছু না বলিয়া বিষন্ন হাসি হাসিল

ভবেশ। আপিসে শুনলাম, ধনেশ্বর তোমাকে ডেকেছিল ইণ্টারভিউ করবার জন্যে। কি হ'ল ?

হরেন। ইণ্টারভিউ হয়ে গেল, বললে, পরে খবর পাঠাব।

ভবেশ। গান-টান শুনলে ? রবি ঠাকুরের গান-টান গাও নি তো ?

হরেন। [হাসিয়া] না।

ভবেশ। কি গান গাইলে ?

হরেন। থিয়েটারি গান।

জহর। [সবিস্ময়ে] ধনেশ্বর গান শুনলে মানে ? তার তো কুকুর পোষার শখ আছে জানি, গানের শখও আছে নাকি ?

ভবেশ। তুমি কিছু জান না নাকি ?

জহর। না, আমি তো এখানে ছিলাম না। কর্পোরেশনের সেই চাকরিটার চেষ্টায় কলকাতায় গেছলাম ; হ'ল না যদিও কিছুই। ধনেশ্বরের খবরটা শুনি,. ধনেশ্বর গান শিখছে নাকি ?

ভবেশ। না, গান শিখছে না, ওদের হাই ইস্কুলটার জন্যে একজন গানের মাস্টার অ্যাপয়েণ্ট করবে। ওদের ইস্কুলে গানের ক্লাস খুলছে কিনা, তাই।

জহর। ও। কিন্তু গানের ও কি বোঝে, ও তো ডগ-এক্সপার্ট।

ভবেশ। ওর টাকা আছে, সুতরাং ও সব বোঝে। ওর বাপের টাকাতেই ইস্কুল, ও বুঝবে না তো কি তুমি বুঝবে ?

জহর। আরে, ও যে আকাট মুখ্যু।

তাসের টেবিল হইতে মহাদেব ফোড়ন দিল

মহাদেব। আকাট মুখ্যু নইলে অমন বিজ্ঞাপন দেয়!

জহর। কি বিজ্ঞাপন?

মহাদেব। নান নীড অ্যাপ্লাই হু ইজ নট এ গ্র্যাজুয়েট।

ছবি। বাঃ, গাইয়ে গ্র্যাজুয়েট যদি পাওয়া যায়, লোকে ছাড়বে কেন? এইতেই শুনছি আড়াইশোখানা দরখাস্ত পড়েছে—আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট চাইলে তো দু চার হাজার প'ড়ে যেত।

মহাদেব। গানের সঙ্গে গ্র্যাজুয়েটের সম্পর্ক কি?

ছবি। যদি দুবার বি, এ, ফেল করা লোক চাইত, তা হ'লেই ঠিক হ'ত তোর মতে, না?

মহাদেব। [রুখিয়া,] দেখ ছবি, আমাকে বারবার এমন ক'রে ইন্‌সাল্ট ক'র না ব'লে দিচ্ছি। হাটে হাঁড়ি আমিও ভাঙতে জানি।

সক্রোধে তাস ফেলিল

ছবি। হাঁড়ি মানে?

মহাদেব। লজ্জা থাকলে লোক-সমাজে আর মুখ দেখাতে না তোমরা।

ছবি। কিসের লজ্জা?

বীরেন। আরে, ঝগড়া কর কেন?

মহাদেব। কিসের লজ্জা! দামড়া বোনের কীর্ত্তিতে শহরে ঢি ঢি প'ড়ে গেছে, যেন কিছু জানেন না, ন্যাকা!

ছবি। কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

তাস ফেলিয়া আস্তিন গুটাইয়া উঠিয়া পড়িল

মহাদেব। আমিও ভয় করি নাকি তোমাকে?

আস্তিন গুটাইতে লাগিল

ভব। কি বিপদ দেখ দিকি!

বীরেন, ভবেশ ও জহর উঠিয়া যুদ্ধোন্মুখ দুই বীরের যুদ্ধোদ্যমে বাধা দিল

বীরেন। ছি ছি মহাদেব, এসব কি?

জহর। ব'স ব'স, কি ছেলেমানুষি কর সব!

ভবেশ। ক্লাবের একটা ডিসিপ্লিন থাকা দরকার তো?

সকলে মিলিয়া ছবি ও মহাদেবকে জোর করিয়া থামাইয়া দিল। তাহারা উভয়ে স্ব স্ব চেয়ারে বসিল

ভব। তোমাদের সঙ্গে খেলতে ব'সে দেখছি, মুস্কিলে পড়েছি। ছবি, কি ফেলবে ফেল, আমি আটা দিয়েছি—আচ্ছা, রগ-চটা লোক সব!

আবার খেলা চলিতে লাগিল। হরেন কলরবে একটু সচকিত হইয়া পড়িয়াছিল, কলরব থামিতে টেবিলে মাথা রাখিয়া শুইল

ভবেশ। ও কি হে হরেন, ঘুমুচ্ছ নাকি?

হরেন। [হাসিয়া] হ্যাঁ, একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

ভবেশ। কটা গান গাইতে হয়েছিল সবসুদ্ধু তোমাকে?

হরেন। পাঁচখানা।

জহর। পাঁচখানা গান গেয়েই কাত হয়ে পড়লে বাবা! শ্যাম তো সেবার বরযাত্রী গিয়ে সারারাত গাইলে একটানা।

ভবেশ। [হরেনকে] তোমাকে একটা টিপ দিই শোন। ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি চপলাকান্তবাবুকে যদি তোয়াজ করতে পার, সব ঠিক হয়ে যাবে। ধনেশ্বর ওর মুঠোর মধ্যে।

জহর। তোয়াজ করবার উপায়টাও ব'লে দাও। ভয়ঙ্কর ঘুষখোর ব্যাটা।

ভবেশ। ঘুষ দিয়ে পেরে উঠবে না তুমি। একটি টিপ দিই শোন, ও নিজে গান-টান লেখে, কবিতাও লেখে। ওর লেখা গানে যদি সুর-টুর দিয়ে দিতে পার, তা হ'লে আর দেখতে হবে না।

কথা কহিতে কহিতে নবীন ও বিমলের প্রবেশ

নবীন। দেখে আয়, নর্মা শিয়ারার মাইরি দারুণ প্লে করেছে।

বিমল। আরে ত্যুৎ, আদ্ধেক কথা বোঝাই যায় না। ওর চেয়ে আমাদের বাংলা ফিল্ম ঢের ভাল।

নবীন। বাংলা ফিল্ম! বাংলা ফিল্মে নর্মা শিয়ারার বের কর দিকি একটা।

বিমল। দরকার নেই আমার নর্মা শিয়ারারে। এ কি হরেন নাকি, শুয়ে পড়লি যে? [ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে] খুব বেশি নেশা হয়েছে নাকি?

হরেন। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।

নবীন। নেশা হয়েছে মানে?

বিমল। সাংঘাতিক কিছু নয়, আমার বাসায় গিয়েছিল, এক গেলাস সিদ্ধি খেয়েছে।

ভবেশ। তুমি আর সিদ্ধি খাওয়াবার লোক পেলে না, হরেনকে সিদ্ধি খাওয়াতে গেলে!

জহর। আমরা থাকতে!

পত্রিকাখানা টানিয়া উল্টাইতে লাগিল

নবীন। কাঁধে ক'রে বাড়ি না নিয়ে যেতে হয়—ওরা হ'ল গুড বয়।

একটা সিনেমা-সাপ্তাহিক উল্টাইতে উল্টাইতে

গার্বো মাইরি একটা জিনিয়স। কি পোজ দেখেছিস? দেখ দেখ, ছবিখানা দেখ একবার। [সকলকে দেখাইল]

ভবেশ। পত্রিকাখানা দাও তো জহর।

জহর। থাম, দিচ্ছি, একটু দেখে নিই, দাঁড়াও।

ভবেশ। আরে, ওয়াণ্টেড দেখতে চাও তো 'স্টেট্স্ম্যান' দেখ না এই নাও। পত্রিকায় এডিটোরিয়ালটা দেখা হয় নি আজ। দাও।

ষ্টেট্স্ম্যান আগাইয়া দিল। হরেনের নাক ডাকিতে লাগিল

হরেন যে একেবারে ঘায়েল হয়ে পড়ল দেখছি!

বিভূতির প্রবেশ

বিভূতি। সান্ন্যালের মেয়েটি মারা গেল।

দুই তিন জনে একসঙ্গে। তাই নাকি?

বিভূতি। পুড়িয়ে আসছি।

বীরেন। কে দেখছিল ?

বিভূতি। বিজন ডাক্তার।

মহাদেব। অত জুনিয়ারের হাতে রেখেছিল বরাবর ?

জহর। রেখেছে কি সাধে বাবা, ফী লাগে না এক পয়সা, তাই রেখেছে।

ভব। এখানকার জুনিয়ার সিনিয়ার সব সমান, সব ব্যাটাই হাতুড়ে।

ভবেশ। [বিভূতিকে] আর কি খবর ?

বিভূতি। ম্যাহোমেডেন স্পোর্টিং জিতেছে।

অনেকেই। তাই নাকি, কি ক'রে জানলে ?

বিভূতি। রেডিওতে এক্ষুনি শুনে এলাম।

জহর। আমাদের ক্লাবে একটা রেডিও না নিলে আর চলছে না।

ভবেশ। কামতাবাবুকে তো বলেছি, যদি কিছু আদায় করতে পারি। লছমিবাবুকেও বলেছি।

বীরেন। আমরা বেহারীদের গালও দোব, আবার তাদের কাছে গিয়ে ভিক্ষেও করব। বেশ আছি আমরা !

জহর। আমাদের অক্ষয় সেক্রেটারি টীম নিয়ে জামালপুরে গেছে না আজ ?

বিভূতি। হ্যাঁ।

ভবেশ। ফেরে নি এখনও ?

ছবি। এতক্ষণ ফিরেছে বোধ হয়। আসবে এখুনি।

বিভূতি। [নিদ্রিত হরেনকে দেখিয়া] হরেন শুয়ে ঘুমুচ্ছে যে এমন অসময়ে !

বিমল। ওকে বিরক্ত ক'র না, ওর ভয়ানক মাথা ধরেছে।

বিভূতি একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া বসিল

বিভূতি। হঠাৎ মাথা ধরবার মানে ?

বিমল। সব কথার মানে যে তোমাকে জানতেই হবে, তার মানে কি? আশ্চর্য্য দেখ দিকি, মাথা ধরার মানে ওকে বাতলাও এখন।

মহাদেব। [ছবির অলক্ষ্যে ইঙ্গিত করিয়া] তোমাদের পাড়ায় আসল খবরটা কি হে বিভূতি?

বিভূতি। [ছবির পানে এক নজর চাহিয়া ও হাসিয়া] ঠিক আছে, মোটর রোজ আসছে।

নবীন। বেড়ে আছ বাবা তুমি!

বিভূতি। বেড়ে আছি মানে?

বিমল। [ছদ্ম গাম্ভীর্য্যভরে] মানে, তীর্থস্থানে আছ আর কি! সবাইয়ের তো সে সৌভাগ্য হয় না।

ভবেশ পত্রিকার এডিটোরিয়াল পড়িতেছিল। সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল

ভবেশ। দেখ, এটা চণ্ডীমণ্ডপ নয়, ক্লাব। এখানে ওসব আলোচনা চলবে না।

জহর। [স্টেট্‌স্‌ম্যানের ওয়াণ্টেড কলম হইতে চোখ তুলিয়া] ঠিক কথা।

হয়তো ইহা লইয়া একটা বাদ প্রতিবাদ শুরু হইত, কিন্তু অবিনাশ, অনাদি, করুণা, যুগল, ফণী, পরেশ, কান্তি ও বিপিন আসিয়া প্রবেশ করাতে তাহা আর হইল না। সকলেই সবিস্ময়ে তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল। অবিনাশের হাতে বাঁশী, অনাদির হাতে সেতার, যুগলের হাতে এস্রাজ, করুণার হাতে ডুগি-তবলা, ফণীর হাতে বেহালা।

পরেশ, কান্তি ও বিপিনের শুধু-হাত

ভবেশ। কি ব্যাপার হে? থিয়েটার আসন্ন নাকি?

অবিনাশ। [হাসিয়া] কাল এখানকার স্কুলে প্রাইজ। হেডমাস্টার মশায় ধরেছেন, আমাদের কন্সার্টটা বাজিয়ে দিতে হবে।

পুনরায় খেলায় বাধা পড়াতে ভব ভ্রূকুঞ্চিত করিল ও নিজের হাতের তাসগুলি দেখিতে লাগিল

যুগল। আমাকে তোমরা ধ'রে আনলে, কিন্তু আমার কাল বাইরে যাওয়ার দরকার ছিল।

ফণী। থাম থাম। শেয়ালের ইয়ের দরকার হ'লে শেয়াল পর্ব্বতে গিয়ে ইয়ে করে—তোর যে সেই দশা হ'ল দেখছি রে।

ভবেশ। ছি যুগল, পাব্লিক ফাংশানে হেল্‌প করা প্রত্যেক সিটিজেনের কর্ত্তব্য। ওরকম ক'র না।

এডিটোরিয়ালে মন দিল

নবীন। [সিনেমা-সাপ্তাহিকের আর একটা ছবি দেখাইয়া] বিমল, এইটে দেখ, উঃ, দারুণ মাইরি! দাঁড়াবার কায়দাটা দেখ।

বিমল ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। নবাগত পরেশ, কান্তি ও বিপিন আসিয়া তিনটি চেয়ার অধিকার করিল

ছবি। [অবিনাশকে] কোন গৎটা বাজাচ্ছ কালকে?

মহাদেব। ভৈরবী গৎটা বাজিও। ওটা বেশ হয় তোমাদের।

অনাদি। বিকেলবেলা ভৈরবী কি সুবিধে হবে? ভাবছি, কানাড়াটা বাজাব, যদিও কানাড়ারও সময় বিকেল নয়।

ছবি। না না, কানাড়াই ঠিক হবে। ইমন কি পূরবী হ'লে আরও ভাল হ'ত।

ভব ক্ষেপিয়া উঠিল

ভব। আরে বাপু, তোমরা বাজাবে তো সুরু ক'রে দাও না ও ঘরে গিয়ে খেলার মাঝখানে এসে বাগড়া দিচ্ছ কেন?

বাদকগণ পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল। ভবেশ পত্রিকাখানা মুড়িয়া রাখিয়া সহসা আবিষ্কার করিল যে, তাস খেলিবার লোক জুটিয়া গিয়াছে

ভবেশ। এই তো আমরা আটজন হয়ে গেছি। দুখানা টেবিলও খালি রয়েছে—সময় নষ্ট ক'রে আর লাভ কি?

পরেশ। কিছু লাভ নেই।

বিপিন। চল, খেলা যাক।

কান্তি। ওঠ হে জহর, ওয়াণ্টেড পরে দেখো।

বিভূতি। [নবীনকে] ছবি দেখে আর কি হবে বাবা, চল।

হাত হইতে সিনেমা-সাপ্তাহিক কাড়িয়া লইল

বিমল। তোমরা গোলমাল ক'র না বেশি। হরেনটা একটু ঘুমুক, এমন নেতিয়ে পড়বে জানলে কি আমি ওকে সিদ্ধি খাওয়াই! কি বিপদ দেখ দিকি!

সকলে গিয়া দুইটি টেবিল দখল করিয়া তাস খেলিতে বসিল। পাশের ঘরে কানাড়ার গৎ সুরু হইয়া গেল। হরেন টেবিলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে লাগিল। মিনিট দুই গৎ বাজিবার পর সহসা চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল এবং গৎ থামিয়া গেল। হরেন স্বপ্ন দেখিতেছে। স্বপ্নটি এই ভাবে দেখানো যাইবে—আলো জ্বলিলে দেখা যাইবে, একটি কালো পর্দ্দা আসিয়া যুবক-সমিতির ঘরটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ডান দিকে সেক্রেটারির টেবিল টুল ও চেয়ার এবং বাম দিকে অর্গ্যানটি কেবল দেখা যাইতেছে। বাকি সব কালো পর্দ্দার ওপারে আছে। হরেন আসিয়া প্রবেশ করিল। হরেন প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক দিয়া প্রবল গুম্ফধারী ভোজপুরী দারোয়ান বলিষ্ঠকায় রামবৃক্ষ সিংহও আসিয়া দাঁড়াইল

রামবৃক্ষ। কেয়া মাংতে হেঁ?

হরেন। চপলাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রামবৃক্ষ। হোবে না।

হরেন। [সবিনয়ে] আমার বড় জরুরি দরকার।

রামবৃক্ষ। হোবে না।

হরেন। কেন?

রামবৃক্ষ। [গুম্ফ চুমরাইয়া] হামরা খুশি।

হরেন সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল

বুঝলিন—চপ্লাকান্‌ত্‌বাবুকা সাথ মুলাকাৎ হোবে না—হামরা খুশি, বুঝলিন?

হরেন। [আরও সবিনয়ে] আমার বড় জরুরি দরকার ছিল।

রামবৃক্ষ। [নির্ব্বিকারভাবে] উস্‌মে হামারা কেয়া হায়?

হরেন। মানে?

রামবৃক্ষ। আরে ভাইয়া, হোবে না। চপ্লাকান্‌ত্‌বাবুকা সাথ এইসে মুলাকাৎ হোবে না। রামবৃছ সিং ফজুল বাৎমে গলনেবালা আদমি নেহি।

হরেন। [সসঙ্কোচে] মানে—

রামবৃক্ষ। [ভ্যাঙাইয়া] মানে মানে মানে ! তুনিয়েমে একিহি চিজকো তো মানে হ্যায়।

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী সহযোগে টাকা বাজাইল

হরেন। [অর্থ বুঝিতে পারিয়া স্মিত মুখে] ও, তার জন্যে আর কি !

পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া একটি আধুলি দিতে গেল

রামবৃক্ষ। [সবিস্ময়ে] আরে, ছিয়া ছিয়া ছিয়া ! ই কি ভদ্দর আদমিকা কাম হ্যায় ! কুল্লম আঠ আনা পয়সা ? উ কোন্ ছুঁয়েগা ? ছিয়া ছিয়া ছিয়া !

হরেন। [সানুনয়ে] এর বেশি আর আমার কাছে নেই যে সিংজি।

রামবৃক্ষ। [ধমকাইয়া] তব সিধা রাস্তা দেখো। চম্পাকান্ত্ বাবুসে মুলাকাৎ নেহি হোগা।

হরেন। এখন এই নাও, চাকরি হয়ে গেলে তোমাকে নগদ তুটাকা বকশিশ দোব।

রামবৃক্ষ। ঠিক ?

হরেন। ঠিক।

রামবৃক্ষ। ঠিক ?

হরেন। ঠিক।

রামবৃক্ষ। ঠিক ?

হরেন। ঠিক।

রামবৃক্ষ আধুলি লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হিতৈষী হইয়া উঠিল

রামবৃক্ষ। নোক্‌রি কোরবার হিন্‌ছা যদি থাকে, একঠো কাম মগর কোরতে হোবে।

হরেন। কি ?

রামবৃক্ষ। চম্পাকান্ত্ বাবুকা পয়ের চাট্‌নে পড়েগা।

হরেন। পা চাটতে হবে ?

রামবৃক্ষ। [চক্ষু বড় বড় করিয়া] হাঁ, পাঁ চাটতে হোবে।

হরেন। [সবিস্ময়ে] কি ক'রে ?

রামবৃক্ষ। জিব্ভা নিকালকে। ওই টিবিল দেখছিন ?

টেবিলটি দেখাইল

হরেন। দেখছি।

রামবৃক্ষ। ওই কুরসি দেখছিন ?

চেয়ারটি দেখাইল

হরেন। দেখছি।

রামবৃক্ষ। ওই টুল দেখছিন ?

টুলটি দেখাইল

হরেন। দেখছি।

রামবৃক্ষ। চপ্লাকান্ত্বাবু কুরসি পর বৈঠকে টিবিল পর পয়ের চঢ়ায় দিবিন—আর আপ টুল পর বৈঠকে জিব্ভা নিকালকে উনকো পয়ের চাটবিন।

হরেন। [আরও বিস্মিত] এ রকম করার মানে ?

রামবৃক্ষ। চপ্লাকান্ত্বাবুকো খুশি।

গুম্ফ চুমরাইতে লাগিল

হরেন। আর কেউ করছে এ রকম ?

রামবৃক্ষ। বহুত, রোজ আতা হ্যায়।

হরেন। শ্যামবাবু এসেছিলেন ?

রামবৃক্ষ। হাঁ। মগর সেকলো না, বেচারা ওকি করতে করতে জান জি লিয়ে ভাগলো।

হরেন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রামবৃক্ষ আর একটু সদয় হইল

হামারা একঠো সল্লা শুনবিন ?

হরেন। কি ?

রামবৃক্ষ। পহলে এক টুকরা হররা খাইয়ে লিন, তব কুছ্ মালুম নেই হোবে।

হরেন। হররা কি?

রামবৃক্ষ। আপনারা যাকে বোলছিন হোরতুক্কি।

হরেন। হরীতকী?

রামবৃক্ষ। হাঁ, হোরতুক্কি।

হরেন। কোথায় পাব এখন?

রামবৃক্ষ। হামারা বটুয়ামে হ্যায়।

কোমরের বটুয়া হইতে এক টুকরা হরীতকী বাহির করিয়া হরেনকে দিল

বাস্, মুমে দে কর চবাতে রহিয়ে। কুছ্ মালুম হোবে না।

হরেন যন্ত্রচালিতবৎ তাহা মুখের মধ্যে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল

চপ্লাকান্ত্ বাবুকো বোলাই?

হরেন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল

এ চপ্লাকান্ত্ বাবু, এক পয়ের চাটনেওয়ালা ছোকরা হাজির হুয়া হ্যায়।

চপলাকান্তবাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখভাবে দাম্ভিকতা পরিস্ফুট। চেহারা স্থূলাকৃতি, জবড়জং, দেখিলেই রাগ হয়। চপলাকান্ত আসিতেই হরেন মেরুদণ্ড বক্র করিয়া নমস্কার করিল। রামবৃক্ষ চলিয়া গেল

চপলাকান্ত। কে আপনি?

হরেন। [শ্রদ্ধা-কোমল কণ্ঠে] আজ্ঞে, আমি—

চপলাকান্ত। আমি! নাম কি বলুন না?

হরেন। হরেন। আমি আপনাদের ইস্কুলে গানের মাস্টারি—

চপলাকান্ত। বুঝেছি। মাইনে এখন আমরা ত্রিশ টাকার বেশি দিতে পারব না, তা জানেন তো?

হরেন। জানি।

চপলাকান্ত। পা চাটতে রাজি আছেন?

হরেন। আছি।

চপলাকান্ত। আপনার জিব দেখি ?

হরেন জিব বাহির করিল

দাঁত দেখি ?

হরেন দাঁত বাহির করিল

মুখের মধ্যে কোন রকম ঘা-টা নেই তো ?

চপলাকান্ত। একবার এক ব্যাটাকে দিয়ে পা চাটিয়ে পাময় আমার একৃজিমা হয়ে গেছল। আপনি রোজ মুখ ধোন তো ?

হরেন। ধুই।

চপলাকান্ত। কি দিয়ে ?

হরেন। খড়িগুঁড়ো।

চপলাকান্ত। এবার থেকে কুন্দদন্ত টুথ পাউডার ব্যবহার করবেন, ওতে আমার শেয়ার আছে।

হরেন। আজ্ঞে, এবার থেকে তাই করব।

চপলাকান্ত। বমি-টমি ক'রে আবার কেলেঙ্কারি করবেন না তো ?

হরেন। আজ্ঞে না।

চপলাকান্ত। আচ্ছা, বেশ। আপনি একটা গৎ বাজান ততক্ষণ, আমি আসছি এখনি।

চপলাকান্তবাবু চলিয়া গেলেন। হরেন অর্গ্যানে বসিয়া একটি গৎ বাজাইতে লাগিল। একটু পরে চপলাকান্তবাবু ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে একটি খাতা ও একটি কুকুরের মুখোশ

চপলাকান্ত। দেখুন, চাকরি যদি রাখতে চান, আর একটি কাজ করতে হবে। এই মুখোশ প'রে আমার তৈরি এই গানটা গাইতে হবে। ধনেশ্বরবাবু ভারী পছন্দ করেন গানখানা। সুর আমিই দিয়েছি। আপনি এটা একটু রপ্ত ক'রে নিন। আমার মুখস্থ আছে, আপনি খাতা দেখে গানটা মুখস্থ করবেন।

খাতাটা হরেনকে দিলেন

নিন, এইবার মুখোশটা পরুন।

হরেন মুখোশ পরিল

কুকুর পেছনের পায়ে দাঁড়ালে যে রকম দেখতে হয়, সেই ভাবে দাঁড়ান।

হরেন সেই ভাবে দাঁড়াইল

এইবার আমার সঙ্গে সঙ্গে গান করুন।

চপলাকান্তের সহিত হরেন গাহিতে লাগিল। চপলাকান্ত গাহিবেন, শুনিয়া শুনিয়া হরেন গাহিবে এক এক কলি

গান

তু তু তু ক'রে ডাকবে যখন,
ল্যাজটি নেড়ে আসব তখন,
লুটিয়ে প'ড়ে চাটব চরণ—
রাতুল চরণ রে।
পারবে না কেউ রুখতে মোরে
পারবে না রে কেউ।
ভেউ ভেউ ভেউ।
শিস দিয়ে বা আঙুল নেড়ে
লেলিয়ে দিলেই ছুটব তেড়ে,
শত্রু মিত্র বিচার ছেড়ে
ফেলব পেড়ে রে।
টুঁটির পরে দাঁতের পাটি
বসিয়ে দেব ক্যাঁক।
ঘ্যাক ঘ্যাক ঘ্যাক।
আবার যখন চাবুক তুলে
ফেলবে পিঠের চামড়া খুলে,
ল্যাজ গুটিয়ে চরণমূলে
থাকব প'ড়ে রে।

বলব, প্রভু, ঠাঁই দাও গো,

একটুখানি শুই।

কুঁই কুঁই কুঁই।

আবার সহসা সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল। আলো জ্বলিলে দেখা গেল, কালো পর্দা অন্তর্হিত হইয়াছে, পূর্ব্ববৎ সকলে বসিয়া তাস খেলিতেছে, পাশের ঘরে ঐক্যতান বাজিতেছে, হরেন গোল টেবিলে মাথা রাখিয়া গোঁ গোঁ করিতেছে। বিমল তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল

বিমল। [হরেনকে ঠেলিয়া] হরেন, হরেন, হরেন, ওঠ ওঠ ওঠ। এঃ, তুই ডোবালি দেখছি আমাকে।

হরেন উঠিয়া পড়িল

হরেন। উঃ, বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখলাম।

বিমল। কি স্বপ্ন ?

হরেন। যেন—[সহসা থামিয়া গেল]

বিমল। মাত্র এক গেলাস সিদ্ধি খেয়ে একি কেলেঙ্কারি তোর !

হরেন হতভম্ভ হইয়া বসিয়া রহিল

ভবেশ। একটু তেঁতুল গুলে খাইয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বিমল। তেঁতুল এখন পাই কোথা ?

বিমল যে টেবিল হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল, সেই টেবিলের খেলোয়াড়গণ বিমলকে ডাকিতে লাগিল

বিভূতি। সেসব বাড়ি গিয়ে ক'র, এখন এস।

জহর। আশ্চর্য্য লোক !

পরেশ। এইজন্যেই তো খেলতে ইচ্ছে করে না তোমাদের সঙ্গে ! সায়েবরা ব্রিজ খেলে, টুঁ শব্দটি থাকে না।

বিমল। [হরেনকে] তুই আর একটু ঘুমো না হয়।

বিমল গিয়া খেলায় যোগদান করিল। হরেন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাশের ঘরে কানাড়া গৎ বাজিতে লাগিল। পাশের ঘর হইতে ঝগড়ু বাহির হইল। তাহার হাতে সুতায় বাঁধা কতকগুলি স্লিপ।

ঝগড়ু। [হরেনকে] বাবু, সিগারেটের দামটা দেবেন? অনেক দিন হয়ে গেল।

হরেন যেন সম্বিত ফিরিয়া পাইল

হরেন। কত বাকি আছে?

ঝগড়ু। পাঁচ টাকা সাড়ে ন আনা।

হরেন। এখন নয়, পরে দোব।

ঝগড়ু চলিয়া গেল। তাসের টেবিল হইতে নবীন ইহা লক্ষ্য করিল

নবীন। হরেন, ধার শোধ করছ নাকি হে, তা হ'লে আমার দোকানের টাকা কটাও ফেলে দিও ভাই।

হরেন কিছু বলিল না, নবীনের দিকে চাহিয়া শুধু একটু হাসিল

ছবি। তোমার আবার কিসের দোকান?

নবীন। আমার মানে বৈজুপ্রসাদ ভূধরমলের। ওদের দোকানে সেল্‌স্‌ম্যান হয়ে ঢুকেছি যে আমি ও মাস থেকে। হরেন গেল মাসে কয়েকটা শার্ট করিয়েছে সেখান থেকে কাপড় নিয়ে।

ছবি। ও।

ভব। আবার তোমরা বাজে কথা কইতে সুরু করলে? জ্বালাতন তোমাদের নিয়ে! খেলতে বসেছ, খেল না।

বীরেন। আমাদের নির্ম্মলের 'মনোহারি স্টোর্স' কেমন চলছে হে?

বিভূতি। [তাস ফেলিয়া] ভালই।

নবীন। ওরে ঝগড়ু, জল নিয়ে আয় এক গেলাস।

মহাদেব। আর চারটি সুপুরি।

ঝগড়ু জল ও সুপারি দিয়া গেল

বীরেন। আরে, নির্ম্মলের নাম করতে করতেই নির্ম্মল এসে হাজির যে!

নির্ম্মল আসিয়া প্রবেশ করিল এবং পকেট হইতে এক তাড়া বিল বাহির করিল

ছবি। ওকি, পকেট থেকে বার করছ বিল নাকি?

নির্ম্মল। [হাসিয়া] এইখানেই তোমাদের সব্বাইকে একসঙ্গে পাওয়া যাবে। [হরেনের দিকে চাহিয়া] কিছু দেবে নাকি ভাই ?

হরেন। [ম্লান হাসি হাসিয়া] এখন নয়, পরে।

বীরেন। বিল-টিল এখন রাখ। ক্লাবে বিল! তুই যে মাড়োয়ারীরও বেহদ্দ হয়ে উঠলি রে!

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। হিপ হিপ হুর্‌রে।

ভবেশ। তোমাদের টিম জিতল নাকি ?

অক্ষয়। আরে ছ্যাৎ, গোরাদের সঙ্গে জেতা সোজা নাকি ? তিনটি গোল ঠেসে দিয়েছে। তা ছাড়া রেফারি ব্যাটা ভয়ঙ্কর পার্শিয়ালিটি করছিল।

ছবি। তবে 'হিপ হিপ হুর্‌রে' কিসের ?

অক্ষয়। হরেনের চাকরি হয়ে গেছে।

অনেকেই। তাই নাকি ?

উল্লাসে উত্তেজনায় হরেন দাঁড়াইয়া উঠিল

হরেন। কি ক'রে জানলে তুমি ?

অক্ষয়। ধনেশ্বরবাবুর সঙ্গে স্টেশনে দেখা হ'ল, তিনিই বললেন। তোমার গান খুব ভাল লেগেছে তাঁর।

হরেন। সত্যি ?

অক্ষয়। কালই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পাবে। থ্রী চিয়ার্স ফর হরেন—হিপ হিপ হুর্‌রে, হিপ হিপ হুর্‌রে, হিপ হিপ হুর্‌রে।

সকলে। হিপ হিপ হুর্‌রে।

যবনিকা

জল

[একটি প্রকাণ্ড কাচ-পাত্রের অভ্যন্তর। পাত্রটি ফ্লাস্ক্-জাতীয় এবং এত বড় যে, তাহার সমস্তটা দেখা যাইতেছে না। যতটুকু দেখা যাইতেছে, তাহা বহুগুণ বৃহদীকৃত অতি-ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। দৃশ্যমান অংশের দুই পার্শ্বে দুইটি মোটা সাদা কীলকের মত বস্তু দেখা যাইতেছে, এ দুইটি প্ল্যাটিনাম ইলেক্‌ট্রিক নোড। কাচপাত্রটির ভিতরে কোটি কোটি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাহাদের সকলকে দেখা যাইতেছে না। বৃহদীকৃত অংশটুকুর মধ্যে যখন যাহারা আসিতেছে, তাহাদেরই কেবল দেখা যাইতেছে। নাটকীয় প্রয়োজনে পরমাণুগুলিকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হইল। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের বিভিন্নতাও তাহাদের পরিচ্ছদের বর্ণ-বিভিন্নতা দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। হাইড্রোজেনদের পরিচ্ছদ শ্বেত এবং অক্সিজেনদের পরিচ্ছদ গৈরিক বর্ণের। হাইড্রোজেনদের পরিচ্ছদে হাইড্রোজেনের প্রোটন-ইলেক্‌ট্রনসমন্বিত রাসায়নিক রূপটি লাল সুতা দিয়া অঙ্কিত থাকিবে; তাহাদের পতাকাও এই চিহ্ন বহন করিবে। অক্সিজেনদেরও তদ্রূপ।]

কয়েকটি হাইড্রোজেন-পরমাণু তর্ক করিতে করিতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন

১ হা। আমাদের ধর্ম্মই আলাদা, সে কথা বললে চলবে কেন ?

২ হা। ধর্ম্ম আলাদা সে কথা কে অস্বীকার করছে, কিন্তু আমরা, যে কারণেই হোক, এক জায়গায় এসে জুটেছি যখন—

৩ হা। সে তো ঠিকই।

১ হা। সে তো ঠিকই ! বলতে বাধল না তোমার কথাটা, গলায় আটকে গেল না ? ছি ছি ছি ছি।

৩ হা একটু কাচুমাচু হইয়া গেলেন

২ হা। [১ হা-কে] আহা, তুমি কথাটা বুঝছ না তলিয়ে। আমাদের সঙ্গে অক্সিজেনদের অনেক বিষয়ে অমিল আছে তা ঠিক, ও ব্যাটারা পাজির পা-ঝাড়া তাও ঠিক ; কিন্তু এটাও তো ঠিক কথা, আমরা, যে কারণেই হোক,

একসঙ্গে এসে জুটেছি এবং একসঙ্গে বসবাসও করতে হচ্ছে। কথাটা বুঝে দেখ তলিয়ে।

১ হা। [উষ্মাভরে] আমি বুঝতে চাই না। [৪ হা-কে] তুমি চাও ?

৪ হা। না।

১ হা। [৫ হা-কে] তুমি চাও ?

৫ হা। আমি! আমি বাবা সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না, যে কদিন বাঁচব, যেখানেই থাকি চুপচাপ থাকব।

১ হা। [চটিয়া] তার মানে ? ভিদভিদে স্বার্থপর পাজি তুমি।

৫ হা হাসিভরা দৃষ্টিতে ৩ হা-র দিকে চাহিলেন

৬ হা। [১ হা-কে] আরে, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি তোমার পক্ষে আছি। ল'ড়ে যাও ব্যাটাদের সঙ্গে, তারপর যা হয় হবে। কি করতে চাও তুমি ?

১ হা। মীটিং।

২ হা। মীটিং! আমি ভাবছিলাম, বুঝি ঘোরতর কিছু করবে। মীটিং করতে আমিও রাজি আছি। ওরাও করছে।

৩ হা। সে তো ঠিকই।

১ হা। সবাই রাজি আছ তা হ'লে ?

৭ হা এতক্ষণ কিছু বলেন নাই, গলা-খাঁকারি দিয়া আগাইয়া আসিলেন

৭ হা। [১ হা-কে] আজ হঠাৎ তুমি এত ক্ষেপে গেলে কেন বল তো ?

২ হা। আসল কথাটা খুলে বল দিকি ভাই ?

৬ হা। যাই কারণ হোক, তোমার স্বপক্ষে আমি আছি, বল তুমি খুলে— আজ ক্ষেপবার কারণটা কি ?

৫ হা। আমারও কৌতূহল হচ্ছে, যদিও আমি কারও সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না।

১ হা চক্ষু পাকাইয়া নিরুত্তর রহিলেন

৪ হা। মীটিং করবার আগে কারণটা শোনা দরকার।

৩ হা। সে তো ঠিকই।

৭ হা। কারণটা বল, সবাই বুঝে দেখি। ধাঁ ক'রে একটা মীটিং করলেই হ'ল না তো! এতদিন তুমি কিছু বল নি, আজ হঠাৎ ক্ষেপে উঠলে, এর মানেটা কি! ধাঁ ক'রে একটা মীটিং করলেই হ'ল না তো! [অর্থভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন]

২ হা। আমার মতে মীটিং জিনিসটাই ধাঁ ক'রে করা যায়। আর কিছু ধাঁ ক'রে করা শক্ত আমাদের পক্ষে।

৭ হা। কি নিয়ে মীটিং করবে, কেন মীটিং করবে, আজই বা হঠাৎ কেন মীটিং করবে, এর কথাতেই বা কেন মীটিং করবে—এ সবগুলি পরিষ্কার না হ'লে—

৩ হা। সে তো ঠিকই।

১ হা এইবার কথা কহিলেন

১ হা। মীটিং করতে চাই নিজের জন্যে নয়, ধর্ম্মের জন্যে। আমাদের ধর্ম্ম আজ বিপন্ন।

২ হা। [সবিস্ময়ে] তাই নাকি!

১ হা। [৪ হা-কে] ধর্ম্ম বিপন্ন নয়?

৪ হা। নিশ্চয়।

১ হা। কে না জানে, আজ আমাদের ধর্ম্ম বিপন্ন! কে না জানে, ধর্ম্মকে বিপন্ন হতে দিয়েছি ব'লেই আমরাও আজ বিপন্ন, আমরাও আজ লাঞ্ছিত, আমরাও আজ অপমানিত! কে না জানে, এই ধর্ম্মকে যতদিন আমরা আমাদের জীবনে তার সম্মানিত সর্ব্বোচ্চ আসন দিতে না পারব, ততদিন আমাদের মুক্তি নেই! কে না জানে, আমাদের অপমানিত আত্মা যে বন্ধ কারাগৃহের রুদ্ধ দ্বারে মাথা কুটে মরছে, সে কারাগৃহকে ধূলিসাৎ করতে পারে কেবল আমাদের ধর্ম্মবল! কে না জানে, যে মর্ম্মন্তুদ বেদনার কুশাঙ্কুর অহরহ আমাদের নগ্ন চরণতলকে ক্ষতবিক্ষত করছে, তার একমাত্র—

সবেগে অষ্টম হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রবেশ

৮ হা। সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

অনেকেই। কি? কি?

৮ হা। [বুক চাপড়াইয়া] হায় হায়, আমার ষোল বছরের জোয়ান মেয়েকে কতকগুলো অক্সিজেন-গুণ্ডা এসে ধ'রে নিয়ে চ'লে গেল। হায় হায় হায় হায়!

বুক চাপড়াইতে লাগিল

৫ হা। থানায় খবর দিয়েছ?

৮ হা। সেখানেই যাচ্ছি, কিন্তু দারোগাও যে অক্সিজেন।

৪ হা। তবু যাও, থানায় খবর দেওয়াটা দরকার।

৩ হা। সে তো ঠিকই।

৮ হা চলিয়া গেল

১ হা। বন্ধুগণ, এখনও কি সন্দেহ আছে যে, আমাদের ধর্ম্ম বিপন্ন?

২ হা। তুটি বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

১ হা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ২ হা-র পানে চাহিলেন

১ হা। কি কি?

২ হা। আমার প্রথম সন্দেহ, তুমি এই যে আজ হঠাৎ 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' ব'লে চেঁচিয়ে একটা হৈ চৈ বাধাবার চেষ্টায় আছ, এর মূল কারণ ধর্ম্ম নয়, এর মূল কারণ তোমার ছেলে চাকরি পায় নি, একটি অক্সিজেনযুবক পেয়েছে। আমার দ্বিতীয় সন্দেহ, এই যে হাইড্রোজেনকুমারীটি অক্সিজেন-গুণ্ডা কর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছে, এর মূল কারণ ওর বাপটি অপদার্থ। খুব সম্ভবত ওই মেয়েটির কাছ থেকে ওই গুণ্ডার দল প্রণয়ঘটিত কোনরূপ ইসারাও পেয়েছিল, তা না হ'লে দিনে তুপুরে—

১ হা। তুমি পাষণ্ড।

২ হা। সম্ভবত। কিন্তু আমার যা সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে, অকপটে আমি তা বলতে বাধ্য এবং এখানকার লোকাল-বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে ধর্ম্ম নিয়ে দলাদলি করবার পক্ষপাতীও আমি নই।

৩ হা। সে তো ঠিকই।

১ হা। আবার বলছি, তুমি পাষণ্ড। আমাদের ভোটের জোরে আজ তুমি লোকাল-বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে অক্সিজেনদের চাকরি দিচ্ছ, লজ্জা করে না তোমার ?

৫ হা। [৬ হা-কে জনান্তিকে] কোণ-ঠাসা করেছে।

৬ হা। [চুপি চুপি] করবে না, অতি পাজি লোক যে! কিছুতেই কণ্ট্র্যাক্টটা আমায় দিলে না হে।

২ হা। চুপি চুপি বললেও তোমার কথাটা শুনতে পেয়েছি। দেখ, লোকাল-বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি ন্যায়বিচার করতে বাধ্য। আমায় সব দিক ভেবে তবে তো—

৭ হা। [হাসিয়া] কিন্তু ভায়া, স্বজাতির উপকার করা কি ন্যায়ধর্ম্মের বাইরের জিনিস ? এই যে আমরা না খেয়ে না দেয়ে তোমার ভোটের জন্য চতুর্দ্দিক তোলপাড় ক'রে বেড়ালাম, এইটেই কি তার প্রতিদান ?

২ হা। আমায় কি করতে বল তোমরা। সমস্ত অক্সিজেনদের আপিস থেকে তাড়িয়ে দোব ?

১ হা। নিশ্চয়, পত্রপাঠ—

৭ হা। না গো, না, সবাইকে তাড়িয়ে দিতে যাবে কেন, তবে আমাদের দিকটাও একটু দেখো, এই আর কি।

২ হা। যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমি—

১ হা। কিছুই করছ না তুমি। তুমি ভেবেছ, অক্সিজেনদের খোশামোদ ক'রে হাতে রাখতে পারলে আগামী ইলেক্‌শনে তোমার স্থবিধে হবে। মনেও স্থান দিও না তা, ওরা সাপের জাত, স্থযোগ পেলেই ছোবল দেবে।

৬ হা। নিঃসন্দেহে।

২ হা। কিন্তু আমাদের মধ্যেই বা একতা কই, আমাদের মধ্যে খুব বড় একটা দল অক্সিজেনদের সঙ্গে বেশ মেলামেশা করে। তারা বিশ্বপ্রেমিক।

১ হা। তারা স্বার্থপর। তারা দুদলেরই সুবিধেটা পুরোমাত্রায় ভোগ করতে চায় এতটুকু স্বার্থত্যাগ না ক'রে। তারা সুবিধেবাদী, তারা পাঁঠার মাংসটি খেতে চায়, কিন্তু পাঁঠা কাটা দেখতে পারে না, আড়ালে পাঁঠাটি অপরকে দিয়ে কাটিয়ে নিতে চায়!

৬ হা। [১ হা-কে] অত কথায় দরকার কি, তুমি মীটিং করতে চাও, কর না হে, আমি তোমার স্বপক্ষে আছি। [৪ হা-কে] তুমি নেই?

৪ হা। নিশ্চয়।

৭ হা। আমার কিন্তু মনে হয়, ভেবে দেখা উচিত। ধাঁ ক'রে কিছু একটা—

২ হা। মীটিং করতে আমার আপত্তি নেই। সময়ে খবর পেলে আসব, এখন আমি চলি। এস হে।

২ হা ও ৩ হা চলিয়া গেলেন

৬ হা। [২ হা-র গমনপথের দিকে চাহিয়া] অতিশয় দাম্ভিক লোক। মোসায়েবটিও জুটেছে বেশ।

৭ হা। [উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া] গোড়ায় গোড়ায় বলি নি আমি! গরিবের কথা বাসী হ'লে মিষ্টি লাগে ভায়া।

৫ হা। [সবিস্ময়ে] আপনি তো মশাই, ওকে ভোট দেবার জন্যে সাধাসাধি করেছিলেন, এখন আবার বলছেন—

৭ হা। আহা, সে আগেই বলেছিলাম আমি, ইলেক্‌শনের আগে—অনেক আগে—[১ হা-কে দেখাইয়া] ও সব জানে।

৫ হা। এইবার ব্যাপারটা খুলে বল।

১ হা। এর পরের ইলেক্‌শনে আমি দাঁড়াব।

৪ হা। নিশ্চয়।

৬ হা। মীটিংটা ক'রে ফেল।

৭ হা। তুমি দাঁড়ালে তো বাঁচি আমরা। তাই তো আমি গোড়ায়

জানতে চাইছিলাম, কি নিয়ে মীটিং করবে, এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল। তা ছাড়া ও লোকটার সামনে খোলাখুলিভাবে তোমার কথায় সায় দিতেও পারছিলাম না। বোঝই তো।

নেপথ্যে বাদ্যভাণ্ড ও কলরব শোনা গেল

৫ হা। [দূরের দিকে চাহিয়া] একদল অক্সিজেন এই দিকে আসছে হে, প্রসেশন ক'রে বাজনা বাজিয়ে।

১ হা। তাই নাকি ?

৬ হা। হ্যাঁ হে, একটি দঙ্গল।

১ হা। খুব সম্ভব মীটিং করবে। তালে ঠিক আছে ওরা। অথচ আমরা—

৭। চল, একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে শোনা যাক, কি করে ব্যাটারা।

হাইড্রোজেন-পরমাণু দল অন্তর্হিত হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গৈরিক-পতাকাধারী গৈরিক-পরিচ্ছদ-পরিহিত অক্সিজেন-পরমাণুগণের প্রবেশ। একটি অক্সিজেন-যুবকের স্কন্ধ হইতে হার্মোনিয়ম বিলম্বিত, আর একজনের মুখে বাঁশী বাকি কয়েকজন জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেকে আছেন। হাইড্রোজেন-পরমাণুদের অনুমান সত্য, একটি সভাই হইবে। একজন মাল্যশোভিত সভাপতি এবং ঠিক পিছনেই তাঁহার আসন বহন করিয়া একটি যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। নিকটেই আর একজনের মস্তকে একটি পাট-করা শতরঞ্জি দেখা যাইতেছে। জাতীয় সঙ্গীত চলিতে লাগিল।

—জাতীয় সঙ্গীত—

আমরা আর্য্য, আমরা অক্সিজেন
আমরা শুদ্ধ
আমরা বুদ্ধ
আমাদের কথা ভগবান স্মরিছেন।

নির্ম্মল করি বিষাক্তে
বিষ্ণুভক্তে, কি শাক্তে
তীব্র দাহনে জ্বালাই আমরা
গালাইয়া করি ঢালাই আমরা
অক্সাইডের সনাতন ছাঁচে হে—
গ্রাহ্য করি না কেবা কিবা বলিবেন।
আমাদের কথা ভগবান স্মরিছেন।
আমারা শুদ্ধ
আমরা বুদ্ধ
আমরা আর্য্য, আমরা অক্সিজেন।

সঙ্গীত শেষ হইয়া গেলে সভাপতির আসনটি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল, শতরঞ্জিটিও পাতা হইল। দেখিতে দেখিতে সভা জমিয়া উঠিল, যাঁহারা বসিতে পাইলেন বসিয়া পড়িলেন, যাঁহারা পাইলেন না দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখা গেল, সভায় কেবল অক্সিজেন-পরমাণু নয়, হাইড্রোজেন-পরমাণুও আছেন। ১ হা, ৪ হা, ৫ হা, ৬ হা এবং ৭ হাও সভাপতির পিছন দিকে ভিড়ের মধ্যে আসিয়া জুটিলেন।

সভাপতি। আজ সকাল থেকে ক্রমাগত সভা ক'রে বেড়াচ্ছি, আরও দু জায়গায় বাকি আছে, সুতরাং আপনাদের যার যা বলবার আছে, একে একে চটপট ব'লে যান।

একটি অক্সিজেন-পরমাণু উঠিয়া দাঁড়াইলেন

আপনি বলবেন? বেশ, বলুন।

১ অ। আমরা সকলেই এক বিরাট কারাগারে বন্দী, আমাদের বাহির হইবার পথ নাই, দুর্ভেদ্য কারা-প্রাচীর নিষ্ঠুর নিশ্চলতায় আমাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু আমাদের কারা-প্রাচীরের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা দুর্ভেদ্য হইলেও স্বচ্ছ। ইহার ভিতর দিয়াই আমরা আকাশ দেখিতে পাই, মহাকাশচারী সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের জ্যোতির্ম্ময় অভিযান বিস্মিত নয়নে

চাহিয়া দেখি, ছুটিয়া বাহির হইতে চাই, কিন্তু দুর্ভেদ্য প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসি, মনে হয়—

সভাপতি। সংক্ষেপ করুন।

১ অ। মনে হয়, কবে ওই মহাকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত স্বচ্ছন্দে সঞ্চরণ করিতে পারিব! মনে হয়, কবে আমাদের এই অভিশপ্ত জীবনের অবসান হইবে! মনে হয়—

২ অ। [ঈষৎ নিম্ন কণ্ঠে] আরে কচু খেলে যা, তুমি আগে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তার কথাটা বল না, আকাশ নিয়ে পরে মাথা ঘামিও।

সভাপতি। [শান্ত কণ্ঠে] সংক্ষেপে কাজের কথাটাই আগে বলুন।

১ অ। আচ্ছা বেশ।

গলা-খাঁকারি দিয়া বক্তৃতার মোড় ফিরাইলেন

আপনারা সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আজকাল ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তাগুলির কি ভীষণ অবস্থা। প্রায় প্রতি রাস্তাতেই গ্রীষ্মকালে এক হাঁটু ধুলা এবং বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা থাকে। পুলগুলিও মেরামত-অভাবে জীর্ণ। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, কণ্ট্রাক্টারেরা ফাঁকি দিতেছে। এই প্রসঙ্গে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের শতকরা আশিজন কণ্ট্রাক্টার এবং পঁচাত্তরজন ওভারশিয়ারই হাইড্রোজেন-জাতীয়। যোগ্যতা সত্ত্বেও বহু অক্সিজেন-কর্ম্মী দেশের কাজে নিজেদের শক্তি নিয়োগ করিবার অধিকার হইতে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত হইয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড এবং লোকাল-বোর্ড উভয় প্রতিষ্ঠানেরই চেয়ারম্যান হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন যখন কর্ণধার, তখন অক্সিজেনদের কর্ণই যে বারংবার নিপীড়িত হইবে, তাহাতে যদিও বিস্মিত হইবার কিছু নাই, তবু আমরা করদাতাগণ, এই সভায় আমাদের কাতর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি। আশা করি, ইহা নিষ্ফল হইবে না।

২ অ। বাঃ, বেড়ে বলেছ, এইবার ব'স।

সভাপতি। হ্যাঁ, আপনি এবার বসুন।

করতালির মধ্যে ১ অ উপবেশন করিলেন

আরও যদি কারও কিছু বলবার থাকে তো বলুন।

৩ অ। [সবিনয়ে] আমাকে এঁরা এই সভায় কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করেছেন, আমিও তাতে সম্মতি দিয়েছি—নিজের বাগ্মিতা জাহির করবার জন্যে নয়, কারণ আমি যে বাগ্মী নই, তা আপনারা সকলেই জানেন; আমি সম্মতি দিয়েছি কতকটা কর্ত্তব্যের খাতিরেও বটে, কতকটা আপনাদের সাহচর্য্যসুখ লাভ করবার জন্যও বটে। বর্ত্তমানে হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের বিরোধটা অতিশয় প্রবল আকার ধারণ করেছে, এবং এ সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা নানারকম গুজব বক্তৃতায় ও খবরের কাগজের মারফৎ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়াতে সমস্যাটিকে আরও জটিল ক'রে তুলেছে। এই যেমন ধরুন, 'নারী-ধর্ষণের' কথা। কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত প্রতি বৎসরই এই হীন কার্য্য ক'রে থাকে, গত বৎসরে এ সম্বন্ধে যতটুকু সত্য আমি সংগ্রহ করেছি, সেইটুকুই এই সভায় বলব। কোন মন্তব্য আমি করব না, আপনারা নিজেরাই এ থেকে যা বোঝবার বুঝে নিন।

অক্সিজেন কর্ত্তৃক অক্সিজেন-নারী ধর্ষণ

বিধবা—১২ জন

সধবা—২৪ জন

কুমারী—১৮ জন = মোট ৫৪ জন

অক্সিজেন কর্ত্তৃক হাইড্রোজেন-নারী ধর্ষণ

বিধবা—৭ জন

সধবা—১৩ জন

কুমারী—৬ জন = মোট ২৬ জন

হাইড্রোজেন কর্তৃক হাইড্রোজেন-নারী ধর্ষণ

বিধবা—৩৫ জন

সধবা—২০ জন

কুমারী—১৩ জন = মোট ৬৮ জন

হাইড্রোজেন কর্তৃক অক্সিজেন-নারী ধর্ষণ

বিধবা—২২ জন

সধবা—২১ জন

কুমারী—৫ জন = মোট ৪৮ জন

স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, হাইড্রোজেনরাই অধিকসংখ্যক নারী ধর্ষণ করেছেন, যদিও অক্সিজেনরাও এ বিষয়ে একেবারে নিরপরাধ নন। আমি নিজে অক্সিজেন-জাতীয় হ'লেও সকলের জন্যই লজ্জাবোধ করছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি হাইড্রোজেন-জাতীয়দের এই অধিক অপরাধ-প্রবণতার দিকে কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টিও আকর্ষণ না ক'রে পারছি না। এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নেই।

করতালির মধ্যে উপবেশন করিলেন

সভাপতি। আর যদি কেউ কিছু বলতে চান তো বলুন এবার।

৪ অ। আমাদের পাড়ার কয়েকটি কুমারী আপনাদের সম্মানার্থে ওরিয়েণ্টাল নাচ-গান প্র্যাক্‌টিস করছে কদিন থেকে। যদি অনুমতি করেন, তাদের নিয়ে আসি।

সভাপতি। আর কারও কিছু বলবার নেই ?

৪ অ। আজ্ঞে না।

সভাপতি। নিয়ে আসুন তা হ'লে। বেশি দেরি করবেন না—আরও দু জায়গায় যেতে হবে আমাকে, মনে রাখবেন।

৪ অ। আজ্ঞে না, এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

ভিড় ঠেলিয়া ছোকরা বাহির হইয়া গেল এবং ক্ষণপরেই গোটা চারেক মেয়েকে আনিয়া হাজির

করিল। দেখিবার মত বস্তু চারিটি। তাহারা আসিতেই সকলে সরিয়া গিয়া নাচের আসর করিয়া দিল এবং নর্ত্তকীগণ আধুনিক কায়দায় হাত-পা বাঁকাইয়া নাচ-গান সুরু করিল

—গান—

নীল আকাশের হাতছানি
জানি জানি জানি গো
বহন করে কোন্ বাণী!
মন ভ'রে যায় উদাসে
বুক ভ'রে যায় হুতাশে
আনমনে গো আনমনে—
খুলে রাখি দখিন বাতায়নখানি॥
নীল আকাশের হাতছানি—
পরাণ চঞ্চল করে—
আঁখির কোণে জল ভরে
হায় হায় হায় হায় রে—
মনের বীণায় যায় কে মধুর মীড় টানি॥
নীল আকাশের হাতছানি—

নৃত্যগীত-অবসানে নর্ত্তকীগণ এক পার্শ্বে উপবেশন করিতেই সভাপতি মহাশয় কালক্ষেপ না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভদ্রলোক অক্সিজেন-বংশাবতংস, ইঁহার বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রবলে অক্সিজেন-কুল উজ্জ্বল।

সভাপতি। অদ্য এই দুর্দ্দিনে অক্সিজেন-বংশীয় পৌরজনকে আমি পুনরায় আমাদের অতীত গৌরব-কথাগুলি শুনাইতে চাই। প্রতি সভায় বরাবর আমি এই কথাগুলিই বারম্বার আবৃত্তি করিতেছি এই আশায় যে, আমাদের অতীত গৌরব-কথাগুলি স্মৃতি-পথে সতত জাগরূক রাখিলে আমরা হীনকার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইব। আমরা যে বিশ্বব্যাপারে নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মত বস্তু নহি,

বস্তুত আমরা যে আছি, তাহার প্রথম আভাস পাইয়াছিলেন Boyle। কিন্তু তিনি আভাস মাত্রই পাইয়াছিলেন, আর কিছুই পান নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে John Mayow সত্যের কিছু নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও আমাদের প্রকৃত রূপটি কি, তাহা ধরিতে পারেন নাই। হয়তো পারিতেন, কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে এবং ফ্লজিস্টন থিওরির প্রাদুর্ভাবে তাহা আর ঘটে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পদে Scheele এবং Priestley আমাদের বিশিষ্ট অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া রসায়ন-জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আমাদের প্রকৃত রূপটি, আমাদের চরিত্রের বিশিষ্ট ধর্ম্মটি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সে আবিষ্কার করিয়াছিলেন মহামতি Lavoisier ; এই Lavoisierই সর্ব্বপ্রথম বুঝিয়াছিলেন যে দহন মানেই আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠ মিলন। শুনিয়াছি, আমাদের এই মিলনের ফলে Neutral oxide, Acidic oxide, Basic oxide, Amphoteric oxide, Peroxide এবং Compound oxide নামে ছয় প্রকার সঙ্কর কিন্তু প্রবল-শক্তিসম্পন্ন বিবিধ-গুণ-সমন্বিত রাসায়নিক বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে। শুনিয়াছি—

পিছন দিকের ভিড় ঠেলিয়া ১ হা অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটি-কুটিল, চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিবর্ষণ করিতেছে

১ হা। আমার কিছু বক্তব্য আছে।

আরও আগাইয়া আসিলেন। সভাপতি মহাশয় উচ্ছ্বাসের মুখে বাধা পাইয়া একটু থতমত খাইয়া গেলেন। সভাপতি হিসাবে হয়তো তিনি ১ হা-কে বাধা দিতে পারিতেন, কিন্তু ১ হা-র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবভঙ্গি দেখিয়া নিরস্ত হইলেন

সভাপতি। [নিরীহভাবে] বেশ, বলুন কি বক্তব্য আপনার। আগে বললে দেখতে শুনতে সব দিক থেকেই শোভন হ'ত। [বসিলেন]

১ হা। আগে কিছু বলবার আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আপনার বক্তৃতা শুনে আমার ধমনীতে ধমনীতে সমস্ত রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠেছে।

নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল

সভাপতি। বেশ, বলুন।

১ হা। [উত্তেজিত উদাত্ত কণ্ঠে] নিজেদের মশাল-আলোকে যদি আপনাদের চক্ষু অন্ধ না হ'ত তা হ'লে আপনারা দেখতে পেতেন, নিজেদের ঢক্কা-নিনাদে যদি আপনাদের কর্ণ বধির না হ'ত তা হ'লে আপনারা শুনতে পেতেন যে, হাইড্রোজেন নামেও এক অতি প্রাচীন বনিয়াদী জাতি বহুকালাবধি আপনাদের সান্নিধ্যে বাস করছে ; বুঝতে পারতেন, তাদের মহিমাও আপনাদের মহিমার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয় ; স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হতেন না যে, তাদের প্রাচীন ইতিহাসের বুকেও Paracelsus Cavendish এবং Lavoisier-এর নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত আছে ; চিন্তা ক'রে শঙ্কিত হতেন যে, আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত ধূমরাশিতে, সূর্য্যের জ্বলন্ত শিখায়, বায়ুলোকের উর্দ্ধস্তরে হাইড্রোজেন-পরমাণুগণ নিত্য বিরাজমান ; অনুসন্ধান ক'রে জ্ঞানলাভ করতেন যে, আমরাও Hydride নামক রাসায়নিক বস্তুর জনক ; প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ঙ্গম করতেন যে,—

সহসা ভিড়ের ভিতর হইতে একটি পাদুকা নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহা আসিয়া ১ হা-র বুকে লাগিল। ১ হা থামিয়া গেলেন, কিন্তু ক্ষণপরেই পাদুকাটি উত্তোলন করিয়া পুঙ্গব-কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন.

যে ভীরু নপুংসক ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে কাপুরুষের মত এই জুতো ছুঁড়েছেন, তিনি যদি জারজ না হন, তা হ'লে এগিয়ে আসুন তিনি, তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি, চ'লে আসুন।

আস্তিন গুটাইয়া আগাইয়া গেলেন। সভা নিস্তব্ধ

আবার বলছি, চ'লে আসুন।

আরও খানিকটা আগাইয়া গেলেন। আগাইয়া যাইতে গিয়া ঝোঁকের মাথায় তিনি একজন নর্ত্তকীর পা মাড়াইয়া দিলেন, নর্ত্তকীটি কাতর কণ্ঠে "উঃ, বাবা গো" করিয়া উঠিলেন

জনৈক অ। মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিয়েছে, মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিয়েছে।

সভায় একটা কলরব হইতে লাগিল। দেখা গেল ৩ অ, যিনি নারী-ধর্ষণ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তিনি গা বাঁচাইয়া সরিয়া পড়িতেছেন। কলরব ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। জনৈক হাইড্রোজেন-যুবক কর্ত্তৃক আহত হইয়া সভাপতি রক্তাক্ত-কলেবরে ভূশায়ী হইলেন। আরও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ঘুষি, জুতা, ছাতা, ছড়ি, লাঠি এবং অবশেষে ছোরাছুরিও চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই দুই চারিজন রক্তাক্ত হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। কলরবে, আর্ত্তনাদে, গালাগালিতে সমস্ত স্থানটা ভয়াবহ হইয়া উঠিল। ব্যাপার যখন চরমে উঠিয়াছে, তখন দড়াম করিয়া একটা শব্দ হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল এবং দুইটি প্ল্যাটিনাম ইলেক্‌ট্রিক নোডের মধ্যবর্ত্তী স্থান তড়িৎশিখায় ক্ষণিকের জন্য আলোকিত হইয়া তড়িৎবৎ মিলাইয়া গেল। আলো জ্বলিলে দেখা গেল, হাইড্রোজেন অক্সিজেন কেহ নাই, একটি টেবিলের উপর অবস্থিত ফ্লাস্কে নির্ম্মল জল টলমল করিতেছে। তড়িৎশিখার যাদুস্পর্শে হাইড্রোজেন-অক্সিজেন পরমাণুগুলির লম্ফঝম্প জল হইয়া গিয়াছে।

যবনিকা

অবাস্তব

একটি প্রশস্ত কক্ষ। কক্ষের দুইটি দ্বার। আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু অল্প যাহা আছে তাহা বেশ মূল্যবান। ঘরে দুইখানি টেবিল আছে। একটি অপেক্ষাকৃত বড়, সেটি কোণের দিকে রহিয়াছে। তাহার উপর রক্তবর্ণ শেড্ দেওয়া একটি ইলেক্‌ট্রিক বাতি এবং তিন-চারখানি পুস্তক ছাড়া আর কিছু নাই। পুস্তকগুলি উপর্য্যুপরি সাজানো আছে। টেবিলটির পাশে একটি আরাম-কেদারা এমনভাবে রহিয়াছে যে তাহাতে শুইয়া ইলেক্‌ট্রিক্ বাতিটির সহায়তায় বেশ পড়া যায়। আরাম কেদারার নিকট একটি চেয়ারও রহিয়াছে। দ্বিতীয় টেবিলটি ছোট। সেটি ঘরের মাঝামাঝি বাম দেওয়াল ঘেঁসিয়া রহিয়াছে। দুইটি টেবিল এমনভাবে আছে যে, একটি আর একটিকে আড়াল করিতেছে না। দ্বিতীয় টেবিলটির দুই পাশেও দুইখানি বেতের চেয়ার রহিয়াছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছোট টেবিলটির সামনে দাঁড়াইয়া বিখ্যাত লেখক অশোক দত্ত পাইপে তামাক ভরিতেছেন। টেবিল ল্যাম্পটি এখন জ্বলিতেছে না, শিলিং ল্যাম্প হইতে ঘরটি উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। অশোকবাবু বেশ একটি মূল্যবান ড্রেসিং গাউন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। ভৃত্য সিতাবি একটি ট্রে-তে করিয়া কফির সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল।

অশোক। কি রে, কজনের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করলি ?

একটু সলজ্জভাবে হাসিয়া সিতাবি ছোট টেবিলটিতে কফির সরঞ্জাম রাখিল।

আলাপ-টালাপ বেশী করো না, বুঝলে ?

পাইপ ধরাইলেন

সিতাবি। আজ্ঞে না।

অশোক। কারো সঙ্গে আলাপ হয় নি ?

সিতাবি। মাত্তর একজনের সঙ্গে হয়েছে। আজ যখন বাজার করতে যাচ্ছিলাম, তখন মাঠের ওপাশে যে বাড়িটা রয়েছে সেই বাড়ীরই একটি বাবু আমাকে ডেকে আমাদের কথা জিগ্যেসাবাদ করছিলেন।

সিতাবি কাপে কফি ঢালিতে লাগিল

অশোক। কি জিগ্যেসাবাদ করছিলেন ?

সিতাবি। আপনার নাম ধাম সব জিগ্যেস করছিলেন; আরও জিগ্যেস করছিলেন এখানে এসেছেন কেন, এই সব আর কি—

অশোক। তুই কি বললি ?

সিতাবি। বললাম বাবুর শরীর খারাপ তাই এখানে এসেছেন হাওয়া বদলাতে। বাবুটি বেশ আলাপী লোক। আপনার সঙ্গে এসে আলাপ করবেন বললেন।

অশোক একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া উপবেশন করিলেন

অশোক। ও, সে সব বন্দোবস্তও ক'রে এসেছ তা হ'লে! আর কি কি আলাপ হ'ল তাঁর সঙ্গে ?

সিতাবি কফিতে দুধ ঢালিয়া পেয়ালা আগাইয়া দিল

সিতাবি। এই সব আর কি, জিগ্যেস করছিলেন তোমার বাবু কি করেন।

অশোক। (স্মিত মুখে) কি বললি তুই ?

সিতাবি। বললাম—বাবু বই নেকেন !

অশোক। বলেছ তো ? সবাইকে ওই কথা বলে বেড়াও, আর দলে দলে লোক এসে বিরক্ত করুক আমায়।

কফিতে এক চুমুক দিলেন

সিতাবি। না, সবাইকে বলব কেন।

অশোক। আর কাউকে বলো না। নিরিবিলিতে থাকবার জন্য কোলকাতা থেকে পালিয়ে এসে শহরের বাইরে তেপান্তর মাঠে এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি। তুমি লোক জুটিও না যেন !

সিতাবি। (একটু ইতস্তত করিয়া, চুপি চুপি) শুনছি এটা নাকি ভুতুড়ে বাড়ি বাবু !

অশোক। কে বললে ?

সিতাবি। বাজারে শুনলাম। সেই জন্যেই নাকি কেউ ভাড়া নেয় না, আর সেই জন্যেই নাকি এতবড় বাড়ির 'ভাড়া এত কম।

অশোক। ওসব বাজে কথা। তুই যা রান্না কর গিয়ে—

সিতাবি চলিয়া গেল। অশোক দত্ত পেয়ালা তুলিয়া আরও দু-এক চুমুক কফি পান করিলেন। তাহার পর আপন মনেই বলিলেন

ভুতুড়ে বাড়ি—হ্যাঃ—যত সব গাঁজাখুরি!

আরও দুই-এক চুমুক পান করিলেন। সিতাবি পুনঃপ্রবেশ করিল

সিতাবি। ভূদেববাবু দেখা করতে এসেছেন।

অশোক। ভূদেববাবু কে?

সিতাবি। ওই যে সকালে যিনি ডেকে জিগ্যেসাবাদ করছিলেন—

অশোক। ও। এই স্বরু হ'ল! আচ্ছা ডেকে নিয়ে এস!

সিতাবি চলিয়া গেল ও ক্ষণপরে ভূদেববাবুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। অশোকবাবু উঠিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন

নমস্কার, আসুন, আসুন, বসুন। একটু কফি খান, সিতাবি আর একটা পেয়ালা নিয়ে আয়।

সিতাবি চলিয়া গেল, ভূদেববাবু উপবেশন করিলেন

ভূদেব। (স-সম্ভ্রমে) আপনিই কি বিখ্যাত লেখক অশোক দত্ত?

অশোক। (হাসিয়া) বিখ্যাত কি না জানি না, তবে লিখি বটে।

ভূদেব। আমি আপনার লেখার একজন বিশেষ ভক্ত।

অশোক স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন

আপনি এখানে এসেছেন কি বেড়াতে?

অশোক। ঠিক বেড়াতে নয়, চেঞ্জে। কোলকাতায় শরীরটা কিছুতেই ভাল থাকছে না। ভাবলাম বাইরে কিছুদিন কাটালে যদি—

ভূদেব। হয়েছে কি আপনার?

অশোক। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, কিছুই হজম হয় না—এই চা কফি টফি খেয়েই কাটাই!

সিতাবি আর একটি কাপ লইয়া আসিল এবং ভূদেববাবুকে কফি ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ভূদেব কফি পান করিতে লাগিলেন। মিনিট খানেক পরে—

ভূদেব। আপনি এই বাড়িটা নিলেন কেন?

অশোক। কোলকাতায় একদিন এই বাড়ির প্রোপ্রাইটার রমেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁর কাছেই শুনলাম যে এ জায়গাটা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার পক্ষে ভাল। তাছাড়া তিনি খুব শস্তায় দিতে চাইলেন বাড়িটা। এমন ইলেকট্রিক ফিটেড্ বাড়ির মাত্র কুড়ি টাকা ভাড়া—খুবই শস্তা!

অশোক পুনরায় পাইপ ধরাইলেন

ভূদেব। (একটু মৃদু হাসিয়া) বিনা পয়সায় থাকতে দিলেও এ অঞ্চলের কেউ এ বাড়িতে থাকতে রাজি হবে না।

অশোক। কেন, বলুন তো?

ভূদেব। বাড়িটার একটা ইতিহাস আছে—

অশোক। কি ইতিহাস?

ভূদেব। (হাসিয়া) সে আর নাই শুনলেন রাত্তির বেলা! নিয়েই যখন ফেলেছেন তখন দেখুন না দু-চার দিন বাস ক'রে। আপনি তো আজই এসেছেন, না?

অশোক। হ্যাঁ। শুনিই না কি ইতিহাসটা!

ভূদেব। রাত্তিরে হয়তো ভয়টয় পাবেন, দরকার কি! (হাসিয়া) আমিও আসতাম না এখানে রাত্তিরে, কেবল আপনার নাম শুনে দেখা করতে এলাম। যদিও নিজের চোখে দেখিনি কখনও কিছু—তবু—

অশোক। শুনিই না ব্যাপারটা কি—

উভয়ের কফি পান শেষ হইল

ভূদেব। যদি ভয়টয় পান—

অশোক। ভয় আমি কাউকে করি না। কাউকে করি না অবশ্য ঠিক নয়, জন্তু-জানোয়ার চোর-ডাকাতকে করি এবং সে সবের জন্যে আমি প্রস্তুতও থাকি সর্ব্বদা।

টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া একটি ছোট পিস্তল বাহির করিয়া স্মিতমুখে সেটি তুলিয়া দেখাইলেন

ভূদেব। (সবিস্ময়ে) পিস্তলের লাইসেন্স আপনাকে দিয়েছে! সাধারণত কাউকে দেয় না।

অশোক। আমার বাবা একজন রিটায়ার্ড বড় পুলিশ অফিসার। তাঁর খাতিরেই পেয়েছি আর কি—

ভূদেববাবু পিস্তলটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন

ভূদেব। বাঃ, চমৎকার পিস্তলটি, একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে নেওয়া যায়!

অশোক। সাবধানে নাড়াচাড়া করবেন—লোডেড্ আছে—দিন আমাকে।

পিস্তলটি দত্ত টেবিলের একধারে সরাইয়া রাখিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন

এইবার বলুন তো শুনি, বাড়ির ইতিহাসটা কি। কোন ভৌতিক ব্যাপার? আমার চাকরটা বলছিল সে কার কাছে নাকি শুনেছে এটা ভুতুড়ে বাড়ি!

ভূদেব। ও, আপনি শুনেছেন তা হ'লে?

অশোক। এখুনি শুনলাম। ব্যাপারটা কি বলুন তো

ভূদেব। ওই ভৌতিক ব্যাপারই—

অশোক। ভুতে করে কি, ঢিল ছোঁড়ে?

ভূদেব। (হাসিয়া) ঢিল ছোঁড়ে না।

অশোক। তবে?

ভূদেব। তা হ'লে গোড়া থেকেই বলি শুনুন—

অশোক। বলুন।

পাইপ নিবিয়া গিয়াছিল, পুনরায় ধরাইয়া লইলেন

ভূদেব। এ বাড়িটা অনেক দিনের। শুনেছি মিস্টার চৌধুরি বলে একজন বিলেত-ফেরত বাঙালী প্রথমে তৈরি করান বাড়িটা। তিনি ছিলেন সেকেলে বিলেত-ফেরত, বিলেতে গিয়ে মেম বিয়ে করেছিলেন।

অশোক। তাই না কি!

ভূদেব। হ্যাঁ। মেমসায়েবকে নিয়েও এসেছিলেন সঙ্গে ক'রে এদেশে। তাঁকে নিয়ে সমাজে বাস করতে পারবেন না বলেই বোধ হয় লোকালয়ের বাইরে বাড়িটা করিয়েছিলেন। অগাধ টাকা ছিল তাঁর।

অশোক। কি ছিলেন তিনি, ব্যারিস্টার?

ভূদেব। না, তিনি পাটের ব্যবসা ক'রে লক্ষপতি হয়েছিলেন শুনেছি।

অশোক। ও। তারপর?

ভূদেব। বিলেতে থাকতেই তাঁর একটি মেয়ে হয়েছিল। সেই মেয়ের তত্ত্বাবধান করবার জন্যে একটি নিগ্রো চাকর রাখেন তিনি। দেশে আসবার সময় নিগ্রো ছেলেটিকে সঙ্গে করেও এনেছিলেন।

অশোক। নিগ্রো?

ভূদেব। হ্যাঁ কুচকুচে কালো একটি নিগ্রো ছেলে।

অশোক। তারপর?

ভূদেব। তাঁরা সবাই এই বাড়িতেই ছিলেন—মিস্টার চৌধুরি, মিসেস চৌধুরি, মিস চৌধুরি আর সেই নিগ্রো ছেলেটি। আরও অবশ্য অনেক চাকর বাকর ছিল, রীতিমত সায়েবি কেতায় থাকতেন তাঁরা।

অশোক। তারপর?

ভূদেব। মিস্ চৌধুরি আর সেই নিগ্রো ছেলেটির বয়সের তফাৎ ছিল সাত আট বছর মাত্র। তারা দুজনে একসঙ্গে এই বাড়িতে মানুষ হতে লাগল। তারপর সাধারণত যা হয়—

অশোক। প্রেম?

ভূদেব। হ্যাঁ।

অশোক। (হাসিয়া) বেশ জমিয়ে এনেছেন তো, তারপর কি হ'ল আত্মহত্যা?

ভূদেব। না, আত্মহত্যা ঠিক নয়, যা হ'ল তা ভয়ানক।

অশোক। কি?

ভূদেব। মিস্টার চৌধুরি রগচটা রাগী মেজাজের লোক ছিলেন। ভয়ানক মদ খেতেন, রেগে গেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকতো না। কেলেঙ্কারি যখন অনেক-দূর গড়িয়েছে মিস্টার চৌধুরি হঠাৎ একদিন টের পেলেন। টের পেয়ে তিনি যা করলেন তা সাংঘাতিক। নিগ্রো ছেলেটাকে আর মিস চৌধুরিকে গুলি ক'রে মেরে ফেললেন।

অশোক। বলেন কি মশাই, নিজের মেয়েকে গুলি করলেন?

ভূদেব। তাই তো শুনেছি আমরা।

অশোক। তারপর?

ভূদেব। তারপর তাদের মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে পুঁতে ফেললেন।

অশোক। কোথায়?

ভূদেব। এই বাড়িরই কোনখানে।

অশোক। তাই না কি! তারপর কি হ'ল?

ভূদেব। তারপর তাঁরা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোলকাতা চলে গেলেন এবং কোলকাতাতেই বাড়িটা জলের দামে এক য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে বিক্রি ক'রে দিলেন। সেই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই এসে প্রথমে ইলেকট্রিক কানেক্‌শান নিয়েছিল বাড়িটাতে। বেচারা কিন্তু বাস করতে পারে নি।

অশোক। কেন, কি হ'ল?

ভূদেব। প্রথম প্রথম আবছা আবছা তারা নাকি ছায়া-মূর্ত্তি দেখতে পেত। প্রথমে ততটা গ্রাহ্য করে নি। কিন্তু একদিন সকালে উঠে দেখা গেল, তাদের সতেরো-আঠারো বছরের মেয়েটি বিছানায় মরে পড়ে আছে। কে তার ঘাড়টি মুচড়ে রেখে গেছে।

অশোক! (সবিস্ময়ে) সে কি!

ভূদেব। হ্যাঁ। য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সায়েব পালালো। বাড়িটা এমনি খালি পড়ে রইলো অনেকদিন। অনেক দিন পরে এক ভাটিয়া কিনলে বাড়িটা। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, ভাটিয়া যেদিন এসে পদার্পণ করলে বাড়িতে সেইদিনই তার মৃত্যু হ'ল!

অশোক। সেই দিনই! কি ক'রে?

ভূদেব। কি ক'রে তা কেউ ঠিক বলতে পারে না। রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে সবাই শুয়েছে—হঠাৎ গভীর রাত্তিরে তার-স্বরে চীৎকার! সবাই ছুটে গিয়ে দেখে বাড়ির মালিক মেজের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে, কান দিয়ে চোখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। সিতাবি আসিয়া প্রবেশ করিল এবং কফির সরঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া চলিয়া গেল

অশোক। আর কোন ঘটনা আছে?

ভূদেব। অনেক ঘটনা আছে। তারপর বাড়িটা যায় উমাকান্তবাবুর হাতে। উমাকান্তবাবুর ব্যাপারটাও খুব আশ্চর্য্যজনক। তাঁকে এসে বাড়িতে বাসও করতে হয় নি। বাড়ি কেনবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ যেদিন ডকুমেণ্ট রেজিস্টার্ড হয়ে গেল সেইদিনই তাঁর বড় ছেলে কলেরায় মারা গেল। তিনি অলুক্ষণে বাড়ি রাখলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বেচে ফেললেন। কিনলে বেহারের এক জমিদার। বাড়িটা কেনবার পর মাস ছয়েক তিনি আসেন নি। যেদিন এলেন সেদিনটা কিছু হ'ল না, কিন্তু তারপর দিন তিনিও মারা গেলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সর্পাঘাতে মারা গেলেন ভদ্রলোক!

অশোক। কি রকম?

ভূদেব। তাঁর চাকরটা বললে যেদিন রাত্রে তিনি মারা যান সেদিন দুটো প্রকাণ্ড সাপ—একটা টকটকে লাল আর একটা কুচকুচে কালো সমস্ত রাত সারা

বাড়িময় দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে। এত ভীষণ তাদের তর্জ্জন যে রাস্তার লোক পর্য্যন্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেছে !

অশোক। অদ্ভুত তো।

ভূদেব। সত্যিই অদ্ভুত !

অশোক। তারপর !

ভূদেব। তারপর বাড়িটা কিনলেন রমেশবাবু ! ঠিক কিনলেন না, পেলেন। তিনি ওই বেহারি জমিদারদের উকিল ছিলেন, ফি হিসেবে তাঁদের কাছে অনেক টাকা বাকী পড়েছিল ; জমিদার মারা যাওয়ার পর তারা আর টাকা দিতে পারলে না, তার বদলে এই বাড়িটা পেলেন তিনি। নিজে তিনি অবশ্য কখনও এসে এ বাড়িতে বাস করেন নি, করবার সাহসই হয় নি। কিন্তু ভাড়াটে পেলে তিনি ছাড়েন না, বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেন, আর যে ভাড়াটে আসে—

সহসা থামিয়া গেলেন

অশোক। কি হয় তাদের ?

ভূদেব। একটা না একটা কিছু হয় !

অশোক। (হাসিয়া) আপনি বিশ্বাস করেন এসব ?

ভূদেব। আমি নিজেই তো তিনজন ভাড়াটের খবর জানি—একজন পাগল হয়ে গেল, একজনকে ছাত থেকে ঠেলে ফেলে দিলে আর একজনের ছোট ছেলেটি যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। আর একটা কি বিশেষত্ব জানেন, প্রত্যেকবার আলাদা রকম কিছু একটা হয় !

অশোক পাইপ ধরাইয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িলেন

অশোক। (হাসিয়া) আপনি অবশ্য যা বললেন তার থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। এ বাড়িতে উপর্য্যুপরি কয়েকটা মৃত্যু ঘটেছে তা ঠিক, কিন্তু প্রত্যেক মৃত্যুরই তো একটা না একটা সঙ্গত কারণও রয়েছে। কেউ সাপে কামড়ে, কেউ কলেরায়, কেউ ছাত থেকে পড়ে, কেউ য়্যাপোপ্লেক্‌সিতে। এ সবের দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না যে এটা ভুতুড়ে বাড়ি।

ভূদেব। তা অবশ্য ঠিক।

নিজের হাত-ঘড়ি দেখিলেন

এ অঞ্চলের কিন্তু সব্বাই ভয় করে এই বাড়িটাকে! আপনাকে রাত্তির বেলা এসব গল্প শোনালাম, আপনার ভয় টয় করবে না তো?

অশোক। কিছুমাত্র না। ভূতের গল্প শুনে ভয় পাবার বয়স আর নেই—

ভূদেব পুনরায় হাত-ঘড়ি দেখিলেন

ভূদেব। আজ তা হ'লে এবার উঠি। রাত প্রায় দশটা হল।

অশোক। আচ্ছা।

অশোক ভূদেবের সঙ্গে সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া গেলেন। ভূদেব যথাবিধি নমস্কারান্তে বাহির হইয়া যাইবার পর অশোক খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর ধীর-পদ-সঞ্চারে ফিরিয়া আসিয়া ছোট টেবিলের নিকট চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং চিন্তিতমুখে রিভলভারটি তুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। তাহার পর পাইপে তামাক ভরিলেন এবং পাইপটি ধরাইয়া চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্ক ভাবে পাইপে টান দিতে লাগিলেন।...সহসা চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণ পরেই যখন আলো জ্বলিল তখন দেখা গেল অশোকবাবু কোণের দ্বিতীয় টেবিলটির নিকট আরাম কেদারায় শুইয়া একটি বই পড়িতেছেন, গাঢ়রক্তবর্ণ শেড্ দেওয়া টেবিল ল্যাম্পটি কেবল জ্বলিতেছে। ঘরের অন্ধকার শেডের আভায় রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। দ্বারপ্রান্তে খুট করিয়া শব্দ হইল। অশোক তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিলেন। দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে একটি কালো কাফ্রি যুবক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পরিধানে ধপধপে সাদা সাহেবি পোষাক। অশোকের পানে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া আছে।

অশোক। সিতাবি, সিতাবি—

পুনরায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই শিলিং ল্যাম্পটি জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল অশোক আরাম কেদারায় নয়, ছোট টেবিলটির কাছে বেতের চেয়ারেই বসিয়া আছেন। সিতাবি আসিয়া প্রবেশ করিল।

সিতাবি। কি বলছেন বাবু?

অশোক যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন

অশোক। কি আশ্চর্য্য জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখলুম না কি। দেখ্ তো বাইরে কেউ এসেছে কি-না?

সিতাবি চলিয়া গেল ও ক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল।

সিতাবি। না, কেউ নেই তো!

অশোক। ভাল ক'রে দেখিচিস্?

সিতাবি। আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আবার কে আসবে!

অশোক। রান্নার কত দেরি?

সিতাবি। বেশী দেরি নেই আর। আমি যাই, সুপটা চড়িয়ে এসেছি—

চলিয়া গেল

অশোক। আশ্চর্য্য! ঠিক মনে হচ্ছিল আমি যেন খাওয়া দাওয়ার পর আরাম কেদারায় শুয়ে বই পড়ছি আর সেই নিগ্রো ছেলেটা যেন এসে দাঁড়িয়েছে। ফানি!

একটু অস্বাভাবিক ভাবে হাসিলেন

না, এ রকম কল্পনা করা তো ঠিক নয়! আশ্চর্য্য ব্যাপার, ঠিক কিন্তু মনে হচ্ছিল—

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ পদচারণা করিলেন। তাহার পর আসিয়া ছোট টেবিলটায় বেতের চেয়ারে বসিলেন। পুনরায় পাইপ ধরাইলেন এবং রিভলভারটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে পুনরায় আবার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণ পরেই আলো জ্বলিলে দেখা গেল আগেকার মতো অশোকবাবু কোণের বড় টেবিলটার কাছে আরাম কেদারায় শুইয়া বই পড়িতেছেন। গাঢ় রক্তবর্ণ শেড দেওয়া টেবিল ল্যাম্পটি কেবল জ্বলিতেছে। পুনরায় দ্বারপ্রান্তে খুট করিয়া শব্দ হইল, অশোকবাবু তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিলেন; দেখা গেল সাদা সাহেবি পোষাক পরা কাফ্রি যুবকটি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অশোকের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে।

অশোক। কে?

কাফ্রি যুবক আগাইয়া আসিল এবং আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া দন্তকে ঝুকিয়া সেলাম করিল। অশোক খোলা বইখানা টেবিলের উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া সোজা হইয়া বসিলেন।

কি চাই ?

কাফ্রি যুবক আরও আগাইয়া আসিল, আর একবার সেলাম করিল এবং পকেট হইতে একটি ভিজিটিং কার্ড বাহির করিয়া অশোকের হাতে দিল। অশোক টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কার্ডটি পড়িয়া দেখিলেন।

মিস্ চৌধুরি! কি চান তিনি ?

কাফ্রি। (অস্বাভাবিক মোটা গলায়) মো-লা-কা-ৎ !

অশোক ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া উত্তর দিলেন

অশোক। বেশ, ডেকে নিয়ে এস তাঁকে

কাফ্রি-মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল। মেয়েটির পরিধানে ধপধপে সাদা গাউন, পায়ের মোজা এবং জুতাও সাদা। পিঠে টকটকে লাল রিবন-বাঁধা বেণী দুলিতেছে।

কি চান আপনি ?

মেয়েটি মুচকি হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিল

আসুন, বসুন।

মেয়েটি আসিয়া চেয়ারে বসিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না, কেবল মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল

কি চান আপনি ?

মেয়েটি নীরব

কথা বলছেন না কেন ?

মেয়েটি নীরব

কি চাই আপনার ?

মেয়েটি নীরব

কোন দরকার যদি না থাকে যেতে পারেন আপনি।

বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি উঠিয়া চলিয়া গেল। অশোক পুনরায় পড়িতে যাইবেন এমন সময় আবার দ্বারপ্রান্তে সেই কাফ্রি-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। ঠিক সেইরূপ আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া আগাইয়া আসিল এবং সেলাম করিয়া পুনরায় তাঁহার হাতে কার্ড দিল।

মিস চৌধুরি! কি চান তিনি ?

কাফ্রি। (পূর্ব্ববৎ মোটা গলায়) মো-লা-কা-ৎ।

অশোক। যদি কিছু দরকার থাকে আসতে বল! কিন্তু—

অশোকের কথা শেষ হইতে না হইতে কাফ্রি মিলাইয়া গেল এবং মিস চৌধুরি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিয়া পূর্ব্ববৎ মুচকি হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল

আমার কাছে কি দরকার আপনার বলছেন না তো!

মেয়েটি নীরবে মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল

কি, দরকারটা কি?

মেয়েটি নীরব

বলুন না, গোপনীয় কিছু?

মেয়েটি নীরব

আপনি বোবা না কি!

মেয়েটি নীরবে মুচকি হাসিল

কিছুই যদি বলবেন না, তা হ'লে এসেছেন কেন?

মেয়েটি নীরব

উদ্দেশ্য কি আপনার?

মেয়েটি নীরব

কি আশ্চর্য্য! কিছু যদি বলবার থাকে বলুন, আর না থাকে তো যান।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেল। আবার দ্বারপ্রান্তে কাফ্রি-মূর্ত্তি দেখা দিল এবং পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে আসিয়া সেলাম করিয়া কার্ড দিল

আবার মিস্ চৌধুরি! কি আশ্চর্য্য, কি চান তিনি?

কাফ্রি। (পূর্ব্ববৎ মোটা গলায়) মো-লা-কা-ৎ।

অশোক। কিন্তু মোলাকাতের উদ্দেশ্যটা কি! আচ্ছা বিপদে পড়লাম তো! দরকার থাকে তো আসতে বল—আর—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাফ্রি অন্তর্হিত হইল এবং মুচকি হাসিতে হাসিতে মিস্ চৌধুরি আসিয়া চেয়ারে বসিলেন

দেখুন আমি পড়ছি, আমাকে এ রকমভাবে বিরক্ত করা উচিত নয় আপনাদের।

হাত দিয়া টেবিলে উপুড় করা বইটি দেখাইলেন। মেয়েটি কোনই উত্তর দিল না

সত্যি সত্যি আপনার দরকারটা কি বলুন দেখি খুলে।

মেয়েটি নীরব

এমন ভাবে বিরক্ত করবার মানে কি?

মেয়েটি নীরব। অশোকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি উচ্চতর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন

কোন উত্তর দেবেন না আপনি?

মেয়েটি নীরব

আপনি কি মনে করেন আমি ভয় পেয়ে যাব?

মেয়েটি নীরব

দেখুন ভয় পাবার ছেলে আমি নই। ভুতটুতে আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া, এই দেখুন আমার পিস্তল আছে, আমাকে বেশী রাগাবেন না। রেগে গেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না আমার!

পিস্তল দেখিবামাত্র মেয়েটি পাশের দরজা দিয়া সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই একটি মরা শিশু আনিয়া সেটা টেবিলে শোয়াইয়া দুই কোমরে হাত দিয়া বিকট রবে হাসিয়া উঠিল

মিস চৌধুরি। হা-হা-হা-হা-হা—

সঙ্গে সঙ্গে অশোকের পিস্তল গর্জ্জন করিয়া উঠিল—পুনরায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণপরে যখন ঘরের শিলিং ল্যাম্পটি জ্বলিয়া উঠিল তখন দেখা গেল, অশোকের রক্তাক্ত দেহটা ছোট টেবিলটার উপর উপুড় হইয়া রহিয়াছে, ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ পিস্তলটা হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে। কোণের বড় টেবিলটায় ইলেকট্রিক বাতি জ্বলিতেছে না এবং সেখানকার একটি পুস্তকও স্থানচ্যুত হয় নাই।

যবনিকা

নব সংস্করণ

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস মিষ্টার রক্ষিতের অফিস-কক্ষ। কক্ষটি বেশ প্রশস্ত অর্থাৎ একটি বড় সেক্রেটেরিয়ট টেবিল, কয়েকখানা চেয়ার, ফাইল সমন্বিত কয়েকটা শেল্‌ফ্ থাকা সত্ত্বেও কক্ষটিতে পরিক্রমণ করিবার মতো স্থান আছে। মিষ্টার রক্ষিত একটু উত্তেজিতভাবে পরিক্রমণও করিতেছেন। অফিস-কক্ষের পাশে আর একটি ঘর রহিয়াছে, তাহার দরজা দেখা যাইতেছে। মিষ্টার রক্ষিতের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হইলেও শরীর বেশ বলিষ্ঠ ; মুখটা দেখিলে ভয় হয়, হঠাৎ মনে হয় বুলডগের মুখে কাঁচা-পাকা এক জোড়া গোঁফ গজাইয়াছে। পরিধানে খাকি হাফ শার্ট, হাফ প্যাণ্ট, হোস এবং মিলিটারি বুট। কোমরে চামড়ার চওড়া কোমর-বন্ধ। মুখে পাইপ। দ্বারপ্রান্তে খুট করিয়া শব্দ হইল। মিষ্টার রক্ষিত ফিরিয়া দেখিলেন। দ্বাররক্ষী কনেষ্টবলটি প্রবেশ করিয়া মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট্ করিল এবং একটি কার্ড দিল। মিষ্টার রক্ষিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কার্ডটি দেখিলেন—

রক্ষিত। (কার্ডটি টেবিলে রাখিয়া) সা'বকো আনে বোলো।

কনেষ্টবল সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণপরেই ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত প্রৌঢ় নিবারণবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নিবারণ মিষ্টার রক্ষিতের বাল্যবন্ধু এবং স্থানীয় কলেজের প্রফেসার।

নিবারণ। রক্ষিত, যা শুনছি তা সত্যি নাকি ?

রক্ষিত। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) সত্যি।

রক্ষিতের চক্ষু দুইটি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইল। তিনি আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া পাইপটা কামড়াইয়া ধরিলেন। নিবারণ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন।

নিবারণ। সত্যি অপর্ণা পালিয়েছে ?

রক্ষিত। (সহসা উচ্চকণ্ঠে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার একমাত্র মেয়ে অপর্ণা পালিয়েছে। তুমি কি তাই নিয়ে ঠাট্টা করতে এসেছ না কি আমাকে ! ইফ্ সো—

পুনরায় আত্মসম্বরণ করিয়া পাইপ কামড়াইলেন

নিবারণ। (শান্তকণ্ঠে) এটা কি ঠাট্টা করবার বিষয় ! বন্ধুর বিপদে আসা উচিত বলেই এসেছি। যদি বিরক্ত হও, উঠে যাচ্ছি—

উঠিবার উপক্রম করিলেন

রক্ষিত। (সহসা ঘুরিয়া) Please take your seat and don't be silly !

নিবারণ পুনরায় বসিলেন এবং রক্ষিত পদচারণ করিতে লাগিলেন

নিবারণ। কোন খবর-টবর পেয়েছ ?

রক্ষিত। কিছু না। কিন্তু (সহসা প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইয়া) আচ্ছা, আমায় মেয়েকে তো তোমরা পড়িয়েছ। তার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি বল তো!

নিবারণ। আমার ধারণা খুব ভাল ! ফিলজফির নতুন যে ছোকরা প্রফেসারটি এসেছেন, চেন বোধ হয় তাঁকে, মঙ্গলময়বাবু—তিনিও তো খুব প্রশংসা করছিলেন সেদিন। বলছিলেন খুব ভালো মেয়েটি—

রক্ষিত। ভাল মানে কি ?

নিবারণ। লেখাপড়ায় ভাল, ব্যবহার ভাল।

রক্ষিত। চরিত্র ?

নিবারণ। আমার তো ধারণা ছিল ভালই—

রক্ষিত। তা হ'লে how do you explain this ? তোমাদের কেয়ারে মেয়েকে কলেজে পড়তে দিলাম, তার এই ফল ?

নিবারণ। (হাসিয়া) দেখ ভাই, ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রের দায়িত্ব নেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত, একরকম অসম্ভব।

রক্ষিত। তোমরা চার্জ নিয়েছ তোমরা জানবে না তো কে জানবে !

নিবারণ। নোট বই মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষা পাশ করানো যায় কিন্তু চরিত্র গড়া যায় না। চরিত্র জিনিসটা গড়ে ওঠে ছেলেবেলায়। সে সময় আমরা কোথা ! তাছাড়া—

সহসা থামিয়া গেলেন ও একটু হাসিলেন

রক্ষিত। তা ছাড়া কি ?

নিবারণ। হেরিডিটি বলেও একটা জিনিস আছে। হাজার চেষ্টা করলেও নিমের বিচি থেকে আম গাছ হ'তে পারে না !

রক্ষিত। তা হ'লে তুমি কি বলতে চাও ?

নিবারণ। আমি বলতে চাই (যেন কোন একটা রূঢ় সত্য চাপিয়া গেলেন) হুঁ—

রক্ষিত। What do you mean by হুঁ ?

নিবারণ। I mean মেয়েদের চরিত্র judge করবার বেলায় বাপেরা নিজেদের চরিত্রটা ভুলে যায়।

রক্ষিত। গস্‌স্‌ ! তুমি কি আমাকে ধর্ম্মের উপদেশ দিতে এসেছ না কি ! ইফ্‌ সো—

আত্মসম্বরণ করিয়া পুনরায় পাইপ কামড়াইলেন

নিবারণ। দেখ ভাই, মেয়েকে যখন উচ্চশিক্ষা দিয়েছ তখন অত অধীর হ'লে চলবে না। তার তাল সামলাতে হবে।

রক্ষিত। তার মানে ?

নিবারণ। মানে, তার স্বাধীনতাকে সহ্য করতে হবে।

রক্ষিত। স্বাধীনতা মানে কি উচ্ছৃঙ্খলতা ?

নিবারণ। তা অবশ্য নয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে, লেখাপড়া শেখানো মানেই শেকল ভাঙবার উপায় শেখানো। খাঁচার পাখীকে আকাশের খবর দিলে খাঁচা সম্বন্ধে তার মোহ না থাকাটাই স্বাভাবিক। তার শিক্ষিত স্বাধীন বুদ্ধির উপর আস্থা রাখা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অধীর হয়ো না !

রক্ষিত। মেয়ে পালিয়ে গেছে, অধীর হব না, বল কি ! তা ছাড়া, তার বিয়ের সব ঠিক ঠাক, জব্বলপুরের জমিদারের বড় ছেলের সঙ্গে। তারা মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে গেছে। তিন জায়গায় তো পছন্দই করলে না !

নিবারণ। ছি ছি ছি ছি, তোমরা লেখাপড়া জানা বড় বড় মেয়েকেও গরু-বাছুরের মতো বের করে দেখাও, ওরা তো রিভোল্ট করবেই !

রক্ষিত। না দেখে লোকে বিয়ে করবে কেন? দেশসুদ্ধ পাত্রীর বাপ পাত্রদের দোরে সাধাসাধি করছে টাকার থলি নিয়ে—

নিবারণ। তা হ'লে মেয়েকে লেখাপড়া না শিখিয়ে সকাল সকাল বিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল তোমার। দু নৌকোয় পা দিয়ে নদী পার হওয়া শক্ত, ডুবে যাবারই বেশী সম্ভাবনা।

রক্ষিত। দেখ নিবারণ, এটা তোমার লেকচার থিয়েটার নয়। আর তোমার বক্তৃতা শোনবার অবসরও নেই আমার।

নিবারণ। বক্তৃতা দিতে আসিনি আমি। যে জন্যে এসেছি তা হ'লে শোন। শুনছি না কি তুমি কলেজের কয়েকজন ছেলেকে অ্যারেষ্ট করেছ ?

রক্ষিত। নিশ্চয়ই করেছি। ক্রিমিনালকে অ্যারেস্ট করবার জন্যেই গভর্ণমেণ্ট মাইনে দিয়ে আমাদের রেখেছে !

নিবারণ। (সবিস্ময়ে) এরা সবাই ক্রিমিনাল্ ?

রক্ষিত। আমার সন্দেহ হয় !

নিবারণ। সন্দেহ হবার হেতু ?

মিষ্টার রক্ষিত টেবিলের নিকট গেলেন এবং ড্রয়ার টানিয়া কয়েকখানা চিঠি বাহির করিয়া নিবারণের হাতে দিলেন

রক্ষিত। সব জায়গায় রিপ্লাই প্রিপেড্ টেলিগ্রাম ক'রে যখন জানলাম যে মেয়ে জানাশোনা কোন জায়গায় যায় নি, তখন I broke open her boxes and found these love-letters ! সব ব্যাটাকে অ্যারেষ্ট করেছি আমি !

নিবারণ সবিস্ময়ে চিঠিগুলি উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিলেন ও তাহার পর সেগুলি টেবিলে রাখিয়া দিলেন

নিবারণ। মানলুম না হয় লাভ-লেটার্স লিখেছে। কিন্তু লাভ-লেটার্স লেখা ক্রাইম্ নয়। তা যদি হয়, তা হ'লে সব চেয়ে বড় ক্রিমিনাল তুমি !

রক্ষিত। দেখ নিবারণ, I am not in a mood for jokes now.

নিবারণ। কয়েকটি ছোকরা তোমার মেয়েকে প্রেমপত্র লিখেছে এতে এতটা খাপ্পা হয়ে উঠেছ কেন বল তো! তোমাকে রসিক বলেই জানতুম!

রক্ষিত। রসিকতার সময় অসময় আছে! এ নিয়ে তুমিও রসিকতা করতে না যদি অপর্ণা তোমার মেয়ে হ'ত।

নিবারণ স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন

নিবারণ। যে ছেলেগুলিকে অ্যারেষ্ট করেছ—কি করতে চাও তাদের নিয়ে?

রক্ষিত। এনকোয়্যারি।

নিবারণ। কোথায় তারা?

রক্ষিত। কাউকে 'বেল্' দিইনি আমি। কাল সমস্ত রাত লক্-আপে ছিল, এখন পাশের ঘরে রয়েছে। Good-for-nothing beggars all of them!

নিবারণ। কেবলমাত্র সন্দেহের উপর নির্ভর ক'রে এতগুলি ভদ্দরলোকের ছেলেকে এমনভাবে—

রক্ষিত। You shut up! ভদ্দরলোকের ছেলে! ভদ্দরলোকের ছেলে ভদ্দরলোকের মেয়েকে এরকম ভাবে চিঠি লেখে না।

নিবারণ। মাঝে মাঝে দু-একটা বানান ভুল ছাড়া চিঠিগুলোতে আর বিশেষ কোন দোষ দেখলাম না। সকলেই তো বেশ সরস ভাষায় তোমার মেয়ের স্তুতিগান করেছে—এতে অত চটছ কেন?

রক্ষিত। দেখ নিবারণ, there is a limit to everything.

নিবারণ। Ought to be!

রক্ষিত। (সহসা আগাইয়া আসিয়া) তোমার উদ্দেশ্যটা কি?

নিবারণ। এই ছেলেদের গার্জেনরা আমাকে এসে ধরেছে।

রক্ষিত। ও, সুপারিশ করতে এয়েছ তুমি! তবে যে বললে বন্ধুর বিপদ

শুনে (সহসা অধীরভাবে) O you teachers and professors, you are a hopeless lot of hypocrites !

নিবারণ অবিচলিত

নিবারণ। একটা বিষয়ে তোমার তারিফ করতেই হয় ; এতদিন পুলিশে চাকরি করেও ভাষাটা বেশ শ্লীল রাখতে পেরেছ তুমি !

রক্ষিত। দেখ নিবারণ !

নিবারণ। (সানুনয়ে) এদের ছেড়ে দাও ভাই !

রক্ষিত। না।

নিবারণ। দেখ—

রক্ষিত। (প্রায় চীৎকার করিয়া) না, না, না—কিছুতেই এদের ছেড়ে দেব না আমি ! This is abduction !

নিবারণ। আমি বলছি এরা নির্দ্দোষ। শোন—

রক্ষিত। কিছু শুনতে চাই না আমি ! তোমার সহানুভূতিজ্ঞাপন যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে—you may go and let me do my duty. (সহসা) এরা নির্দ্দোষ ! তুমি জানলে কি ক'রে ?

নিবারণ। আমার তাই ধারণা।

রক্ষিত। ধারণা ! আমার কি ধারণা জান ?

নিবারণ। কি ?

রক্ষিত। সতেরোটা গাধা মরে একটা মাস্টার হয় !

নিবারণ। মানে ?

রক্ষিত। মানে-টানে কিছু শুনতে চাই না আমি—please go. I want to see through the game.

নিবারণ। দেখ শহরের এতগুলো ভদ্রলোককে চটানো ঠিক নয় ! আজকালকার দিনে—

রক্ষিত। তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ নাকি ?

নিবারণ। মোটেই না। জিনিসটার নানা দিক তোমাকে দেখাচ্ছি—

রক্ষিত। আমি দেখতে চাই না কিচ্ছু—please go.

নিবারণ হতাশ হইয়া চুপ করিলেন। রক্ষিত একবার ক্রুদ্ধভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন

রক্ষিত। বসে আছ যে!

নিবারণ। তাড়িয়ে দেবে না কি?

রক্ষিত। অন্য লোক হ'লে এতক্ষণ দিতাম! (একটু পরে) দশটা তো বেজে গেছে। তোমার কলেজ নেই?

নিবারণ। কলেজের ছুটি। এদের তা হ'লে ছাড়বে না কিছুতেই?

রক্ষিত। না।

নিবারণ। কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। আচ্ছা, উঠি তা হ'লে।—জিনিসটা ভেবে দেখো—

রক্ষিত পাইপ ধরাইতেছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না, নিবারণ চলিয়া গেলে চেয়ারে গিয়া বসিলেন এবং ঘণ্টা টিপিলেন। কনেষ্টবল আসিয়া প্রবেশ করিল

রক্ষিত। (একটি চিঠি লইয়া ও লেখকের নাম দেখিয়া) জ্যোৎস্নাভূষণকে বোলাও।

কনেষ্টবল চলিয়া গেল। একটু পরে একটি লিকলিকে রোগা গোছের ছোকরা প্রবেশ করিয়া সভয়ে প্রণাম করিল। রক্ষিত বার দুই তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন

রক্ষিত। তোমার পুরো নাম কি?

জ্যোৎস্না। আজ্ঞে, জ্যোৎস্নাভূষণ চৌধুরি।

রক্ষিত। তুমি আমার মেয়ে অপর্ণাকে চেন?

জ্যোৎস্না। চিনি।

রক্ষিত। কি ক'রে আলাপ হ'ল?

জ্যোৎস্না। একসঙ্গে পড়ি আমরা।

রক্ষিত। তাকে প্রেমপত্র লিখতে ?

জ্যোৎস্না। (ঢোঁক গিলিয়া) আজ্ঞে না।

রক্ষিত। (একটি পত্র তুলিয়া) এটা তা হ'লে কার লেখা !

পড়িতে লাগিলেন

"প্রাণের অর্পণা, তুমি আজ থার্ড পিরিয়ডে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিলে কেন ? আমি কেসে কেসে গলা চিরে ফেললাম তবু আমার দিকে একবার চাইলে না—"

এ কার লেখা ?

জ্যোৎস্না। (শুষ্ককণ্ঠে) আজ্ঞে ঠিক বুঝতে পারছি না, এ চিঠি কি ক'রে—

রক্ষিত। (ধমক দিয়া) বুঝতে পারছ না, স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার ! চাব্‌কে পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলব তোমার, তা জানো ?

জ্যোস্না। এইবারটি মাপ করুন, আর কক্‌খনো এমন করব না।

রক্ষিত। অপর্ণা কোথায় আছে জানো ?

জ্যোৎস্নাভূষণ কাঁদিয়া ফেলিল

জ্যোৎস্না। (চক্ষু মুছিয়া) আজ্ঞে না।

রক্ষিত। (পুনরায় ধমক দিয়া) সত্যি কথা বল ! ঠিক জান তুমি—

জ্যোৎস্না। সত্যি বলছি, জানি না !

রক্ষিত। মিথ্যে ব'লে আমার কাছে পার পাবে না !

জ্যোৎস্না। সত্যি বলছি সার।

রক্ষিত। আচ্ছা যাও, এখন ওই ঘরে গিয়ে ব'স। সত্যি বলছ কি না, এখুনি টের পাব আমি।

জ্যোৎস্নাভূষণ পাশের ঘরে চলিয়া গেল। রক্ষিত আবার ঘণ্টা টিপিলেন।

কনেষ্টবল আসিল

রক্ষিত। (আর একটি পত্র দেখিয়া) বিহঙ্গমবাবু কো বোলাও।

বিহঙ্গম আসিয়া প্রবেশ করিল। বিহঙ্গমের দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটা, পায়ে বকলশ-দেওয়া চেটাই-বুনানি স্যাণ্ডাল। ছোকরা বেশ সপ্রতিভ

বিহঙ্গম। Good morning, sir.

রক্ষিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল বিহঙ্গমের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন

রক্ষিত। তোমরা কি জাত ?

বিহঙ্গম। আজ্ঞে আমরা কায়স্থ। মিত্তির আমাদের উপাধি।

রক্ষিত। কোন ইয়ারে পড় ?

বিহঙ্গম। থার্ড ইয়ারে

রক্ষিত। কি কম্‌বিনেশন্ ?

বিহঙ্গম। হিস্ট্রি, ফিলজফি। হিস্ট্রিতে অনার্স আছে।

রক্ষিত। আমার মেয়েকে চেন ?

বিহঙ্গম। যতগুলি মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ে সব্বাইকে চিনি। আপনার মেয়ের নাম কি ?

রক্ষিত। অপর্ণা।

বিহঙ্গম। (পুলকিত কণ্ঠে) খুব চিনি ! ফরসা ফরসা দোহারা গোছের চেহারা তো ?

রক্ষিত পাইপ কামড়াইয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন

রক্ষিত। পিঠের চামড়ার প্রতি যদি মায়া থাকে ভদ্রভাবে কথার উত্তর দাও।

বিহঙ্গম। (সবিস্ময়ে) বেফাঁস তো কিছু বলি নি !

রক্ষিত। আমার মেয়েকে তুমি চিঠি লিখতে ?

বিহঙ্গম। ক্লাসমেট যখন, লিখে থাকবো দু-একখানা, ঠিক মনে নেই।

রক্ষিত বিহঙ্গমের লেখা পত্রখানা তুলিয়া দেখাইলেন

রক্ষিত। এটা কি তোমার লেখা ?

বিহঙ্গম। (আগাইয়া আসিয়া) কই দেখি—ও হ্যাঁ, আমারই। (সবিস্ময়ে) আপনি পেলেন কি করে !

রক্ষিত। শেষের দু'লাইন কবিতাও কি তোমার রচনা ?

হিষ্ট্রির ক্লাসেতে তুমি কেন হলে লেট
মম হৃদি-গবাক্ষের ওগো জুলিয়েট !

বিহঙ্গম। (হাসিয়া) হাতের লেখা আমার, কিন্তু রচনা ভূতোর।

রক্ষিত। পুরো নাম কি ?

বিহঙ্গম। ভূতনাথ পালিত।

রক্ষিত। কোথায় থাকে সে ?

বিহঙ্গম। নাপতে পাড়ায়।

রক্ষিত। ঠিকানা কি ?

বিহঙ্গম। ফাইভ এ খল্‌লু মিঞা লেন।

রক্ষিত ঘণ্টা বাজাইলেন। কনেষ্টবল প্রবেশ করিল

রক্ষিত। বদরুদ্দিন কো বোলাও।

বদরুদ্দিন দারোগা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

ফাইভ এ খললু মিঞা লেনের ভূতনাথ পালিতকে অ্যারেস্ট করে আন।

বিহঙ্গম সবিস্ময়ে একবার রক্ষিত এবং একবার দারোগার মুখের পানে চাহিল। দারোগা চলিয়া গেল

বিহঙ্গম। আমাদের সবাইকে এমন করে হ্যারাস করছেন কেন সার ? কাল সারারাত মশার কামড়ে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি আমরা।

রক্ষিত। (ধমক দিলেন) Shut up. আমার মেয়েকে প্রেমপত্র লিখতে গেছলে কেন, তার উত্তর দাও !

বিহঙ্গম। এমনি।

রক্ষিত। এমনি মানে ?

বিহঙ্গম। আর পাঁচজন লেখে দেখে আমিও লিখলুম একদিন।

রক্ষিত কটমট করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। কি একটা বলিতে গিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন। তাহার পর সংযতভাবে বলিলেন।

রক্ষিত। অপর্ণা কোথায় পালিয়ে গেছে জান ?

বিহঙ্গম। পালিয়ে গেছে না কি! জানি না তো!

রক্ষিত। সত্যি কথা বলো।

বিহঙ্গম। সত্যি কথাই বলছি, এই প্রথম শুনলুম!

রক্ষিত একটি কাগজ ও পেন্সিল আগাইয়া দিলেন

রক্ষিত। এই কাগজে লিখে দাও যে অপর্ণা কোথা গেছে—তুমি কিছু জানো না। লিখে নীচে নিজের নাম সই করে দাও।

বিহঙ্গম তাহাই করিল

ও ঘর থেকে ওকেও ডাকো।

বিহঙ্গম জ্যোৎস্নাভূষণকে ডাকিয়া আনিল

রক্ষিত। (জ্যোৎস্নাকে) এইখানে নাম সই কর।

জ্যোৎস্না নাম সই করিল

যাও।

জ্যোৎস্নার সহিত বিহঙ্গমও চলিয়া যাইতেছিল, রক্ষিত বাধা দিলেন

তুমি যেও না।

জ্যোৎস্নাভূষণ চলিয়া গেল

কলেজের কোন্ কোন্ ছেলের সঙ্গে অপর্ণার ভাব ছিল জানো? সত্যি কথা যদি বল, তা হ'লে তোমায় ছেড়ে দেব।

বিহঙ্গম। সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবেন?

রক্ষিত। নিশ্চয় করব।

বিহঙ্গম। কলেজের সমস্ত ছেলেরা ওর সঙ্গে ভাব করবার জন্যে পাগল—ও কিন্তু কাউকেই আমল দেয় না। ইন্দ্রলাল তো ক্ষেপে গেছে বললেই হয়—ছকু—

রক্ষিত পাইপ কামড়াইয়া আত্মসম্বরণ করিলেন

রক্ষিত। বাজে কথা শুনতে চাই না। কার সঙ্গে ওর সব চেয়ে বেশী মাখামাখি জানো?

বিহঙ্গম। না।

রক্ষিত। যাও—ওঘরে বস গিয়ে তা হ'লে। স্কাউণ্ড্রেল্‌স্!

বিহঙ্গম গটগট করিয়া চলিয়া গেল। রক্ষিত পুনরায় ঘণ্টা টিপিলেন। কনেষ্টবল আসিল

ইন্দ্রলালবাবু কো বোলাও।

রক্ষিত ইন্দ্রলালের পত্রটি পড়িতে লাগিলেন। ইন্দ্রলাল আসিয়া প্রবেশ করিল। ইন্দ্রলালের চেহারা দেখিলেই মনে হয় সে কবি। মাথায় বাবরি চুল, চোখে চশমা, পাঞ্জাবির উপর চাদরটি বেশ কায়দা করিয়া পরিয়াছে। গোঁফ-দাড়ি নাই। তাহাকে কেহই যেন সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছে না—মুখে চোখে এমনি একটা মর্ম্মাহত ভাব। ইন্দ্রলাল আসিয়া নমস্কার করিল না, সবিস্ময়ে রক্ষিতের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

রক্ষিত। তোমার পুরো নাম কি?

ইন্দ্রলাল উত্তর দিল না, কেবল এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল

দেখছ কি অমন করে?

ইন্দ্রলাল সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল

ইন্দ্রলাল। (স-সম্ভ্রমে) আপনিই কি মিস্ অপর্ণা রক্ষিতের বাবা?

রক্ষিত। হ্যাঁ। তার সম্বন্ধে কি জানো তুমি?

ইন্দ্রলাল। (গলা খাঁকারি দিয়া) আপনার মেয়ে অপর্ণা দেবী, মানে, (পুনরায় গলা খাঁকারি দিয়া) মানে, আমার বিশ্বাস তিনি একজন আদর্শ নারী। আমরা সীতা, সতী, গার্গী, লীলাবতী নিয়ে উচ্ছ্বসিত হই বটে—

রক্ষিত। (সপদদাপে) Shut up!

ইন্দ্রলাল হকচকাইয়া থামিয়া গেল। রক্ষিত নিষ্ঠুর নিষ্পলক নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু সাহস সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্রলাল পুনরায় সুরু করিল

ইন্দ্রলাল। আমার কথাটা শুনুন দয়া ক'রে। ইতিপূর্ব্বে আমি দু-তিনবার আপনার কাছে আসবার চেষ্টা করেছি কিন্তু আপনার দারোয়ানরা আমাকে ঢুকতে দেয় নি। আজ যখন ভাগ্যক্রমে আপনার কাছে আসতে পেরেছি তখন সমস্ত কথা খুলে বলতে চাই আমি! মানে—

রক্ষিত। এ চিঠি তোমার লেখা ?

চিঠি দেখাইলেন

ইন্দ্রলাল। কই দেখি, এ চিঠি আপনি পেলেন কি করে !

চিঠিখানি লইয়া সাগ্রহে পাড়িতে লাগিল। রক্ষিত ভ্রূকুটি-ভীষণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন

কলমটা একবার দেবেন দয়া ক'রে—ও আমার পকেটেই তো আছে—চাঁদের চন্দ্রবিন্দুটা পড়ে গেছে তাড়াতাড়িতে—ঠিক করে দি—

পকেট হইতে কলম বাহির করিয়া সংশোধন করিতে গেল। রক্ষিত উঠিয়া হাত হইতে চিঠিখানা ছিনাইয়া লইলেন

রক্ষিত। (পুনরায় উপবেশন করিয়া) আমার কথার জবাব দাও ! এ চিঠি তোমার লেখা ?

ইন্দ্রলাল। ওটা তো আমার বটেই—আরও অনেক চিঠি লিখেছি আমি—এই বিষয়েই তো আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই খোলাখুলি।

রক্ষিত। কি আলোচনা ?

ইন্দ্রলাল। আগেই আপনাকে বলেছি, মানে (গাঢ় স্বরে), আমার দৃঢ় ধারণা মিস্ অপর্ণা রক্ষিত একজন আদর্শ নারী। আমি যেদিন থেকে তাঁর পরিচয় পেয়েছি সেই দিন থেকেই তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা অসঙ্কোচে নিবেদন করেছি।

রক্ষিত। (ক্ষিপ্ত কণ্ঠে) একটি চড়ে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব রাস্কেল্ ! শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি !

ইন্দ্রলাল। মিস্ রক্ষিত বলেছিলেন আপনাকে সব কথা অসঙ্কোচে জানাতে, বলেছিলেন যে আপনার যদি অমত না হয়—

রক্ষিত। (সবিস্ময়ে) কিসের অমত ?

ইন্দ্রলাল। মানে, (একটু ইতস্তত করিয়া) মানে, আমি তাঁকে পত্নীত্বে বরণ ক'রে ধন্য হ'তে চাই !

রক্ষিত। (অধিকতর বিস্মিত) তার মানে !

ইন্দ্রলাল। (ঢোঁক গিলিয়া) মানে, বিয়ে করতে চাই !

রক্ষিত। বিয়ে করতে চাও ! বাই জোভ ! অপর্ণাকে ?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রক্ষিত। আমার মেয়েকে বিয়ে করবার সঙ্গতি আছে তোমার ? তোমার বাবা কি করেন ?

ইন্দ্রলাল। চাকরি করেন।

রক্ষিত। মাইনে কত ?

ইন্দ্রলাল। আশি টাকা।

রক্ষিত। তুমি কি কর ?

ইন্দ্রলাল। থার্ড ইয়ারে পড়ি।

রক্ষিত। ভাই-বোন আছে ?

ইন্দ্রলাল। চার বোন, দু ভাই।

রক্ষিত। বোনদের বিয়ে হয়েছে ?

ইন্দ্রলাল। না।

রক্ষিত। তোমার পুরো নাম কি ?

ইন্দ্রলাল। ইন্দ্রলাল পোদ্দার।

রক্ষিত। বেনে ?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ, গন্ধবণিক।

রক্ষিত। তুমি অপর্ণাকে বিয়ে করতে চাও ?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রক্ষিত সকৌতুক বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন

সবই তো খুলে বললাম। এবার আপনি কি করবেন তা যদি—

রক্ষিত। I shall beat you black and blue !

ইন্দ্রলাল। অপর্ণা দেবীর জন্যে যে-কোন নির্য্যাতন আমি হাসিমুখে সহ্য করতে—

রক্ষিত। Shut up you fool! অপর্ণা এখন কোথায় আছে জানো?

ইন্দ্রলাল। এখন তো কলেজের ছুটি, খুব সম্ভবত বাড়িতে আছেন।

রক্ষিত। ভণ্ডামি করবার চেষ্টা কোরো না—you can't pull my leg! কাল থেকে অপর্ণাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্রলাল। তাই না কি!

রক্ষিত। সে কোথা গেছে জানো?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে না।

রক্ষিত। এই কাগজে নাম সই কর তা হ'লে—

বিহঙ্গমের লেখা কাগজটি দিলেন

Please remember you shall have a very nasty time if your statement is untrue.

ইন্দ্রলাল সহি করিয়া দিল

ইন্দ্রলাল। (সহসা) আমার কষ্ট হচ্ছে, ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে!

রক্ষিত। যাও, ওই ঘরে গিয়ে বস।

ইন্দ্রলাল পাশের ঘরে চলিয়া গেল। রক্ষিত পুনরায় ঘণ্টা টিপিলেন, কনেষ্টবল আসিল

অমিয়বাবু কো বোলাও।

কনেষ্টবল চলিয়া গেল, অমিয় আসিয়া প্রবেশ করিল। অমিয়র বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ; ধরণ ধারণ একটু উদ্ধতগোছের। পরিধানে হাফ শার্ট, কাপড় মালকোচামারা, পায়ে স্যাণ্ডাল। অমিয় একজন স্পোর্টস্‌ম্যান।

অমিয়। আমি জানতে চাই আমাদের এমনভাবে ধরে আনবার মানে কি?

রক্ষিতের চক্ষু দুইটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিল

রক্ষিত। তোমরা সবাই ক্রিমিনাল!

অমিয়। ক্রিমিনাল?

রক্ষিত। এ চিঠি কার লেখা?

পত্রটি দেখাইলেন

অমিয়। কিসের চিঠি, দেখি—

দেখিয়া ফিরাইয়া দিল

কার লেখা জানি না।

রক্ষিত। তোমার লেখা নয়?

অমিয়। না।

রক্ষিত। নীচে অমিয় নাম লেখা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না?

অমিয়। আমাদের কলেজে সাতটা অমিয় আছে। ল্যাংড়া অমিয়, কবি অমিয়, অমিয় দত্ত, অমিয় সেন, প্লেয়ার অমিয়, অমিয় নাগ—আর আমি!

রক্ষিত। তোমার নাম কি?

অমিয়। অমিয় ঘোষাল।

রক্ষিত একটি সাদা কাগজ ও পেন্সিল আগাইয়া দিলেন

রক্ষিত। বাকী কজনের পুরো নাম আর ঠিকানা লিখে দাও এতে।

অমিয়। কেন?

রক্ষিত। Because I order you to do so.

অমিয়। দেব না।

রক্ষিত। দেবে না!

অমিয়। না, কারো নামে চুকলি খাওয়া আমার স্বভাব নয়।

রক্ষিত। I order you again.

অমিয় অবিচলিত দাঁড়াইয়া রহিল

যা বলছি তা কর!

অমিয়। এদের নাম নিয়ে কি করবেন?

রক্ষিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন

রক্ষিত। এই অপরাধে তোমার জেল হয়ে যেতে পারে তা জান?

অমিয়। অপরাধটা কি!

রক্ষিত। You are refusing to help law and justice.

অমিয়। (নির্ব্বিকারভাবে) জেল যেতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। নন-কো-অপারেশনের সময় ছমাস খেটেও এসেছি।

রক্ষিত। তুমি এদের নাম লিখে দেবে, কি দেবে না?

অমিয়। দেব না।

রক্ষিত। (চিঠিটা তুলিয়া) তুমি বলছ এ চিঠি তোমার লেখা নয়?

অমিয়। না। কিন্তু মিথ্যে কথা বলতেও আমার আপত্তি নেই। ও চিঠি আমার লেখা স্বীকার করলেই যদি বখেড়া মিটে যায় স্বীকার করতে রাজী আছি।

রক্ষিত। আমার মেয়ে অপর্ণা কোথায় আছে জানো?

অমিয়। আপনার মেয়ে অপর্ণা কোথায় আছে আমি কি করে জানব! আপনারই জানবার কথা—

রক্ষিত। দেখ বেশী যদি কথা বল—I shall tear out your dirty tongue! আমার মেয়ে কোথায় আছে জানো কি-না? Yes or no?

অমিয়। না।

রক্ষিত। অপর্ণার বিষয়ে কি জান?

অমিয়। অনেক কিছু জানি, কিন্তু বলব না।

রক্ষিত। I know how to break you and your like। যাও, ওঘরে বস গিয়ে এখন! রাস্‌কেল্‌স্!

ঘণ্টা টিপিলেন। কনেষ্টবল আসিল। কনেষ্টবলের সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছু পিছু অধ্যাপক মঙ্গলময় দাস।

এ কি, অপর্ণা!

অপর্ণা। (হাসিয়া) আমরা দুজনে তোমাকে প্রণাম করতে এলুম বাবা!

রক্ষিত। তার মানে?

মঙ্গলময় খুব সপ্রতিভভাবে আগাইয়া আসিলেন

মঙ্গলময়। আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করেছি।

রক্ষিত সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন অপর্ণার মাথায় সিঁদুর রহিয়াছে

রক্ষিত। বিয়ে করেছেন! আপনি! আমার মেয়েকে!

মঙ্গলময়। আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম আমরা।

অপর্ণা। (আবদার-তরল কণ্ঠে) তুমি রাগ করতে পাবে না বাবা!

রক্ষিত। (মঙ্গলময়কে) আপনি ওর প্রফেসার না?

মঙ্গলময়। (স্মিতমুখে) তাতে কি হয়েছে? শাস্ত্রে শিষ্যার স্ত্রী হতে বাধা নেই।

রক্ষিত। এমন ভাবে লুকিয়ে বিয়ে করার মানে!

মঙ্গলময়। আপনাকে বললে আপনি বিয়ে দিতে রাজি হতেন না।

রক্ষিত গুম্ হইয়া রহিলেন

অপর্ণা। (আবদারমাখা স্বরে) রাগারাগি কোরো না বাবা।

রক্ষিত। আমি মত দিতুম না জানলেন কি ক'রে আপনি? পাত্র হিসেবে আপনি খারাপ নন।

মঙ্গলময়। কিন্তু জাতে আমি সদ্‌গোপ, আপনারা কায়স্থ!

রক্ষিত। সদ্‌গোপ—অ্যাঁ—বলেন কি! সদ্‌গোপ আপনি! সদ্‌গোপ!

মঙ্গলময়। আইন অনুসারে তাতে কোন বাধা নেই। আপনার মেয়ে মাইনর নয়, সে স্বেচ্ছায় আমাকে বিয়ে করেছে—আইন অনুসারে আমাদের ম্যারেজ রেজিষ্টার্ড হয়েছে। (হাসিয়া) বে-আইনী কিছু করিনি।

রক্ষিত। No, no, this cannot be. I want an explanation for all this. (প্রায় চীৎকার করিয়া) Do you hear, I want an explanation!

কেহ কোন উত্তর দিল না। রক্ষিত পাইপটায় দুবার টান দিলেন—ধোঁয়া বাহির হইল না। ছাত্র চারিজন দ্বারের নিকট আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রফেসারের সহিত চোখো-চোখি হইবামাত্র সকলে যুগপৎ তাঁহাকে নমস্কার করিল।

সকলে। (স-সম্ভ্রমে) নমস্কার মাস্টার মশাই!

যবনিকা

বানপ্রস্থ

একটি পোড়ো নীলকুঠির একটি কক্ষ। ঘরটিতে দুইটি বড় দরজা এবং কয়েকটি জানালা রহিয়াছে। আসবাব-পত্র কিছুই নাই। দরজা ঠেলিয়া বরদা ও জগমোহন প্রবেশ করিলেন। জগমোহনের হাতে দুইটি মুগুর, বরদার হাতে কিছু নাই। উভয়েই স্বাস্থ্যবান, যদিও উভয়েরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। জগমোহনের গোঁফ দাড়ি কামানো, চোখে মুখে এমন একটি ভাব আছে যে দেখিলেই মনে হয় লোকটি রসিক। বরদার বেশ জমকালো কাঁচাপাকা এক জোড়া গোঁফ আছে, গোঁফের প্রান্তদ্বয় উর্দ্ধমুখী। বরদার চোখে-মুখেও এমন একটা ভাব আছে যে, দেখিলে মনে হয় লোকটি রাশভারি এবং চটা মেজাজের। বরদার রং কালো এবং বড় বড় চোখ দুটি লাল। তাঁহারা প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ভৃত্য-জাতীয় ব্যক্তি একটি শতরঞ্চি বগলে করিয়া প্রবেশ করিল।

জগমোহন। শতরঞ্চিটা পেতে ফেল। বরদা, একটু সর তো ভাই, শতরঞ্চিটা বেশ চৌরস ক'রে পাতুক।

বরদা একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। চাকরটি শতরঞ্চি বিছাইতে লাগিল। জগমোহন ঘরের কোণে গিয়া মুগুর দুইটি রাখিয়া দিলেন।

ভৃত্য। (শতরঞ্চি পাতা শেষ করিয়া) আমি এবার যাই হুজুর ?

জগমোহন। বেশ, যা—ভাড়া পেয়ে গেছিস তো ?

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর !

নমস্কার করিয়া ভৃত্য প্রস্থান করিল

জগমোহন। ওরে শোন্ !

ভৃত্য পুনরায় প্রবেশ করিল

আমাদের সেই মালের নৌকোটার সঙ্গে যদি দেখা হয়, ব'লে দিস তাড়াতাড়ি আসে যেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে হুজুর।

চলিয়া গেল

জগমোহন। যাক্—এসে তো পড়া গেল। ওপারের জমিদারবাবুদের খবর পাঠিয়েছিলাম, তাঁরাও ঘরটা সাফসুতরো করিয়ে রেখেছেন দেখছি। বাপরে বাপ—রাস্তা কি সহজ, স্টেশন থেকে বারো ক্রোশ গরুর গাড়ি, তারপর নৌকো—ওকি ভুরু কুঁচকে আছ কেন? এর মধ্যেই ঘাবড়াচ্ছ! তখুনি বলেছিলাম তোমার দ্বারা এসব হবে না।

বরদা। ঘাবড়াব কেন, আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি তোমার বুদ্ধি দেখে।

জগমোহন। কি রকম?

বরদা। এত জিনিস থাকতে তুমি কেবল মুগুর দুটো নিয়ে এলে। ফলের বাস্কেট্ পড়ে রইলো ওই নৌকোটাতে, মুগুর নিয়ে কি করব এখন!

জগমোহন। ব্যস্ত হও কেন! ও নৌকোটাও এসে পড়ল বলে। পান্সির মাঝিটাকে তো বলেও দিলুম শুনলে, যদি দেখা পায় তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে। আসবেও তারা তাড়াতাড়ি। আগাম ভাড়া দিয়ে দিয়েছি। খিদে পেয়েছে না কি?

বরদা। খুব বেশী নয়, একটু একটু।

জগমোহন হাসিলেন

জগমোহন। তোমার পাল্লায় পড়ে এলাম তো। আসল ব্যাপারটা এইবার খুলে বল দিকি। এমন ভাবে পালিয়ে আসার অর্থ টি কি—

বরদা। অর্থ আবার কি, অর্থ তো আগে বলেইছি।

জগমোহন। আমি শুনতে চাইছি নির্গলিতার্থ। মানে—

বরদা। মানে টানে কিছু নেই—এ বয়সে শান্তিতে থাকতে হ'লে বানপ্রস্থ নেওয়া ছাড়া গতি নেই। মানুষের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।

জগমোহন। এ সব তো প্রাচীন কথা। হঠাৎ এ্যাদ্দিন পরে এ খেয়াল হবার মানে?

বরদা। (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে) খেয়াল! কিছুমাত্র আত্ম-সম্মান জ্ঞান থাকলে

বুড়ো বয়সে সংসারে থাকা উচিত নয়। একটা বুড়ো সংসারের অলঙ্কার নয়, ভার। তার মানে মানে সরে যাওয়াই উচিত।

জগমোহন। (হাসিয়া) অর্থাৎ পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে ?

বরদা। পরিবারের সঙ্গে আবার সদ্ভাব থাকে কার কোন্ দিন! তুমি ব্যাচিলার মানুষ, পরিবারের স্বাদ পাওনি কখনও, তাই ইডিয়টের মতো কথাটা বললে। কোনও ভদ্রলোকের কখনও কোনদিন কস্মিন্‌কালে পরিবারের সঙ্গে সদ্ভাব থাকে নি—থাকতে পারে না।

জগমোহন কিছু না বলিয়া হাসিলেন

শুধু পরিবারের সঙ্গে কেন কারো সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই। এ যুগের কারো সঙ্গে আমাদের মিলতে পারে না।

জগমোহন। বল কি!

বরদা। মিলবে কি ক'রে! আমাদের পছন্দ বালাপোষ, ওদের পছন্দ চেস্টারফিল্ড; আমাদের জামা গলা-বন্ধ, ওদের জামা গলা-খোলা; আমরা মুগুর ভাঁজি, ওরা তাস ভাঁজে; আমরা কুস্তি করি পালোয়ানের সঙ্গে—ওরা ব্যাড্‌মিন্‌টন্ খেলে মেয়েদের সঙ্গে। আমরা দামী গড়গড়ায় তাওয়া দিয়ে অম্বুরি তামাক খাই, ওরা ফোঁকে সিগারেট। ওদের সঙ্গে আমাদের মিলতে পারে না—পারে না—পারে না।

প্রত্যেক 'পারে না'র সহিত তিনি প্রসারিত বাম করতলে মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ করতল দিয়া আঘাত করিলেন

জগমোহন। তোমার গিন্নিটি তো সেকেলে, এই থিওরি অনুসারে তাঁর সঙ্গে অন্তত তোমার ভাব থাকা উচিত ছিল।

বরদা। তুমি আইবুড়ো কার্ত্তিক, তুমি গিন্নি-ফিন্নির কিছু বোঝ কি! ওরা হ'ল ঝড়ের আগে এঁটো পাতের জাত। যেদিকে হাওয়া বয়, সেইদিকেই ছোটে।

জগমোহন। তার মানে ?

বরদা। তার মানে—নির্ব্বিচারে প্রবলের পক্ষ নেয়। আমার এখন বয়স গেছে, উপার্জ্জন করি না; সুতরাং গিন্নি এখন ছেলেদের দলে যোগ দিয়েছে। ভাবছে—ও বুড়োটার আর কি পদার্থ আছে—ওটাকে তো আমসি-চোষা ক'রে শেষ ক'রে এনেছি। (সহসা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে) তা না ভাবলে—

সহসা আবার থামিয়া গেলেন

জগমোহন। তা না ভাবলে?

বরদা। তা না ভাবলে কখনও আমার কথার উপর কথা কইতে আসে? অমন সুন্দরী সদ্বংশের মেয়ে পছন্দ করলাম, কারুর মনে ধরল না। নানান্ বায়নাক্কা। দুর্গা নাম ছেলের পছন্দ নয়, মেয়ে গান গাইতে জানে না। আরে মোলো, গান শুনতে চাস তো ভাল একটা বাঈজী ডেকে গান শোন্ না। শুনে তৃপ্তি পাবি। তারা রুটির জন্যে গান শিখেছে—হার্মোনিয়াম প্যাঁ-পোঁ ক'রে ন্যাকামি করবার জন্যে নয়। তা ছাড়া বউ গান গাইবে কখন বল তো হা— এসেই তো ঢুকবে রান্নাঘরে, তারপর আঁতুড়ে। সারাটা জীবন রান্নাঘর-আঁতুড়ঘর করতে হবে যাকে, সে গান গাইবে কখন!

জগমোহন। তোমার বড় ছেলের বিয়ে কোথায় ঠিক হ'ল?

বরদা। কে জানে! কোন এক ধূসরা বলে মেয়ের সঙ্গে।

জগমোহন। ধূসরা!

বরদা। হ্যাঁ ধূসরা। ধূসরা ফোয়ারা জর্জেট মর্জিনা—যার সঙ্গে খুশি ছেলের বিয়ে দিক—আমি ওসবের মধ্যে নেই। আমি জীবনের বাকী দিন ক'টা শান্তিতে নির্জ্জনে কাটিয়ে দিতে চাই, বাস্।

পদচারণ করিয়া জানলার নিকট গিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। জগমোহন স্মিতমুখে বরদার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বরদা সহসা ঘুরিয়া প্রশ্ন করিলেন

দুধ পাওয়া যায় এখানে?

জগমোহন। এখানে কিছু পাওয়া যায় না; তবে এখানে যদি থাকো, ওপারের গোয়ালাদের কাছ থেকে দুধের ব্যবস্থা হতে পারে।

বরদা। খেয়া নৌকো নেই বলছ, তারা পার হবে কি করে ?

জগমোহন। তারা মোষের পিঠে চড়ে পার হয় সাধারণতঃ।

বরদা। ও।

পুনরায় জানলার দিকে ফিরিলেন

জগমোহন। বাড়িতে কি ব'লে এসেছ ?

বরদা। জমিদারী দেখতে বেরুচ্ছি। এক তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না আমি কোথায় এসেছি।

জগমোহন। থাকতে পারবে তো, দেখ—

বরদা। তুমি যদি পারো, আমি পারবো না কেন।

জগমোহন। আমার কথা ছেড়ে দাও, অনেক ঘাটের জল খাওয়া অভ্যেস আছে আমার। চিরটা কাল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারশিয়ারি ক'রে কাটিয়েছি, তাছাড়া আমার তিন কুলে কেউ নেইও বুক চাপড়ে কাঁদবে। তোমারি নানান্ বখেড়া—

বরদা। আমার আবার কি বখেড়া দেখলে।

জগমোহন। (হাসিয়া) বখেড়া বই কি ! তোমার ফরাস চাই, তাকিয়া চাই, বই চাই, খাবার চাই, তামাক চাই, মুগুর চাই—মুগুর না ভাঁজলে খিদেই হয় না। তোমার মতো লোকের এসব জায়গায় থাকা শক্ত বই কি।

বরদা। কিছু শক্ত নয়। সব জুটিয়ে নেব। ফরাস, তাকিয়া, বই, খাবার সবই তো আসচে। নৌকোটা কতক্ষণে এসে পৌছবে বল তো ! তুমি নিয়ে এলে মুগুর দুটো—ফলের বাস্কেটটা ফেলে। আশ্চর্য্য বুদ্ধি তোমার !

জগমোহন। মুগুর দুটো হাতে ছিল, নিয়ে এলাম। আমাদের ঐ ছোট পানসিতে কি তোমার ওই বিরাট বড় বড় দুটো ফলের বাস্কেট আঁটতো ? ও দুটোকে বাস্কেট বল কি হিসেবে, দুটো তো প্রকাণ্ড বড় বড় প্যাকিং কেস। কি ফল এনেছ এত ?

বরদা। সমস্ত ড্রাই ফ্রুট্স্। দু'জনের স্বচ্ছন্দে মাসখানেক চলে যাবে।

তার পর ঠিক করেছি, কলকাতা থেকে রেগুলার বাস্কেট আনাব। নিজেদের একটা নৌকোও রাখতে হবে, বুঝলে? চমৎকার নির্জ্জন জায়গাটি—

একটু শিস্ দিলেন। সহসা শূন্যে করতালি দিয়া

বেশ মশা আছে দেখছি এখানে।

জগমোহন। মশা তো হবেই, বুনো জায়গা।

বরদা। তুমি নিধেটাকেও ওই নৌকোটাতে রেখে এলে। সে থাকলে তবু—

জগমোহন। বাঃ—অত খাবারটাবার, কাপড়চোপড়, হোল্ড অল্, স্যুট কেশ, ট্রাঙ্ক, য়্যাটাচি—সব ওই অচেনা মাঝি ব্যাটাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসব! নিধে পুরোনো চাকর, সব সামলে-সুমলে আনতে পারবে।

বরদা। [সক্ষোভে] তুমি যদি মুগুর দুটো না এনে তামাকের সরঞ্জামটা আর মহাভারতটা আনতে, তা হলে আরাম ক'রে ব'সে একটু পড়া যেত।

জগমোহন। সব এসে পড়বে এক্ষুণি, ঘাবড়াচ্ছো কেন? বস না।

বরদা। শতরঞ্জির উপর দু'জনে মুখোমুখি হয়ে বসে থাকব! তার চেয়ে চল বাইরে একটু ঘুরে বেড়ানো যাক।

জগমোহন। বাইরে স্রেফ শেয়াল কাঁটা আর কন্টিকারি ছাড়া কিচ্ছু নেই। এইখানেই বসতে হবে।

বরদা। এই জঙ্গলে সায়েবগুলো কেমন বাংলোটা বানিয়েছে দেখেছ!

ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলেন

জগমোহন। আগে এখানে নীল চাষ হ'ত কি না।

বরদা। [আর একটি দরজায় উঁকি দিয়া] এদিকেও আর একটা ছোট রুম রয়েছে হে।

জগমোহন। এ বাড়িটাতে অনেকগুলো রুম। পূবদিকে একটা চমৎকার বারান্দাও আছে।

বরদা। [সহসা জানালার দিকে চাহিয়া] ওহে, দেখ দেখ, আর একখানা

কাদের নৌকো যেন ভিড়েছে এসে। কে একজন যেন নেবে আসছেও—বেশ হনহন ক'রে আসছে। ভটচায্যি-ভটচায্যি চেহারা।

জগমোহন। এই পোড়ো বাংলোটার লোভে অনেকে পিক্‌নিক করতে আসে এখানে। শিকারও মেলে শীতকালে—

বরদা। তুমি ওপারের জমিদারবাবুদের ব'লে সব ঠিক ক'রে ফেলেছ তো ?

জগমোহন। সমস্ত—মায় ভাড়া পর্য্যন্ত।

বরদা। ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পেয়েছেন, এইদিকেই ঘুরলেন।

জগমোহন। বেশ তো, আসুন না, গল্প ক'রে সময় কাটবে।

বরদা। উঃ, কি ভয়ানক মশা হে—

চটাং করিয়া মারিলেন

(নেপথ্যে) আসতে পারি ?

বরদা। [আগাইয়া গেলেন] আসুন, আসুন—নমস্কার !

শিরোমণি মহাশয় প্রবেশ করিলেন

আপনারা বুঝি বেড়াতে এসেছেন ?

শিরোমণি। ওনারা হয়তো বেড়াতে এসেছেন, আমি এসেছি অদৃষ্টের ফেরে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন পাপের ফলেই সম্ভবত দূষিত সংসর্গ করতে হচ্ছে, তা না হ'লে আমি অম্বিকা শিরোমণি স্বেচ্ছায় এদের সঙ্গে বেড়াতে আসি না।

জগমোহন। আসুন আসুন, বসুন !

বরদা। হ্যাঁ, বসুন বসুন।

জগমোহন। [হাসিয়া] তুমি এইমাত্র মহাভারতের খোঁজ করছিলে স্বয়ং শিরোমণি মশায় এসে হাজির হয়ে গেছেন। কত শাস্ত্রচর্চ্চা করবে কর এখন বসে বসে।

বরদা। যা বয়স হ'ল এখন শাস্ত্রচর্চ্চাই করতে হবে ভাই। তা ছাড়া,

শাস্ত্রচর্চ্চা আমার ভালও লাগে খুব। শিরোমণি মশায় চটে আছেন বলে মনে হচ্ছে—বসুন।—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন।

সকলে উপবেশন করিলেন

শিরোমণি। চটব কার ওপরে বলুন, নিজের অদৃষ্টের ওপরে? তবে ক্ষুব্ধ হতে তো বাধা নেই। ক্ষুব্ধ হয়েছিও।

বরদা। যা বলেছেন, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই।

শিরোমণি। যথার্থ কথা, কিন্তু পুরুষকার বলেও একটা জিনিস আছে। কঠোপনিষদ বলেছেন—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ
তয়োঃ শ্রেয় আদাদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥

জগমোহন। আপনারা ততক্ষণ শাস্ত্রালাপ করুন, আমি বাইরে থেকে ঘুরে আসি একটু। দেখি আমাদের নৌকাটা আসছে কি-না।

শিরোমণি। কিসের নৌকা?

বরদা। আমাদের জিনিসপত্র যে নৌকাটায় আছে সেটা এখনও এসে পৌছয়নি। হ্যাঁ, তুমি একটু খোঁজ নাও গিয়ে—

জগমোহন বাহির হইয়া গেলেন

আপনি যে শ্লোকটি বললেন তার অর্থ কি?

শিরোমণি। তার অর্থ হচ্ছে গিয়ে—শ্রেয় আর প্রেয় পরস্পর বিভিন্ন জিনিস এবং দুই-ই জীবকে বিভিন্নরূপে আবদ্ধ করে। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁর মঙ্গল হয়, আর যিনি শ্রেয়কে ছেড়ে প্রেয়কে অর্থাৎ সুখকরকে বরণ করলেন তিনিই মলেন, পরমার্থ থেকে বিচ্যুত হলেন।

ট্যাঁক হইতে নস্যদানি বাহির করিয়া নস্য লইলেন

আমি এখন প্রেয়-বিলাসী পরমার্থ-বিচ্যুত এক ছোকরার কবলে কবলিত। দুরদৃষ্ট আর কি।

বরদা। তাই না কি! ব্যাপারটা কি!

শিরোমণি। মানে, বিপথগামী এক শিষ্যের পাল্লায় পড়েছি এবং সে বিপথগামী বলেই তাকে ছেড়ে যেতে পারছি না। কারণ স্বয়ং ভগবান গীতায় বলছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ধর্ম্মের পুনঃ স্থাপনের জন্যই ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিকের সঙ্গ করতে হয়, উপায় নেই। তা ছাড়া বেতনও দেয়, সুতরাং অধিকতর নিরুপায়!

বরদা। (উচ্ছ্বসিত) আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি আনন্দিত হলাম। চমৎকার! সময়টা ভাল ভাবেই কাটবে মনে হচ্ছে। আপনার সেই বিপথগামী শিষ্যটি কোথায়?

শিরোমণি। ওই যে নৌকাবিহার করছেন তিনি। আমার আর বরদাস্ত হ'ল না, নৌকো থেকে নেমে পড়লাম আমি। ছোকরার এদিকে লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক আছে, এম. এ. পাশ, মৌলভী রেখে ফার্সি উর্দ্দু শিখেছে, সংস্কৃত চর্চ্চার জন্যে আমাকে বেতন দিয়ে রেখেছে—কিন্তু হ'লে কি হবে—অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ। ওই অবিদ্যাতেই সব মাটি করেছে।

বরদা। যা বলেছেন। এ যুগটাই অবিদ্যার যুগ। যে ভারতে একদিন—

জগমোহন ফিরিয়া আসিলেন

কি হ'ল হে, নৌকোর কোন পাত্তা পেলে?

জগমোহন। কই, কিছু তো দেখতে পেলাম না। একটু পরেই এসে পড়বে। শিরোমণি মশায়ের সঙ্গে ততক্ষণ শাস্ত্রালাপ করা যাক—

শিরোমণি। আমি শাস্ত্রের কতটুকুই বা জানি! তা ছাড়া, শাস্ত্র—যার অর্থ হ'চ্ছে প্রাচীন অনুশাসন—যা দেবগণ ঋষিগণ বেদ-তন্ত্র-স্মৃতি-পুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন সে শাস্ত্র আজকাল কে মানছে বলুন। শাস্ত্রচর্চ্চা আজকাল একটা অবান্তর ব্যাপার। এই ধরুন না, যে জমিদারপুত্রটির সঙ্গে আমি এসেছি সে কি মনুসংহিতোক্ত রাজার ধর্ম্ম পালন করে?

বকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ
বৃকবচ্চানুলম্পেত শশবচ্চ বিনিস্পতেৎ।

ও বকও নয়, সিংহও নয়, বৃকও নয়, শশও নয়—উপমা দিতে হলে বলতে হয় ও একটা ছাগল ছাড়া আর কিছু নয়।

বরদা। (সমঝদারের মত ভঙ্গী করিয়া) ঠিক বলেছেন, আজকাল ব্যাপারই ওই রকম।

জগমোহন। (হাসিয়া) না, সেকথা বললে শুনব কেন! শাস্ত্রের প্রভাব এখনও কিছু কিছু আছে বই কি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো আপনার সামনেই বর্ত্তমান; ইনি সংসারে বীতরাগ হয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'রে এখানে এসেছেন।

বরদা। তুমি থামো দিকি।

জগমোহন। থামবো কি রকম, যা সত্যি—

শিরোমণি। বানপ্রস্থ? তাই নাকি, এ যুগের পক্ষে বিস্ময়কর বটে। বানপ্রস্থ ক'রকম জানেন?

বরদা। আজ্ঞে না। (হাসিলেন)

জগমোহন। যদি আপত্তি না থাকে বানপ্রস্থের বিষয় আপনি কিছু বলুন না। আমরা দুজনেই এ বিষয়ে অজ্ঞ।

বরদা। (সাগ্রহে) আজ্ঞে হ্যাঁ বলুন বলুন

শিরোমণি। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্য—শাস্ত্রোক্ত এই চতুর্ব্বিধ আশ্রম। মহানির্ব্বাণতন্ত্র কিন্তু বলছেন কলিযুগে গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষ্য ভিন্ন অন্য

কোন আশ্রমই নেই। ও বিষয়ে কিন্তু মতভেদ আছে, ব্যাসদেব বলেন—যাক্ সে সব—এখন বানপ্রস্থের কথা শুনুন।

নস্য লইলেন

বানপ্রস্থ হচ্ছে তৃতীয় আশ্রম। অদ্রোহে বা অল্পদ্রোহে জীবিকা নির্ব্বাহ করে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী দারপরিগ্রহ অপত্যোৎপাদনাদি সমাধানান্তে বনবাসগমন পূর্ব্বক অকৃষ্ট পচ্য ফলাদি ভক্ষণ ক'রে যে ঈশ্বরারাধনা তাকেই বলে বানপ্রস্থ। বানপ্রস্থ দ্বিবিধ—

বরদা। (মুগ্ধ) আপনার জ্ঞানের গভীরতা দেখে সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। আপনারাই হলেন ভারতের গৌরব।

জগমোহন। (সোৎসাহে) সে কথা আর বলতে!

বরদা। বলুন বলুন শুনি।

শিরোমণি। বানপ্রস্থ দ্বিবিধ—অশ্মকুট্ট ও দন্তদূখলিক।

বরদা। তাই না কি! দন্তদূখলিক!

শিরোমণি। যারা পক্ষান্তে বা মাসান্তে ভোজন করে তাদেরই দন্তদূখলিক বলে।

বরদা। বানপ্রস্থে খেতেও মানা না কি?

জগমোহন। (অপাঙ্গে বরদার পানে চাহিয়া) তবেই সেরেছে!

শিরোমণি। না, না, খেতে মানা নেই, তবে আহার বিষয়ে সংযত হবার নানা বিধান আছে। ফালকৃষ্ট আহার্য্যই নিষিদ্ধ। অন্যান্য বিধানও আছে, তার মধ্যে তিনবার স্নান করা, জটাবল্কল ধারণ করা, প্রতিগ্রহনিবৃত্ত হওয়া, স্বাধ্যায়বান হওয়া, দান্ত আত্মবান হওয়া—এইগুলোই প্রধান।

বরদা। এ সব করবার মানে?

জগমোহন। ভীষণ আইন কানুন দেখছি!

শিরোমণি। ভোগলিপ্সাকে নিষ্পিষ্ট ক'রে অবলুপ্ত করতে পারাই বানপ্রস্থের উদ্দেশ্য। গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে যেমন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শরীর মনকে

প্রস্তুত ক'রে নিতে হয়, তেমনি ভৈক্ষ্য আশ্রমে প্রবেশ করবার জন্যে বানপ্রস্থে সমস্ত বাসনাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হয়। সেইজন্যে গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে, বর্ষাকালে ভূতলশায়ী হয়ে এবং হেমন্তকালে আর্দ্রবস্ত্রধারী হয়ে থাকার নিয়ম আছে। আসল কথা কি জানেন?

বরদা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষোক্ত বাক্যে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন

বরদা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আসল কথাটাই বলুন সহজ ক'রে।

শিরোমণি। আসল কথা উপনিষদে পাবেন। ছান্দোগ্যে আছে—শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ, নিষ্ঠা কর্ম্মসাপেক্ষ এবং কর্ম্ম সুখসাপেক্ষ—

নস্য লইলেন

বরদা। একটা ভারি অভাব বোধ করছি, জগমোহন!

জগমোহন। কিসের?

বরদা। তামাকের। তুমি খালি মুগুর দুটো নিয়ে এলে—

জগমোহন। নৌকো এই এসে পড়ল বলে', একটু ধৈর্য্য ধর না।

বরদা। তুমি আর একবার বেরিয়ে দেখ না হয়।

জগমোহন। যাচ্ছি। পণ্ডিত মশায়ের কথাটা শেষ হয়ে যাক। এমন উপদেশাত্মক ভাল কথা তো চট্ ক'রে শোনা যায় না।

বরদা। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন—ছান্দোগ্যে—

শিরোমণি। ছান্দোগ্য বলছেন, শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ, নিষ্ঠা কর্ম্মসাপেক্ষ, কর্ম্ম সুখসাপেক্ষ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সুখ কি?

জগমোহন। ঠিক কথা, ওই সুখের খোঁজেই তো এখানে আসা।

বরদা। ওইটেই তো আসল প্রশ্ন।

শিরোমণি। তার আসল উত্তরও ওই ছান্দোগ্যেই পাবেন। যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য। ভূমাই চরম সুখ। এখন ভূমা হচ্ছে—

বরদা। হ্যাঁ বলুন, বলুন।

শিরোমণি। ভূমা হচ্ছে সেই জিনিস, যা লাভ করলে অন্য কোন বস্তু দেখা যায় না, শোনা যায় না, জানা যায় না। যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি—স ভূমা। যা অল্প, যা সীমাবদ্ধ তাই মরণশীল, তাই দুঃখজনক। অর্থাৎ সমস্ত বাসনা-কামনা-বর্জ্জিত না হ'লে ভূমা লাভ হয় না। বৃহদারণ্যকে যাকে বলেছে এষণা—সেই এষণামুক্ত হতে হবে।

বরদা চটাৎ করিয়া একটা মশা মারিলেন

বরদা। ঠিক বলেছেন, মায়াই হল আসল বখেড়া। ওইতেই তো ডুবেছি আমরা।

(নেপথ্যে) শিরোমণি মশায় আছেন না কি ?

শিরোমণি। আমার শিষ্যপ্রবর এসে হাজির হয়েছেন। এসো হে রঙ্গলাল—ভিতরে এসো।

রঙ্গলাল আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চোখে প্যাঁশনে, পরিধানে সিল্কের পাঞ্জাবী, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। মুখে মৃদু হাসি, চক্ষু বুদ্ধিদীপ্ত। সপ্রতিভ সুদর্শন ব্যক্তি। বয়স আন্দাজ চল্লিশ হইবে

বরদা। আসুন, আসুন, নমস্কার।

জগমোহন। (হাসিয়া) আপনার শিরোমণি মশায়ের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছিলাম। আসুন, বসুন।

রঙ্গলাল প্রতিনমস্কার করিয়া হাস্যদীপ্তচক্ষে সকলের মুখপানে একবার চাহিয়া দেখিলেন; তাহার পর সিগারেটটায় শেষ টান দিয়া সেটা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন

রঙ্গলাল। এই রবিন্সন ক্রুশো-মার্কা দ্বীপে যে শিরোমণি মশায় শাস্ত্রালাপ করবার মতো লোক আবিষ্কার করতে পারবেন তা আমি ধারণাই করতে পারি নি! আশ্চর্য্য ব্যাপার! ঠিক পেয়ে গেছেন তো!

জগমোহন। বসুন। আপনার সঙ্গেও আলাপ করা যাক।

রঙ্গলাল। (উপবেশনান্তে) শিরোমণি মশায়, থেমে গেলেন কেন—কি বলছিলেন বলুন আমিও একটু শুনি।

বরদা। ভূমা সম্বন্ধে বলছিলেন উনি।

রঙ্গলাল। আহা, ভূমা কথাটা বড় ভাল। চুমার সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর মিল হয়!

বরদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন

শিরোমণি। এসেই ফাজলামি সুরু করলে তো বাবা!

রঙ্গলাল। Sorry—আর একটি কথাও বলব না, আপনি যা বলছিলেন বলুন।

বরদা। আমার দিকে অমন ক'রে চেয়ে আছেন যে রঙ্গলালবাবু?

রঙ্গলাল। আপনার শরীর দেখছি। বাঃ, এই বয়সেও তো চমৎকার শরীর রেখেছেন। ফাইন্!

বরদা। কুস্তি-লড়া শরীর, এখনও মুগুর ভাঁজি।

রঙ্গলাল। ও তাই।

জগমোহন। শিরোমণি মশায়, থেমে গেলেন যে।

বরদা। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন।

শিরোমণি নস্য লইলেন

শিরোমণি। বলছিলাম, বৃহদারণ্যকের উপদেশ হচ্ছে—এষণামুক্ত হতে হবে। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা—সর্ব্বপ্রকার এষণামুক্ত হয়ে পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করলেই পরমানন্দে লীন হবার আশা করা যায়। তৎপূর্ব্বে নয়।

রঙ্গলাল। মাপ করুন শিরোমণি মশায়, আমি কিন্তু পরমানন্দ লাভ করতে চাই অন্য উপায়ে।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

শিরোমণি। বন্ধন নিয়ে মুক্তির স্বাদ মেলে না বাবা, কবিতাতেই ও সব

শুনতে ভাল। মুক্তি পেতে হলে রীতিমত সাধনা করতে হয়, নিরাসক্ত হয়ে পূজা করতে হয়।

রঙ্গলাল। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলছেন—

প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্পপত্র করি অর্ঘ্যদান
পূজারীর পূজা অবসান।
আমিও তেমনি যত্নে মোর ডালি ভরি
গানের অঞ্জলি দান করি
প্রাণের জাহ্নবী জল-ধারে
পূজি আমি তারে।
বিগলিত প্রেমের আনন্দ বারি সে যে
এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে।

বরদা। (উচ্ছ্বসিত) বাঃ, আপনিও তো গুণী লোক মশায়! (তাহার পর সহসা) জগমোহন নৌকোর গতিক কিন্তু খারাপ মনে হচ্ছে।

জগমোহন। আরে ব্যস্ত হও কেন, এখনি এসে পড়বে।

রঙ্গলাল। নৌকোর কথা শুনলেই আমার রবীন্দ্রনাথের 'দিন শেষে' কবিতাটা মনে পড়ে—

দিন শেষ হয়ে এল আঁধারিল ধরণী
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
"হাঁগো এ কাদের দেশে বিদেশী নামিনু এসে,"
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—
অমনি কথা না বলি ভরা ঘট ছলছলি
নতমুখে গেল চলি তরুণী
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।
নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন শয়নে
এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে—

সহসা থামিয়া গেলেন

না, এটা ঠিক হচ্ছে না। আপনাদের মুক্তি-টুক্তি নিয়ে সদালোচনা হচ্ছিল, আমার এ রকম ভাবে বাধা দেওয়াটা—

বরদা। না না বলুন আপনি, চমৎকার লাগছে।

রঙ্গলাল। (হাসিয়া) আমিও মুক্তিকামী লোক, শিরোমণি মশায়ও তাই। আমাদের দুজনের পথ খালি বিভিন্ন।

শিরোমণি। দেখ রঙ্গলাল, ইতিপূর্ব্বে তোমাকে পুনঃপুনঃ বলেছি, এখন আবার বলছি এবং যতদিন বাঁচব বলব—মুক্তি নিয়ে কবিত্ব করা এক জিনিস এবং সত্যি সত্যি মুক্তি পাওয়া আর এক জিনিস। কহোল-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের যা বাণী—

রঙ্গলাল। মাপ করুন শিরোমণি মশায়, কহোল-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের বাণী বহুবার শুনেছি আপনার মুখ থেকে, কিন্তু কবির বাণীও কি তার চেয়ে কোন অংশে কম ?

আবৃত্তি স্থরু করিলেন

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সঙ্গম-তীর্থ পাবো আমি আমারি প্রাণের
আপন-সঙ্গীতে
সে দিন বুঝিব মনে নাই নাই বস্তুর বন্ধন
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা
বিশ্বগীত পদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা।

আপনি কি বলতে চান, রবীন্দ্রনাথের এ কবিতায় মুক্তির বার্ত্তা নেই ?

শিরোমণি। বার্ত্তা থাকতে পারে, কিন্তু কেবল বার্ত্তা পেলেই মুক্তি পাওয়া যায় না। প্রাচীন ঋষিগণ মুক্তিলাভের জন্যে যে সব বিধি-বিধান বেঁধে দিয়েছেন

তা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করতে হবে। প্রাচীন বিধানের প্রতি এই যে তোমাদের অশ্রদ্ধা এটা মোটেই ঠিক নয়। তোমাদের সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি করা দরকার। অনুতপ্ত চিত্তে আত্মানুশাসন না করলে কখনও চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং চিত্তশুদ্ধি না হ'লে—

রঙ্গলাল। আপনারা তা হ'লে চিত্তশুদ্ধি করতে থাকুন, আমি কেটে পড়ি।

বরদা। (ব্যাকুল ভাবে) না, না, না—সে কি কথা, আপনি বসুন। আপনার আবৃত্তি শোনা যাক আরও দু-চারটে।

জগমোহন। সত্যি চমৎকার আবৃত্তি করেন আপনি।

রঙ্গলাল। শিরোমণি মশায় চটে যাবেন।

বরদা। না না চটবেন কেন?

শিরোমণি। ও যতই না কেন কবিতা আওড়াক, একথা মানতেই হবে যে, আসক্তি ত্যাগ না করলে ব্রহ্মলাভ হয় না এবং আসক্তি ত্যাগ করতে হলে তৃষ্ণা এবং আসঙ্গ ত্যাগ করা চাই। শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবন্
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্।১৪।৭॥

কর্ম্মে আসক্তি জন্মে তৃষ্ণা এবং আসঙ্গ দ্বারা—এই তৃষ্ণা এবং আসঙ্গ ত্যাগ না করলে ভূমালাভ অসম্ভব। তৃষ্ণা এবং আসঙ্গ ত্যাগ করা সহজ নয় মানি, কিন্তু তার জন্যে অনুতপ্ত হও।

রঙ্গলাল। [স্মিতহাস্যে] আমার কি মনে পড়ছে জানেন?

শিরোমণি। কি?

রঙ্গলাল। রুবাইয়াৎ।

আবৃত্তি সুরু করিলেন

Iram indeed is gone with all its Rose
And Jamshyd's sev'n ringed cup where no one knows

But still the Vine her ancient Ruby yields
And still a garden by the water blows.

বরদা। চমৎকার, অনেক দিন পরে ফিট্‌জেরাল্ড বেশ লাগলো—বাঃ।

শিরোমণি। আমি ওসব ইংরিজি মিংরিজি বুঝি না, কিন্তু ছান্দোগ্যের সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জালানিতি—

বরদা। আপনি একটু চুপ করুন শিরোমণি মশাই, দোহাই আপনার। রঙ্গলালবাবু, আপনি আরও খানিকটা বলুন রুবাইয়াৎ থেকে। চমৎকার লাগছে।

শিরোমণি কিছু না বলিয়া নস্য লইলেন। জগমোহন স্মিতমুখে বরদার দিকে চাহিলেন, রঙ্গলালবাবু আবৃত্তি সুরু করিলেন

And David's lips are lock't, but in Divine
High-piping Pehlvi with 'wine, wine, wine
Red wine'—the Nightingale cries to the Rose
That yellow cheek of hers to incarnadine,
Come, fill the cup, and in the Fire of Spring
The winter garment of Repentance fling :
The bird of time has but a little way
To fly,—and lo, the bird is on the wing.
Here with a Loaf of Bread beneath the bough
A flask of wine, a book of verse ann Thoru
Beside me singing in the wilderness,
And wilderness is Paradise enow.

বরদা। Excellent, চমৎকার। [সহসা] জগমোহন, তুমি কিন্তু ভাই দেখ একবার বেরিয়ে—

জগমোহন। যাচ্ছি যাচ্ছি, ব্যস্ত হও কেন? শোন না রঙ্গলালবাবুর আবৃত্তি খানিকক্ষণ।

বরদা। [রঙ্গলালবাবুর দিকে ফিরিয়া] সত্যি চমৎকার আপনার আবৃত্তি। শিরোমণি মশায়ের সংস্কৃতের অং বং-এর পর কর্ণে যেন একেবারে মধু-বর্ষণ করলেন। শিরোমণি মশায় রাগ করবেন না যেন—আমরা মানে—একটু ই'য়ে ধরণের, মানে—[হাসিলেন]

শিরোমণি। [সজোরে নস্যের টিপ টানিয়া] রাগ করবার আর কি আছে এতে। ও ভাষা বুঝিও না, ওর রসও পাই না।

রঙ্গলাল। ভাষা বোঝবার তো কিছু নেই, সুরটা কানে লাগলেই হল! সুরটাই আসল, অমন যে ব্যাকরণের উপসর্গ, তাও সুর-সংযোগে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

প্রপরাপ সমন্বব নিরদুরভি
ব্যধি সুদতি নিপ্‌পতি পর্য্যপয়:

শিরোমণি। [উচ্চভাবে] আমি সব সুরই বুঝি, বুঝলে বাবা। টোলে কাব্য অলঙ্কার পড়তে হয়েছিল আমাকে; কিন্তু তোমরা, আজকালকার ছেলেরা কেবল একটি সুরই বোঝ, আর সব বিষয়ে তোমরা অসুর।

রঙ্গলাল কোন উত্তর না দিয়া স্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন

বরদা। বেশ, খিদে পাচ্ছে কিন্তু ক্রমশ। জগমোহন (চটাৎ করিয়া একটা মশা মারিলেন) তুমি দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছো তো!

জগমোহন। আচ্ছা এই উঠলাম। আমি গিয়েই বা কি করব, নদীর পানে চেয়ে থাকলেই তো নৌকো বোঁ বোঁ ক'রে এসে পড়বে না। যাক্—বার বার বলছ যখন যাচ্ছি—

রাগের ভান করিয়া চলিয়া গেলেন

রঙ্গলাল। আপনাদের সঙ্গে খাবার নেই না কি? আমাদের সঙ্গেও যা

ছিল সব খতম হয়ে গেছে। খানিকটা মাস্টার্ড পড়ে আছে খালি। শিরোমণি মশায়, আপনার কলাগুলো আছে, না নিঃশেষ করেছেন ?

শিরোমণি। সে কোন্ কালে—

পুনরায় নস্য লইলেন

রঙ্গলাল। শিরোমণি মশায় আমাকে ছেড়ে থাকতেও পারবেন না, যেখানে যাব আমার সঙ্গে যাওয়া চাই—অথচ আমার সঙ্গে মতের মোটে মিল নেই—খালি ঝগড়া আর ঝগড়া—

শিরোমণি। ঝগড়া হবে না, এমন তুর্ল্লভ মানবজন্ম পেয়েছ—সেটা কেবল ভোগ-বিলাসেই কাটিয়ে দেবে? তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কি, কেবল ভেসে চলা ?

রঙ্গলাল। (হাসিয়া) তাই কি ছাই জানি। রবিঠাকুরের ভাষায়—কী চাই কী চাই বচন না পাই মনের মতন রে—

বেঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে
চকিত চলার কচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে
নবীন চিকণ অশথ পাতায়
আলোর চমক কানন মাতায়
যে রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে
কী চাই কী চাই বচন না পাই
মনের মতন রে।

বরদা। বাঃ

শিরোমণি। কিন্তু এ সমস্তই হ'ল দেহজ মোহের বিকার, কিন্তু দেহটা যে কিছু নয় একথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। গীতার কথা ভুললে চলবে না—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়—

বরদা। দোহাই শিরোমণি মশায়, সংস্কৃতের কচকচি একটু থামান। এবার একটু কাব্যালোচনা হোক। চমৎকার লাগছে রঙ্গলালবাবুর আবৃত্তি—

শিরোমণি। বেশ তাই হোক—আমি চললাম।

সক্রোধে চলিয়া গেলেন

রঙ্গলাল। (হাসিয়া) উনি যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই ছিলেন। নীহার একা রয়েছে—

গলা খাঁকারি দিলেন

বরদা। নীহার কে?

রঙ্গলাল। সে আছে একজন।

বরদা। যাক্ সংস্কৃতের কচকচি থামলো—বাঁচা গেল।

রঙ্গলাল। সংস্কৃতকে অশ্রদ্ধা করবেন না মশাই, সংস্কৃতে কালিদাস কাব্য লিখেছেন—

অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগ-
মাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং
বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী।
আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিবস্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতেব।

বরদা। আহা চমৎকার!

রঙ্গলাল। কালিদাস আপনার পড়া আছে?

বরদা। এককালে বি-এ পাশ করেছিলুম—সেই সূত্রে কুমারসম্ভবের খানিকটা পড়তে হয়েছিল বই কি।

রঙ্গলাল। মনে আছে সেখানটা আপনার, মদনের সঙ্গে বসন্ত যেখানে মহাদেবের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন সেখানের বর্ণনাটা—

মধু দ্বিরেফ: কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমান:
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসার:।
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি
গজায় গণ্ডূষজলং করেণু:
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা।

বরদা। (সোচ্ছ্বাস) আহা, কাণ যেন জুড়িয়ে গেল। সত্যি, সংস্কৃতের মত ভাষা নেই—

রঙ্গলাল। যে কোন ভাষাতেই সুর লাগলে মিষ্টি হয়। ফারসী গজল কত মিষ্টি! একেবারে মাতিয়ে দেয়—

বুল্‌বুল্ জেস্তো অমোগ্‌ত্‌হ্ শীরি
সুখনীরা সুখনীরা সুখনীরা
গুল অজ্ রুখৎ অমোগ্‌ত্‌হ্ নাজুক্
বদনীরা বদনীরা বদনীরা।*

সুরই আসল, ছন্দই আসল—ভাষা কিছু নয়। এই সুর, এই ছন্দ এই নেশা—পাগল করে দেয় মানুষকে। এরই উন্মাদনায় রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন বোধ হয়—

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগ সম

* জ=z-এর মত উচ্চারণ, খ=guttural খ্‌হ্, শ=sh, স=s

ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না
যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না—

বরদা। (দ্বারের পানে চাহিয়া) কিন্তু জগমোহন এখনও ফিরল না, আজ না খেয়ে মরতে হবে দেখছি। তামাকের জন্যও প্রাণটা আইঢাই করছে।

রঙ্গলাল। সিগারেট খাবেন ?

বরদা। না, সিগারেট আমি খেতে পারি না। তামাক না হ'লেও চলবে —কিন্তু খেতে না পেলে আমি মারা যাব। বেশ খিদে পেয়েছে মশাই—

রঙ্গলাল। আপনি মরতে ভয় পান ?

বরদা। তা পাই বই কি, আপনি পান না ?

রঙ্গলাল। না। রবার্ট ব্রাউনিঙ-এর সঙ্গে মিলিয়ে আমার বলতে ইচ্ছে করে—

For sudden the worst turns best to the brave
The black minute's at end
And the elements rage, the fiendish voices that rave
Shall dwindle, shall blend,
Shall change, shall first become a peace out of pain
Then a light, then thy breast
O, thou, soul of my soul, I shall clasp thee again
And with God be the rest !

নেপথ্যে মিষ্ট মেয়েলি গলায় গান ভাসিয়া আসিল—

"গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে
ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে"

বরদা। (উৎকর্ণ) চমৎকার মিষ্টি গলা তো—কে গাইছে মশাই ?

রঙ্গলাল। (হাসিয়া) নীহার পালিয়ে এসেছে।

বরদা। নীহার মেয়েমানুষ নাকি ?

রঙ্গলাল। নিশ্চয়, রীতিমত মেয়েমানুষ !

উঠিয়া গেলেন এবং জানালা দিয়া ডাকিলেন

নীহার, ভেতরে এসো—

নীহার প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বরদাবাবু চটাং
করিয়া একটা মশা মারিলেন

তুমি পালিয়ে এলে যে ?

নীহার। শিরোমণি মশায়ের কাছে থাকা যায় !

বরদা ও রঙ্গলাল উভয়েই হাসিলেন

বরদা। বসুন, বসুন (সরিয়া স্থান করিয়া দিলেন) রঙ্গলালবাবু, ইনি বুঝি আপনার—

রঙ্গলাল। না, কেউ হন না (একটু হাসিয়া) অথচ সব হন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া
সে নারী বিচিত্র বেশে, মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া
দীপখানি তুলে ধরে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে
তারই সেই চাওয়া সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে।

বরদা। ইনি খুব ভাল গান গাইতে পারেন ?

রঙ্গলাল। চমৎকার, একখানা শুনিয়ে দাও না নীহার

নীহার। কোন্‌টা গাইব ?

রঙ্গলাল। যা তোমার খুশি।

নীহার। হার্মোনিয়মটা আনতে বলুন তা হ'লে হীরুকে। খালি গলায় আমি গাইতে পারব না।

রঙ্গলাল। বেশ তো হার্মোনিয়মটা আনুক না। এইখান থেকে ডাকলেই শুনতে পাবে বোধ হয় হীরু—

জানালার কাছে উঠিয়া গেলেন ও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন

হীরু! হীরু!

(নেপথ্য হইতে হীরু) আজ্ঞে হ্যাঁ—

রঙ্গলাল। হার্মোনিয়মটা আনো এখানে।

(নেপথ্য হইতে হীরু) যে আজ্ঞে।

বরদা। আশ্চর্য্য ব্যাপার, জগমোহনের কোন পাত্তা নেই।

রঙ্গলাল। শিরোমণির সঙ্গে আবার শাস্ত্রালাপ সুরু করেছেন বোধ হয়। শিরোমণি মশায় লোক পেলে তো ছাড়বেন না।

বরদা। কিন্তু নৌকোটার কি হল? হু হু ক'রে হাওয়াও উঠেছে একটা—

রঙ্গলাল। এ রকম নির্জ্জন স্থানে হু হু করে হাওয়া উঠলে কি মনে হয় জানেন?

বরদা। কি?

রঙ্গলাল। রবিঠাকুর।

[আবৃত্তি সুরু করিলেন]

হু হু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন
জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘন নীল নীর
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর

অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন—

হীরু হার্মোনিয়ম লইয়া প্রবেশ করিল ও সেটি নীহারের সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল।

রঙ্গলালবাবু আবৃত্তি করিয়া চলিলেন—

তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যা কিরণ
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন?
আমি তো বুঝি না কি লাগি তোমার
বিলাস হেন!

বরদা। এইবার একখানা গান হোক। আপনি থামুন।

রঙ্গলাল। এ কবিতার শেষটা আরো চমৎকার, শুনুন না—

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা
সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ
শুধু কানে আসে জল কলরব
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ু ভরে তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর
"কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ
নিকটে আসি",
কহিবে না কথা দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

বরদা। এইবার গান হোক—কবিতা থামান আপনার।

নীহার। কোন্‌টা গাইব?

রঙ্গলাল। সেই গজলটা গাও না।

নীহার হার্মোনিয়ম টানিয়া লইল এবং একটি উর্দ্দু গজল
গাহিল। খুব দরদ দিয়া গাহিল।

বরদা। (সোচ্ছ্বাসে) চমৎকার!

রঙ্গলাল। ভাল লাগল আপনার?

বরদা। চমৎকার, চমৎকার—খুব চমৎকার!

রঙ্গলাল। চমৎকার লাগল? আমার তেমন স্থবিধে লাগল না। ভাল দেখে গাও আর একখানা

বরদা। হ্যাঁ হ্যাঁ—আর একটা হোক। বাইরে তখন যেটা গাইছিলেন—

নীহার। গানের স্থরের আসনখানি-টা?

বরদা। হ্যাঁ।

রঙ্গলালবাবু পকেট হইতে সিগারেট কেশ বাহির করিয়া
খুলিয়া দেখিলেন সিগারেট নাই

আমার সিগারেটের টিনটা কি তোমার য়্যাটাচিতে আছে?

নীহার। হ্যাঁ।

রঙ্গলাল। চাবিটা দাও তো নিয়ে আসি আমি। (বরদার দিকে ফিরিয়া) আপনি গান শুনুন ততক্ষণ—আমি সিগারেট নিয়ে আসি। (চলিয়া গেলেন)

নীহার গান ধরিল—"গানের স্থরের আসনখানি"। গান শেষ
হইয়া গেল, তবু রঙ্গলালবাবু ফিরিলেন না।

বরদা। (অভিভূত) সত্যি আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। (একটু ইতস্তত করিয়া) আপনি, মানে রঙ্গলালবাবুর সঙ্গে আপনার—

নীহার। না, সম্পর্ক কিছু নেই।

বরদা। আপনি তা হ'লে—

নীহার। (সলজ্জে) আমাকে 'আপনি' বলে লজ্জা দেবেন না—

বরদা। (গলা খাঁকারি) ও হ্যাঁ—আচ্ছা—

নীহার। আর একটা গান শুনবেন ?

বরদা। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই ! (সহসা) জগমোহন গেল ত গেলই !

নীহার গান ধরিল—'ঘুম ঘোরে এলে মনোহর।' বরদা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নীহারের পানে চাহিয়া রহিলেন

নীহার। (সলজ্জ কণ্ঠে) অমন ক'রে দেখছেন কি !

বরদা। তোমাকে। মনে পড়ছে প্রথম যৌবনে যে মেয়েটিকে পাগলের মত ভালবেসেছিলাম সেও ঠিক যেন তোমারি মত দেখতে ছিল। আজ যেন অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা হ'ল এই নির্জ্জনে। বড় ভাল লাগছে !

মুগ্ধ ভাব স্পষ্টতর হইয়া উঠিল

নীহার। (কুণ্ঠিত) আর একটা গান গাইব ?

বরদা। গাও।

নীহার ধরিল—'বাঁধ না তরীখানি আমারি নদীকূলে'। বরদা উন্মুখ-দৃষ্টিতে নীহারের মুখের পানে চহিয়া রহিলেন। গান চলিতে লাগিল। সহসা গানের মাঝখানেই বরদা বাধা দিলেন—

গান থাক—চল আমরা দু'জনে বেড়াই গিয়ে—

নীহার। কোথায় ?

বরদা। নদীর ধারে। পূবদিকে একটা চমৎকার বারান্দাও আছে, চল সেইখানে বসি গিয়ে। চল আর গান ভাল লাগছে না।

নীহার। (একটু ইতস্তত করিয়া) চলুন।

পাশের দরজাটা দিয়া উভয়ে চলিয়া গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জগমোহন ও রঙ্গলাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন। রঙ্গলালের মুখে সিগারেট

জগমোহন। বরদা আবার কোথা গেল ?

রঙ্গলাল। (জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন) ওই যে ! নীহারের

সঙ্গে পূবদিকের বারান্দায় বসে গল্প করছেন। বেশ জমে গেছেন মনে হচ্ছে।

জগমোহন। যতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকে ততই ভাল। আমি এখন কি করি বলুন তো?

রঙ্গলাল। নৌকো না আসবার কি কারণ হতে পারে?

জগমোহন। যে কারণটা আমার মনে হচ্ছে তা যদি হয়ে থাকে তা হ'লে তো ভয়ানক ব্যাপার।

রঙ্গলাল। কি?

জগমোহন। মাঝি ব্যাটাদের অগ্রিম ভাড়া দিয়ে এসেছিলাম, তারা তাই নিয়ে যদি তাড়ি খেয়ে থাকে, তা হ'লেই তো সর্ব্বনাশ। তা হ'লে আজ আর নৌকো আসবেই না। আর না যদি আসে তা হ'লে বরদা আমাকে আর আস্ত রাখবে না।

রঙ্গলাল। বেশ তো আমার নৌকোটা নিয়ে এগিয়ে দেখা যাক্। স্রোতের মুখে যেতে আর কতক্ষণ লাগবে।

জগমোহন। আপনারা তা হ'লে এখানেই বসবেন বলছেন?

রঙ্গলাল। চলুন না আমিও যাই। বেড়াতেই তো বেরিয়েছি। বরদাবাবু ততক্ষণ একটু অন্যমনস্ক থাকুন—

হাসিলেন। তাহার পর জগমোহনের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন

আরে না না মশাই, আমার ওসব কম্প্লেক্স্ নেই। কাঙালের মতো কোন জিনিস আঁকড়ে থাকা আমার স্বভাবই নয়। তা ছাড়া, নীহার সন্দেশ নয় যে বরদাবাবু টপ করে গালে ফেলে 'দেবেন। যদি দেনও (হাসিয়া) I dont mind! চলুন। অমন সন্দেশ ঢের দেখেছি।

জগমোহন। কিন্তু শিরোমণি মশায়?

রঙ্গলাল। হ্যাঁ শিরোমণি মশায় একটা প্রব্‌লেম্‌ বটে। এই যে শিরোমণি মশায় আসছেনও দেখছি—

শিরোমণি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র

শিরোমণি মশায়, কাপড় বদলে এলেন যে—

শিরোমণি। আমাদের ফিরতে দেরি আছে তো?

রঙ্গলাল। একটু দেরি আছে—

শিরোমণি। তাহলে আমি সন্ধ্যাহ্নিকটা সেরেই নিই এখানে।

রঙ্গলাল। বেশ তো, সন্ধ্যাহ্নিকের সরঞ্জাম তো আপনার সঙ্গেই আছে, নায় কুঁজোয় ক'রে গঙ্গাজল পর্য্যন্ত এনেছেন আপনি। আনতে বলব হীরুকে—?

শিরোমণি। আমি বলেছি—ওই যে এসেও পড়েছে।

হীরু প্রবেশ করিল। তাহার হাতে গঙ্গাজলের কুঁজো
কোশাকুশি, কুশাসন

রঙ্গলাল। চলুন জগমোহনবাবু, আমরা যাই তা হ'লে।

জগমোহন। চলুন।

উভয়ে চলিয়া গেলেন। হীরুও আসন প্রভৃতি পাতিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।
শিরোমণি মহাশয় আবৃত্তি করিতে করিতে সাড়ম্বরে আহ্নিক সুরু করিলেন।
খানিকক্ষণ পরে বরদা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পিছু পিছু
নীহার। বরদার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত—

নীহার। আপনি অমন ক'রে হঠাৎ উঠে এলেন যে?

বরদা। জগমোহনটা গেল কোথা! ভয়ানক খিদে পেয়েছে আমার—

জানালার কাছে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে

জগমোহন—জগমোহন—জগমোহন—জগা—

শিরোমণি মহাশয় প্রাণায়াম করিতেছিলেন। তাঁহার মুখ ভ্রূকুটি-
কুটিল হইয়া উঠিল। হীরু প্রবেশ করিল

হীরু। আজ্ঞে, ওনারা নৌকো ক'রে চ'লে গেলেন।

বরদা। (সবিস্ময়ে) নৌকো ক'রে চ'লে গেলেন! কোথা গেলেন!

হীরু। আপনার নৌকোটার খোঁজেই বেরিয়েছেন। আপনাকে আর দিদিমণিকে এইখানে অপিক্ষে করতে বলে গেলেন।

বরদা। অপিক্ষে করতে বলে গেলেন!

হীরু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চলিয়া গেল

বরদা। উঃ, এমন ফ্যাসাদে মানুষে পড়ে!

নীহার। চলুন, আমরা তা হ'লে একটু বসে গল্প করি ওই বারান্দায় গিয়ে।

বরদা। চল—

উভয়ে চলিয়া গেলেন। শিরোমণি মহাশয় আরও খানিকক্ষণ পরে সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। "প্রভুমীশমনীশমশেষগুণম্—" ইত্যাদি। খানিকক্ষণ পরে হীরু আসিয়া প্রবেশ করিল।

হীরু। ওই বাবুটি কোথা গেলেন?

শিরোমণি স্তোত্রপাঠ বন্ধ করিলেন।

শিরোমণি। (রাগতভাবে) কেন?

হীরু। ওনাদের লোকোটা ডুবে গেইচে, তলার পাটাতন একখানা নাকি আলগা ছিল, সেটা হঠাৎ খুলে গিয়ে ডুবে গেইচে লোকোটা। একটা মাঝি আইচে সাঁতরে—

শিরোমণি। একটু নির্ঝঞ্ঝাটে পূজো করবারও জো নেই। বাবু ওদিকের বারান্দায় আছে, বলগে যা—

হীরু চলিয়া গেল। শিরোমণি পুনরায় স্তোত্রপাঠে মন দিলেন।
খানিকক্ষণ স্তোত্রপাঠ চলিল। বরদা প্রবেশ করিলেন।
ওষ্ঠ দৃঢ়-নিবদ্ধ, নাসারন্ধ্র স্ফীত। পিছু পিছু নীহার

নীহার। অমন অস্থির হচ্ছেন কেন?

বরদা। আমার মাথা ঘুরছে—

নীহার। মাথা ঘুরছে? একটু বসুন না, বলেন তো (ইতস্তত করিয়া) একটু বাতাস ক'রে দি—

শিরোমণি সক্রোধে উঠিয়া পড়িলেন

শিরোমণি। ওরে হীরু, এসব জিনিসপত্তর নিয়ে আর একটা ঘরে চল্। কি পাপের ভোগেই পড়েছি আমি—

পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। হীরুও আসিয়া জিনিস-পত্র
লইয়া তাঁহার অনুগমন করিল

নীহার। বাতাস ক'রে দেব একটু?

বরদা। (রুক্ষকণ্ঠে) না—

নীহার। তাতে ক্ষতি কি! দিই না একটু—

বরদা। (অধিকতর রুক্ষকণ্ঠে) না! জগা রাস্কেলটা—

উঠিয়া পড়িলেন এবং অধিকতর উত্তেজিতভাবে পরিক্রমণ করিতে
লাগিলেন। তারপর সহসা দাঁত কড়মড় করিয়া

ওই মাঝি ব্যাটার হাড় ঠেঙিয়ে গুঁড়ো ক'রে দেব আমি। ব্যাটা, পাজি, হারামজাদা! (উচ্চৈঃস্বরে) হীরু, হীরু—

হীরুর প্রবেশ

হীরু। আজ্ঞে, কি বলছেন?

বরদা। (সক্রোধে) ডাক মাঝি ব্যাটাকে, জুতিয়ে ব্যাটার পিঠের চামড়া তুলে ফেলি। পাটাতন আলগা ছিল! ইয়াকি—

নীহার। না, না, গরীবমানুষকে আর মারধোর ক'রে কাজ নেই। হীরু, তুই যা।

হীরু চলিয়া গেল

বরদা। (অসংলগ্নভাবে) স্কাইণ্ড্রেল, রোগ্, রাসকেল, সোয়াইন্—

নীহার। (বরদার বাহুমূলে হাত দিয়া, সান্ত্বনয়ে) একটু স্থির হোন্—

বরদা ঝটকা মারিয়া নীহারের হাত সরাইয়া দিলেন

বরদা। (অপ্রত্যাশিতভাবে ধমক দিয়া) চুপ কর, ফাজিল কোথাকার।

নীহার। (অভিমান-ক্ষুণ্ণকণ্ঠে) এতে আর ফাজলামির কি দেখলেন!

বরদা কোন উত্তর দিলেন না। ব্যর্থ আক্রোশে পিঞ্জরাবদ্ধ
ব্যাঘ্রের ন্যায় পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।
নীহার মুখ টিপিয়া একটু হাসিল

নীহার। তা হ'লে ততক্ষণ একটা গান গাই, শুনুন—

বরদা উত্তর দিলেন না। একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন নীহার হার্মোনিয়মটি টানিয়া লইয়া বসিল এবং গান ধরিল। বরদা—পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন

আমার মনটি করিয়া চুরি
আমার প্রাণটি করিয়া চুরি
এই আসি বলে গিয়েছিলে চলে
এতদিনে এলে ফিরি, হে সখা,
এতদিনে এলে ফিরি।

বরদা। (অপ্রত্যাশিতভাবে থামিয়া ও চীৎকার করিয়া) গান থামাও!

নীহার কিন্তু গান থামাইল না, আর একটু মুচকি হাসিয়া গাহিয়া চলিল—

কত মরু গেছে কত সাগরে
কত সাগর শুকাল বারি
কত নদী গেছে পথ ভুলি, হে সখা,
সখা, গলে গেছে কত গি-ই-রি

বরদা। (দাঁতমুখ খিঁচাইয়া ক্ষিপ্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন) একশো বার বলছি, আমার খিদে পেয়েছে—খিদে পেয়েছে, ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে—গান-টান কিচ্ছু ভাল লাগছে না—চুপ কর তুমি—

নীহার তবু থামে না

তবে রে তোর গানের নিকুচি করেছে!

ক্রুদ্ধ বরদা কোণ হইতে একটা মুগুর তুলিয়া সবেগে সেটা হার্মোনিয়মের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। আর্ত্ত চীৎকার করিয়া নীহার সরিয়া দাঁড়াইল। হার্মোনিয়মের পাশ দিয়া গিয়া মুগুরটা গঙ্গাজলের কুঁজোটাকে স-শব্দে চুরমার করিয়া দিল।

যবনিকা

কবয়ঃ

পাত্র-পাত্রী

লেখক···লেখক এবং কবি

বৃন্দাবন রুজ···মোদক

নরসুন্দর···নাপিত

ভবেশ···মালী

ধ্রুবেশ গুড়···অতি-আধুনিক-মনা

(বৃন্দাবন রুজ হইতে ধ্রুবেশ গুড় পর্যন্ত — সকলেই নিরক্ষর)

অম্বিকেশ নন্দী···জম্বুদ্বীপের জমিদার

চন্দ্রমুখী···অম্বিকেশের কন্যা

ছয় জন দারোয়ান।

[নিজের ঘরটিতে লেখক বসিয়া আছেন। ঘরটির একটি বিশেষত্ব আছে, দেওয়াল দেখা যাইতেছে না, চারিদিক রঙীন পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। ঘরের পিছন দিকে পর্দ্দাগুলি বিভক্ত হইয়া দুইটি দ্বারে পরিণত হইয়াছে। অভিনয়কালে দেখা যাইবে দ্বারের বাহিরে নানারঙের আলো ফুটিয়া উঠিতেছে ও ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। লেখক ঘরের মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন। তাঁহার বয়স অল্প, দেখিতে সুশ্রী, পরিধানে সাদাসিদা পরিচ্ছদ, কারণ তিনি গরীব। ঘরে কয়েকটি মোড়া ছাড়া আসবাব নাই। একটি টেবিলে কাগজ কলম প্রভৃতি লিখিবার সরঞ্জাম দেখা যাইতেছে।]

লেখক [দর্শকবৃন্দকে]

নমস্কার বন্ধুগণ, আশা করি ভাল আছেন সকলে
আমাদের এ জম্বুদ্বীপে খারাপ থাকা শক্ত
জম্বুদ্বীপে কিছু না থাক আনন্দটি আছে সবার দখলে
একটুখানি সুযোগ পেলে হর্ষভরে হই মোরা উন্মত্ত।
হবেই এটা বলতে
স্ফূর্ত্তি সদাই জলছে মনে ঠোঁটের ফাঁকে, চোখের কোণে

তৈল-বিহীন হয় না কভু সলতে।
সবাই হেথায় ফুর্ত্তি করে হাসে নাচে ও খায় দায়
আজকে কিন্তু আমি মশাই পড়েছি এক বেকায়দায়;
টাকার ফেরে পড়ে গেছি—দশটি নগদ টঙ্কা
জাগছে চিতে শঙ্কা!
দশটি টাকার জন্যে হবে কাব্য বিপর্য্যস্ত
এ যে বিপদ মস্ত!
চক্ষু দিয়ে যদিও তারে করি নি কো দর্শন
কর্ণপথে প্রবেশ ক'রে করছে হৃদয়-কর্ষণ
নামের মোহে মন হয়েছে বন্দী
সুমিষ্ট নাম, অপূর্ব্ব নাম—চন্দ্রমুখী নন্দী।
কবিতাটা লিখেইছি তো—কিন্তু তার অর্থকেই
মহত্তর করতে হবে দশটি টাকা সহযোগে
বাপের তার সর্ত্ত এই!
আমার সম্বল একটি টাকা—

দেখাইলেন

ভরসা একটি আশার 'পর
জম্বুদ্বীপে বক্তা সবাই অধিকাংশই নিরক্ষর।
কালি কলম কাগজ ঘাঁটা—হেথায় কারো সে শখ নেই
স্বভাবকবি অনেক আছেন আমি ভিন্ন লেখক নেই।
চন্দ্রমুখীর পাণিপ্রার্থী হন যদি কেউ তাঁরে
আসতে হবে এই লেখকের দ্বারে।
কন্যাসহ নন্দী মশাই সন্ধ্যা বেলা এসে
এই খানেতেই কাব্যবিচার শেষে
শ্রেষ্ঠ কবি-করে

কন্যাটিরে দেবেন সমাদরে,
অবশ্য সে যদি পারে দিতে
দশটি টাকাও সুপ্রসন্ন চিতে !
সকাল থেকে বসে বসে লিখেছি তো কাব্য
কিন্তু হায় রে—দশটি টাকা—যাক গে কত ভাবব
যা হবার তা হবেই হবে—থাকে যদি ভাগ্যে
ভাবব না আর যাক গে—

বাহিরে জল-তরঙ্গের বাজনার মতো ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই বৃন্দাবন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। লেখক সাড়ম্বরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন—

এস এস বৃন্দাবন আগে যদি জানতাম
তোমার মতো মহৎ লোকের মিলবে আজি দরশন
কারো কাছে চেয়ে-চিন্তে কার্পেট একটা আনতাম
তার ওপরে বিছিয়ে দিতাম কুন্দ কলি অগণন !
এমন সময় আস না তো—হচ্ছে কেমন সন্দ'
সকাল সকাল আজকে কেন দোকান করলে বন্ধ।

বৃন্দাবন। লেখনী-সম্রাট ওহে, জ্ঞান-তুঙ্গ শির,
জিলাপি বেচিতেছিনু বসিয়া দোকানে
ট্যাটরার বাদ্যভাণ্ড গুরু ও গম্ভীর
আকুল করিয়া দিল অন্তরে ও কানে !
অম্বিকেশ নন্দী নাকি করিছে প্রচার
কন্যার বিবাহ তার দিবে এইবার ?

লেখক। তাহাই তো বলিতেছে সবে

বৃন্দাবন। চন্দ্রমুখী-বিষয়েতে কবিতা রচিতে নাকি হবে ?
সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হবে যার
চন্দ্রমুখী তার ?

লেখক। তারই বটে—কিন্তু ভাই শুধু পদ্য নয়,
আরও সর্ত্ত আছে গদ্যময়।

বৃন্দাবন। কিবা কহ কহ,
আমি অহরহ
কবিতা লিখিব বসি'—
চন্দ্রমুখী-মুখ-শশী
চটচটে ভাব-লেই দিয়া
রাখিব সাঁটিয়া
শূন্য মম হৃদয়-আকাশে,
দোকান রহিবে বন্ধ, কিবা যায় আসে।
কহ, কোন সর্ত্ত আছে আর ?

লেখক। সম্পূর্ণ কবিতা চাই পূর্ব্বেই সন্ধ্যার।

বৃন্দাবন। প্রচুর সময়, এক ঘণ্টা আছে হাতে,
মহাকাব্য হয়ে যাবে তাতে !
ভাব-রস উথলিছে বুকে
চারি ছত্র কবিতা তো এখনি রচিব মুখে মুখে।
নাই মনে ? সে বৎসর রায়েদের বাড়ি
সরবরাহ করেছিনু মাল এক গাড়ি
মাত্র একটি ঘণ্টার নোটিসে ?
একই ব্যক্তি আমিই বটি সে !
আশা করি আর কোন নাহিক ঝঞ্ঝাট ?

লেখক। আছে ভায়া, আছে আরও গাঁট !
কবিতাতে মিল থাকা চাই চন্দ্রমুখীর সঙ্গে
মণি যেমন গাঁথা থাকে কাঞ্চনেরই অঙ্গে !

বৃন্দাবন। অথবা সন্দেশ যথা সুন্দর ছাঁচেতে !
অন্তরে ফুটিছে রস কল্পনা-আঁচেতে···

লেখক। কাগজেতে ঢালতে হবে আঁচের থেকে নাবিয়ে
মুক্তোর মত অক্ষরেতে লিখতে হবে বাগিয়ে !

বৃন্দাবন। দমাইয়া দিলে যে তাহলে
লেখনী চলে না হাতে মোর—
তাড়ুটাই চলে !

লেখক। আমি তব ভৃত্য আছি ঠিক—

বৃন্দাবন। পারিশ্রমিক ?

লেখক। একটি টাকা। মুক্তোর মতো অক্ষরে
এমন ধারা লিখে দেব চন্দ্র-মুখী-বক্ষরে
কাঁপিয়ে দেবে দুরু দুরু—

বৃন্দাবন তৎক্ষণাৎ লেখককে একটি টাকা দিলেন

বৃন্দাবন। বেশ, তাহলে করি শুরু ?
থাম, দাঁড়াও কোন দিক দিয়ে ভাবি—
যদি বলি চন্দ্রমুখী তুমি মম হৃদ-প্যাটরার চাবি
কিম্বা যদি বলি চন্দ্র তুমি আমার জগৎ

লেখক। লেখার সঙ্গে দশটি টাকাও দিতে হবে নগদ

বৃন্দাবন। দিব দিব তা-ও দিব নহি পিছপাও
কবিতাটা ভাবি আগে কেন বাধা দাও।
তুমি রস আমি গোল্লা তুমি পুর আমি যে কচুরি
তুমি চিনি আমি বস্তা, মনে আসে উপমা প্রচুরই—
তুমি···না না না···ওদিকেতে যাই—
সম্মুখে থাকিলে কেহ জুৎ নাহি পাই।

বৃন্দাবন ভাবগ্রস্ত হইয়া কবিতা ভাবিতে ভাবিতে একটু দূরে সরিয়া গেলেন এবং একটি মোড়া টানিয়া বসিলেন। বাহিরে আবার জল-তরঙ্গ বাজিল।

লেখক। ঘণ্টা বাজায় কে

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর

ফুল-বাগানের মালী আমি ভবেশ

লেখক। আসুন আসুন করুন প্রবেশ

দরজা দিয়া ভবেশ প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন ইহা দেখিতে পাইলেন না। ভবেশ দেখিতে সুশ্রী নয়। দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটা, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরা, তলায় গোলাপী গেঞ্জি। দুই কানে ফুল গোঁজা, হাতে ফুলের মালা জড়ান। মাথায় টেরি, এত তেল মাখিয়াছেন যে গড়াইয়া পড়িতেছে।

লেখক। ফুলের বনে বসতি যাঁর সৌরভে নিশ্বাস
তিনি আজি দীনের দ্বারে! হচ্ছে না বিশ্বাস!

ভবেশ। সাধে কি এসেছি, জ্বালায় জ্বলছি
মাইরি বলছি!
কোণে ও কে? অসুস্থ কি? রয়েছে চোখ বুজে!

লেখক। চেনেন না কি শ্রীবৃন্দাবন রুজে?
সুবিখ্যাত রস-স্রষ্টা, চৌমাথাতে মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
তার পাশেই মুদির দোকান দেখেন নি কি তাঁর?

ভবেশ। বৃন্দাবন? না, চিনি না। দুলছে কেন অমন ধারা!

লেখক। ছন্দ-দোলায় দিশাহারা,
এসেছেন মোর কাছে ছেড়ে নিজ গৃহে

ভবেশ। বল কি হে!
কবি-আত্মা ময়রা-বক্ষে
দেখতে হ'ল তাও চক্ষে!

বৃন্দাবন। গোলমাল করিও না, কেটে যায় সুর,
আরে কে ও ভবেশ চতুর !
ভুলি নি তোমার নাম বাকি রাখিয়াছ দাম
বহুপূর্ব্বে নিয়েছিলে কিছু মতিচুর।

পুনরায় ভাবগ্রস্ত হইলেন

"তুমি মতি আমি চুর—এ চিবুকে তুমি নুর—"

ভবেশ। মৎলব আছে বাবা
বেরাল বসে শুঁকছে গোলাপ উঁচু ক'রে থাবা !
শোন লেখক পষ্ট বলি খুলে
তোমার কাছে আসি নি পথ ভুলে
নন্দীকন্যা চন্দ্রমুখীর ঝাঁঝে
প্রাণের খাঁজে খাঁজে—
মানে—

লেখক। অধম সবই জানে।
যা বলেন—রাজি আছি করিবারে তাও

ভবেশ। ভাও বাৎলাও
আমার কবিতা লিখে দাও যদি
ক-টাকা চাও ?

লেখক। দু-টাকা

ভবেশ। দুই নয় ভাই, একটি,—লক্ষ্মী,
ফাঁসাইতে যদি পারি ও পক্ষী
এক মুঠো টাকা দেব ইনাম্—

লেখক। রাজি হলাম।

ভবেশ টাকা দিলেন

বৃন্দাবন। [বুক চাপড়াইয়া] হায় কি মুস্কিল
চন্দ্রমুখীর সাথে জোটে না যে মনোমত মিল !

ভবেশ। কসিটাকে কর কিছু ঢিল
হয়ত মিলিবে অকস্মাৎ।

লেখক। [অর্দ্ধ-স্বগত] তিন হ'ল—বাকি এখন সাত।

ভবেশ। এই মূর্ত্তি সামনে রেখে কাব্য করা শক্ত হবে ভাই
একটুখানি একলা হ'তে চাই।

লেখক। বেশ তো, কোথায় বসতে চান

ভবেশ। খুশি হ'ত প্রাণ
পেতাম যদি নিরিবিলি, একটু আলো ঝিলিমিলি
কাছেপিঠে থাকত আতরদান,
গদি-আঁটা নরম সোফা থাকলে হ'ত আরও তোফা
বুঝছই তো চরম কাব্য ভাবব তাতে বসে
শেষতক্ সব ভেস্তে না যায় বসতে পারার দোষে !
তোমার দেখছি কাঠ-খোট্টা ব্যাপার—

লেখক। এই মোড়াটায় বসুন না হয় পেতে দিচ্ছি র‍্যাপার—

ভবেশ। বেশ তাই হোক, কিন্তু লেখক আর কেউ যদি আসে
গোলমাল যেন না করে আমার পাশে।
একটি বেফাঁস বাক্য কিম্বা মূর্ত্তি বেয়াড়া রকম
একটি হপ্তা করে ফেলে মোরে জখম।
কাব্যই নয় হয়ে যাবে মোর স্বাস্থ্য-নাশ

লেখক। সর্ব্বনাশ !

লেখক মোড়ায় র‍্যাপার পাতিয়া দিতে ভবেশ তদুপরি বসিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সজোরে আবার বাহিরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

ভবেশ। এবার আমি করছি শুরু হুঁশিয়ার—

লেখক। [অর্দ্ধ-স্বগত]

আর এক জন, চমৎকার !

হুড়মুড় করিয়া নরসুন্দরের প্রবেশ, হাতে প্রকাণ্ড একটা কাঁচি। লোকটি বেঁটে মোটা। বাঁ হাতে একটি চিরুনিও রহিয়াছে। নরসুন্দর খুবই উত্তেজিত।

নরসুন্দর। লেখক—লেখক

শুনেছ ?

নন্দী—চন্দ্রমুখী !

ঢ্যাঁটরা শোনা মাত্রই

আমি বেরিয়ে এলাম ছুটে !

খাঁচা ছাড়া পাখীর মতো

ধনুক-ছোঁড়া তীরের মত—

পারলাম না থাকতে

শহর—সমস্ত শহর উত্তেজিত—

চন্দ্রমুখী—চন্দ্রমুখী—

রাজরাণী হবার যোগ্যতা তার

প্রতি আঙুলে একটা ক'রে আংটি

প্রতি আংটিতে দামী পাথর

ইয়া বড় বড়

কানে হীরের দুল

দুল নয় যেন মোচা—

লেখক। কাঁচি সামলাও—চোখে দিও না খোঁচা

নরসুন্দর। সামলাতে পাচ্ছি না

নিজেকে সামলাতে পাচ্ছি না আমি,

ইচ্ছে করছে নাচি !

লেখক,

লেখ, লেখ—
আমার কবিতাটা লিখে দাও আমাকে !
গদ্য কবিতায় অভ্যস্ত আমি
কিন্তু মিল মেলাবই !
চন্দ্রমুখীকে পাই যদি
ওঃ যদি পাই
আর
চুল কাটতে হবে না
দাড়ি ছাঁটতে হবে না
বনে' যাব—
তরে' যাব—
কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ
আমার বুকের কথা
টুকে দাও তুমি !

নেপথ্যে ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর

বেরিয়ে আয় ব্যাটা
ধূসর পেঙ্গুইন
রেলটুনটুনি
চুপ
নিঝ্ঝুম
আধখানা—

নরসুন্দর। [বিব্রত]
ঐ যাঃ—ছি ছি !
অতি আধুনিক কবি ধ্রুবেশ গুড়ের
ছাঁটছিলাম দাড়ি !

অর্দ্ধেকটা ছেঁটেছিলাম

এমন সময় শুনলাম ঢ্যাটরা

ছুটে এলাম আত্মহারা হয়ে

ডাক দিলে আমায় অনাগত

ক্রুদ্ধ ধ্রুবেশ গুড়ের প্রবেশ। খুব রোগাগোছর লোক, দাড়ির এক দিক ঠিক আছে, অন্য দিকে খাবছা খাবছা করিয়া ছাঁটা। গলায় একটা রঙীন তোয়ালে বাঁধা।

লেখক। গুড় মহাশয়, স্বাগত

গুড়। অরুন্ধতীর সরু জ্যোতি

ঠোঁটে—হুঁ!

মুচকি?

চার পাশ ঘিরে চতুর চিকনিক

কেন?

লেখক। হাসছি কেন? অনেক দিনের অদর্শনের পরে

দেখা পেয়ে বুক উঠেছে ভরে!

গুড় মহাশয় নরসুন্দরকে দেখিয়া বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন।

গুড়। ওই যে—শ্রাদ্ধ—লোপাট—

চালাকি—!

হাস্যাস্পদ

সূর্য্য-প্রাখর্য্য, তপ্ত পথ, ছুটছি···

আধ-ছাঁটা দাড়ি—

বাষ্পীয় সম্ভ্রম!

লেখক। ধ্রুবেশবাবু, একটু ধরুন দম।

নর-সুন্দর নাপিত হ'লেও মনে মনে মস্ত কবি উনি

অন্তরেতে অহরহ জলে কাব্য-ধুনী।

প্রিয়া-মিলন লাগি—

গুড়। মিলন !

নাকের সঙ্গে ঘুসির
পিঠের সঙ্গে জুতোর
থুড়ি থুড়ি
উনবিংশ শতাব্দীর উপমা ওগুলো—
থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে টেলিভিশন মেড়ে
বিলিতী ছ-পেনি মাসিক পত্রের
যে কোন ছোঁড়া লেখকের চোখে
পরিয়ে দিন অঞ্জন,
তারই আবছায়া সৌন্দর্য্যের সঙ্গে
আলশেশিয়ান কুকুরের ল্যাজনাড়ার স্থর

ভবেশ। ওহে লেখক, পাগলটাকে দাও না করে দূর !

বৃন্দাবন। ঐ যা, ফের কাটল স্থর !

নরস্থন্দর। সবিনয়ে বলছি
আর একদিন
সত্যি বলছি আর একদিন
দেব
হ্যাঁ দেব
বাকি দাড়িটা নিশ্চয়ই ছেঁটে দেব আপনার।
আজ কিন্তু রেহাই দিন
দোহাই !

মোড়া টানিয়া বসিলেন।

লেখক। ধ্রুবেশবাবু, আপনিও তো মস্ত কবি শুনি
ছড়িয়ে বেড়ান পান্না-চুনী
বেণাবনে, আড়ালে আব-ডালে !

উচ্চাঙ্গের চতুষ্পদী ছাড়ুন না এই তালে
দাবড়ে বেড়াক চন্দ্রমুখীর বুকে—

গুড়। ময়নামতীর চরে জাগে সুখে
শ্যাওলার স্বপ্ন
শাকুনিক আকুতি!
ধূসর-পিঙ্গল মিনমিনে পায়রা সব
খরচ
ভয়ানক খরচ
গুহা···
অক্ষি-কোটর

লেখক। চন্দ্রমুখী ধনীর মেয়ে নিজের আছে মোটর
টো-টো ক'রে বেড়ান যদি রেস্ত পাবেন টো-টোর!

গুড়। তাই কি?
কটা-চুলে জড়ানো ভায়োলেট পাপড়ি?
ঘা-খাওয়া এরোপ্লেনের পুচ্ছোৎক্ষিপ্ত ধোঁয়া?
সত্যি!
নীলাভ সবুজাভা!
হাঁ হাঁ
মনে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি যেন
নিবু নিবু জোনাকী-উৎসবে
নিঃশব্দ পদধ্বনি
ক্লিওপেট্রার!
আসছে···ভাব আসছে···
চিনে মাটির টবে

লেখক। ভাবলে শুধু চলবে না কো লিখতে হবে !
নন্দী নিজে দেখবে এসে কন্যা সহ—

গুড়। কি দুঃসহ !
লিখতে ?
স্বপ্নের ফোটোগ্রাফ !

লেখক। করেন যদি মাফ
স্বপ্নটিকে বাঁধতে পারি দিয়ে আখর বাঁধ
একটি টাকা পেলে পরেই পাতব লেখার ফাঁদ !

গুড়। এক টাকা !
অত্যন্ত দেশী !
শিলিং
ফ্রাঁ—

লেখক। টাকা নইলে পারব না !

গুড়। (দন্তে দন্ত ঘষিয়া)
স্বপ্নকে মূর্ত্তি দেবে।
শাদা কাগজে তুলবে
কালি-আবর্ত্ত !

লেখক। কি করব, নন্দীর ওই সর্ত্ত—

গুড়। তবে নাও—টাকাটাই বড় নয়—উঃ মর্ত্ত্য !

টাকা দিলেন

পাষণ্ড—
অ্যামেথিষ্ট্
কপিশ !

লেখক। [হাসিয়া]

একটি কথা রাখলে মনে হালকা হবে বিষ
চন্দ্রমুখীর ঠোঁটটি রাঙা চোখটি কালো মিশ !

গুড় মহাশয় মোড়া টানিয়া বসিলেন ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ভবেশ। কচকচানি থামল বাবাঃ—বাঁচা গেল
রে মনুয়া, মিলটি এবার মিলিয়ে ফেল !
চন্দ্রমুখী, খুকি, শুঁকি, ঝুকি, ধুকপুকি
উঁহু হচ্ছে না ঠিক—ঢুকি, রুখি,—উহুঁ—

নরসুন্দর। মুহুর্মুহু
আসছে আর পালাচ্ছে !
গদ্য কবিতার ধাত,
কিলবিলিয়ে মিল আসে না,
আসে আর পালায়
এসেছে—পেয়েছি—এই—
চন্দ্রমুখী
ছন্দ ঠুকি—

গুড়। কৃকলাস উৎসুকই···

বৃন্দাবন। হে বন্ধু, নীরব থাকা যদি অসম্ভব
দূরে গিয়ে কর কলরব

ভবেশ। ক্যাঁক্ করে ধরেছি এবার চাঁদ
ঘুঘু দেখেছ দেখ নি তো ফাঁদ !
"অয়ি চন্দ্রমুখী
ফুলবনে আমি বাঁশী ফুঁকি—"

বৃন্দাবন। চন্দ্রমুখী হোয়ো না নির্ম্মম
হৃদয়-বাঁশী মম—
ভবেশ। কি বললে, বাঁশী! খবরদার আর বলবে না
পুকুর চুরি ডুকুর বেলায় চলবে না!
গুড়! কৃকলাস উৎসুকই
বাঁশী বাজে—
ভবেশ। ফের বাঁশী! খবরদার
মানা করছি বারম্বার
বাঁশী আমার, বাঁশী আমার, বাঁশী আমার!
বাঁশী ছাড়া নিতে পার অন্য কিছু যা খুশি—
লেখক। কল্পনা-আঁকুসি
কখন কি যে পেড়ে আনে ভাব-শাখা হ'তে
ভবেশ। কিন্তু ভাই সহিব না আমি কোন মতে
যদি তাহা ক্রমাগত খালি বাঁশী পাড়ে!
ধরি ঘাড়ে—
লেখক। আপনারা সব কবি প্রেমিক
পাড়ি জমান পাথারে
আপনাদের কি হওয়া সাজে
বাবলা-বনের ছাতারে!
ঝগড়া থামান—
মারতে মশা বুদ্ধিমানের পাততে কি হয় কামান!
নরসুন্দর। [হঠাৎ উত্তেজিত]
লেখক, লেখক
হয়েছে
মিল করেছি

মনের ধূপদানীতে
ধোঁয়াচ্ছে ভাবের ধূপ—

ভবেশ। আরে চুপ—
বাঁশীর ব্যাপার মিটুক আগে।

নরসুন্দর। মিল যে ভাগে!
চট ক'রে, লেখক—
লিখে নাও আমারটা—!
আমি গন্ধ-সুখী
তবু চন্দ্র-মুখী
আমি ছন্দ ঠুকি
বাঁশী মন্দ্র—

ভবেশ। তুমিও বাঁশী, রামচন্দ্র!
কিন্তু নয় হাসি—
ছাড়তে হবে বাঁশী।

নরসুন্দর। চিরকাল ধরে বাঁশী বাজে কবিতায়
বাঁশী চিরন্তন

ভবেশ। [মুখভঙ্গী করিয়া]
আজ কিন্তু আমি আগে বাজিয়েছি ধন!

বৃন্দাবন। আমি বৃন্দাবন
মোর বাঁশী আরও সনাতন!

গুড়। মিথ্যুক
করমচা-খোর কোকিল!
সাইরেন—
কষ্ট।

লেখক। একটি কথা বলছি কিন্তু পষ্ট
হু হু করে সমাজ হচ্ছে নষ্ট।
নরসুন্দর। ঠিক বলেছেন!
কুছ্ পরোয়া নেই
ভাগাভাগি করি আসুন
থাক্
সবার কবিতাতেই বাঁশী থাক
রাজি আছি আমি—
ভবেশ। আমি রাজী নই—ইয়াকি
ইজ্জত নেই প্রিয়ার কি!
বাঁশী মোর প্রিয়া তার কাছে
আমি একক—
নরসুন্দর। ভাই লেখক
তুমিই তাহলে
মীমাংসা কর।
তোমার নিজের কোন স্বার্থ নেই
নেই কোন ব্যক্তিগত দ্বেষ
বৃন্দাবন। ইহাতে নাহিক মোর আপত্তির লেশ!
ভবেশ। [অনিচ্ছা সহকারে]
ছাড়বেন না যখন—বেশ!
লেখক। বাঁশী যদি বাজান সবাই বেশ তো
কালের এবং স্থানের মতো সুরেরও নেই শেষ তো!
বাজবে ওতে বেহাগ টোড়ি বাজবে ওতে মূলতান
চন্দ্রমুখীর গলবে পরাণ না হয় যদি ভুল তান।
কিন্তু যদি আমার কথায় রাখেন মশাই আস্থা

বাঁশী ছাড়ুন! পচে গেছে, ধরুন অন্য রাস্তা
বৃন্দাবনে বাজত বাঁশী সিনেমাতেও বাজছে
রেফারি আর গার্ড সাহেবে সবাই বাঁশী সাধছে
বাঁশী ছাড়ুন,—বাঁশী ছাড়াও আছে অনেক যন্ত্র

ভবেশ। ঝাড়লে দেখছি অন্য রকম মন্ত্র!

নরসুন্দর। ঠিক হ'ল তাহ'লে
বাঁশী-বর্জ্জন?
বেশ
আমার আপত্তি নাই!

সকলেই আবার স্ব-স্ব স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং বাঁশী-বর্জ্জিত ভাব ভাবিতে লাগিলেন।

লেখক। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—আরও পাঁচটি চাই
সেই, পাঁচটি কি উপায়ে কোথাথেকে পাই!
অদেখা মোর সাকী
পাঁচটি টাকার জন্যে শেষে ফসকে যাবে নাকি!
কবিতাটি লিখেছি যা—নিজের মুখে উচিত নয় ক বলা—
এক্কেবারে মর্ম্ম-গলা!
কিন্তু হায় রে পাঁচটি টাকা, পাঁচটি রজত খণ্ড—
তার অভাবেই সবটা হবে পণ্ড!
চুরি করার সময়ও নেই—যা হবার তা হবে—
না পাই যদি তবে
স্বপ্ন দেখেই কাটবে জীবন—জন্মেছি এই বঙ্গে—
কাব্য করেই কাটিয়ে দেব স্বপ্ন-সাকীর সঙ্গে!

নরসুন্দর। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া]
বাস্—হয়ে গেছে

বেঁধেছি
লেখক, লেখ শীগ্‌গির—
গদ্য-কবিতা-ম্যাড়া
ঢু মারছে মনে
মিলগুলো দেবে এখনি তছনচ ক'রে
লিখে নাও—শীগ্‌গিরি—

লেখক। এই যে ভাই—হাজির

লেখক কাগজ কলম বাগাইয়া বসিলেন

নরসুন্দর। "ওগো চন্দ্রমুখী
আমার কল্পনা-স্বর্গে কেন দিলে উঁকি—"
স্বর্গের চেয়ে কুঞ্জই ভাল বোধ হয়
লেখ
"আমার কল্পনা-কুঞ্জে কেন দিলে উঁকি
ভুল ভুটি কত চমৎকার—"

বৃন্দাবন। হয়েছে আমার
লেখ লেখ হে লেখক—দেরি নহে আর।
"নহ সূর্য্য—নহ তারা—"

নরসুন্দর। "আমি আত্মহারা—"

লেখক। দু-হাত আমার চলে না ভাই, একসঙ্গে এমন ধারা—

গুড়। [হঠাৎ ছুটিয়া আসিলেন]
"জ্যামাইকা দ্বীপের বন্দরে আছে যত শামুকী—
নিকোলাসের পিতৃষ্বসার রিপ্রেশন্ উঠুক—"

ভবেশ। এবার তবে আমারও ফুল ফুটুক—
লেখ দেখি আমারটা
সবাই দেখি মস্ত কবি—কামার, কুমোর, চামারটা !

চোর ব্যাটারা, ভেবেছিল বাঁশীটাকে ভেস্তে
চন্দ্রমুখীর কাছে আমায় দেবে না আর ঘেঁষতে !
কিন্তু বাবা ফুলবাগানে যার—

নরসুন্দর। "দুল দুটি কত চমৎকার—"

ভবেশ। "ফুল ফোটান যায় না সখি করে কেবল বুজরুকি—"

বৃন্দাবন। "নহ সূর্য্য, নহ তারা, নহ পুষ্প, ওগো চন্দ্রমুখী।"

নরসুন্দর। "আমি আত্মহারা হয়ে খালি ছন্দ ঠুকি !"

লেখক। আমি একসঙ্গে কি ক'রে টুকি !
একে একে হৃদয়গুলি মেলুন
সামলাতে কি পারি মশাই একসঙ্গে
চার চারটে বেলুন !
নরসুন্দর বলুন আগে—ওঁরই প্রথম দাবি
উনিই প্রথম খুলেছিলেন ভাবের ঘরের চাবি।

লেখক আবার লিখিবার জন্য কলম তুলিয়া লইলেন

নরসুন্দর। "ওগো চন্দ্রমুখী
আমার কল্পনা-কুঞ্জে কেন দিলে উঁকি !
দুল দুটি কত চমৎকার
আমি আত্মহারা হয়ে খালি ছন্দ ঠুকি !"

লেখক। [মুগ্ধভাবে]
একে বলে কারুকার্য্য চারু—!

ভবেশ। হরিজন-হস্তে যেন ঝাড়ু—!

নরসুন্দর। বাগান সাফ করতে হয়
ঝাড়ুর কথা মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক !

ভবেশ। মুখ সামলে—বেল্লিক—

লেখক। শান্তি, শান্তি,—ঝগড়াঝাঁটি ভোল
বৃন্দাবন তুমি এবার ঢাক্‌নাখানি তোল।
বৃন্দাবন। নহ সূর্য্য, নহ তারা, নহ পুষ্প, তুমি চন্দ্রমুখী,
তবুও তোমারে বন্দি' ছন্দ হয় সুখী
অন্তরে আবেগ জাগে, কণ্ঠে জাগে সুর
বক্ষে জাগে হর্ষ অহেতুকী।
লেখক। আহা, যেন তরমুজ!
ভবেশ। বন্ধুভাবে বলছি শোন বৃন্দাবন রুদ্র
সত্যি যদি চন্দ্রমুখীর হৃদয় দখল করতে চাও
অবিলম্বে শেষ কথাটি বদলে দাও—
চলবে না ও কোনক্রমে—
লেখক। বেশ হয়েছে, যাচ্ছ কেন দমে' !
আপনি আসুন গুড়মশায়, 'করুন মোদের সুখী।
গুড়। জ্যামাইকা দ্বীপের বন্দরে আছে যত শামুকী
নিকোলাসের পিতৃষসার রিপ্রেশন্ উঠুক কিম্বা নামুকই
ভলভিউলাস, ফোটোমিটার, নীট্‌শের যত ফক্কুড়ি
সব তুচ্ছ তোমার কাছে চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখী।
লেখক। আমার বিশ্বাস এই লেখাটির কৃষ্টি
চন্দ্রমুখীর ধূসর মনে করবে সুধা-বৃষ্টি।
ভবেশ। আমি কিন্তু গুড়মশাই
একটি কথা বলতে চাই!
দু-বার চন্দ্রমুখী কেন ?
ডাক হবে একটি ডাক—
তাতে যদি সাড়া না দেয়—চুলোয় যাক!

গুড় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন মাত্র, কিছু বলিলেন না।

লেখক। বড্ড কড়া সমালোচক আপনি মশাই

ভবেশ। ফুল নিয়ে দিবারাত্রি করতে হয় যে মাজা-ঘষাই !

ফুলের একটি তোড়া বাঁধা

এটা ছাঁটো, ওটা কাটো দস্তুর মতো ইয়ে দাদা

লোকে ভাবে শক্ত কি আর

লেখক। আপনারটা বলুন এবার

ভবেশ। আমারটা ? মানে, বেশ লিখুন

হয় নি কিন্তু তত নিপুণ !

মাজা-ঘষা করবারও নেই সময় আর

ভাবটি কিন্তু চমৎকার

"ফুল ফোটান যায় না সখি ক'রে কেবল বুজরুকি

ঘটি ঘটি জল ঢাললেই হয় না কভু ফুল সুখী

সময় মত হিসেব মত ঝাঁঝরি দিয়ে ঢালতে হয়

আশা করি মনের কথা বুঝছ তুমি চন্দ্রমুখী"

বৃন্দাবন। বৃক্ষে কভু নাহি ফলে মূর্খ !

নরসুন্দর। সত্যি কি সূক্ষ্ম !

যেন ছুঁচ

মর্ম্ম করে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় !

গুড়। ছায়াপথের মোড় ঃ

নীলপরী ম্যাঙ্গোস্টিন খায়

বন্দী নয়

মুক্ত—

লেখক। ঠিক যেন সুকতো

ভারী তৃপ্তি দিলে—

সকলের কবিতাগুলি লেখা হইয়া গেল। লেখক সেগুলি গুছাইয়া রাখিয়া দিলেন।

নরসুন্দর। সবাই মিলে
জটলা ক'রে লাভ কি
নন্দী মশায় এলে
তার পর সব আসা যাবে।
তিনি কত দূর
তাই বরং দেখা যাক, চল।
কি বল লেখক

লেখক। বেশ তাই হোক—

লেখক ব্যতীত সকলের প্রস্থান

লেখক। নামছে আঁধার ডাইনে বামে নিবছে আলো
জ্বালব না দীপ আঁধার আমার লাগছে ভালো।
জোনাক জ্বলে আঁধার ভরি
চিকমিকিয়ে রূপোর জরি
চুমকি-দেওয়া নীলাম্বরী
অঙ্গেতে আজ কে জড়ালো
কি সুন্দরী ওই মেয়েটি কাজল-কালো!
কপালটিতে ছোট্ট ক'রে টিপটি আঁকা—
কিন্তু হায় রে পাঁচটি টাকা, পাঁচটি টাকা
পাঁচটি টাকা!

বাম দিকের পর্দাটি সন্তর্পণে সরাইয়া প্রথমে বৃন্দাবনের মুণ্ড পরে সশরীরে বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন এবং পা টিপিয়া আগাইয়া আসিলেন।

বৃন্দাবন। হে লেখক, আসিলাম আর এক বার

লেখক। কেন, কি ব্যাপার,

বৃন্দাবন। শোন ভাই
চন্দ্রমুখীকে আমি চাই।
সংশয় জাগিছে চিতে
ভবেশ কবিতাটিতে
সহজ ভাষায়
কহিয়াছে যাহা হায়
যদিও তাহাতে নাই উচ্চতর ভাব
তবু কিন্তু তাহার প্রভাব
সহজ বলিয়া
চন্দ্রমুখী-হৃদয়েরে দিবে উতলিয়া!
একে নারী, ধনীর দুলালী
কটমট কবিতারে হয়তো ভাবিবে গালাগালি।
তুমি কিন্তু পার ভাই বাঁচাইতে মোরে
ভবেশের কবিতাটি দাও পঙ্গু ক'রে
কলম তোমার হাতে,—আমারে বাঁচাও—

লেখক। পারি,—যদি এক টাকা দাও

বৃন্দাবন। এক্ষুনি, নাও—

লেখক। ঠিক হয়ে যাবে, দাঁড়িও না যাও—

বৃন্দাবন সন্তর্পণে প্রস্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকের পর্দা সরাইয়া নরসুন্দর মুণ্ড বাড়াইলেন এবং চোরের মতো প্রবেশ করিলেন।

নরসুন্দর। আর কেউ আছে নাকি, লেখক

লেখক। না, আপাতত একক।
কি চাই

নরসুন্দর। শোন ভাই—
কবিতা আমার সুবিধে হয় নি!

মিল দিতে গিয়ে

ভারি পষ্ট হয়ে গেছে কবিতাটা

লেখক। ভালই তো, স্বচ্ছতা থাকাটা—

নরসুন্দর। আগে নাও, ধর টাকাটা

এক টাকা দিলেন

লেখক। কি রকম হ'ল এটা

নরসুন্দর। বুঝিয়ে বলছি শোন—

অম্বিকেশ, চন্দ্রমুখী

কবিতার 'ক'ও বোঝে না!

তাই

যে-কবিতা যত দুর্ব্বোধ্য

সে-কবিতা তত গভীর

ওদের কাছে;

ধ্রুবেশ গুড়ই জিতবে সুতরাং

যদি না তুমি ওর লেখার প্যাঁচগুলো খুলে

লেখক। [হাসিয়া]

দিই চেঁছে ছুলে?

নরসুন্দর। একেবারে সরল রেখা বানিয়ে দাও!

লেখক। আচ্ছা, যাও—

পর-মুহূর্ত্তেই ডান দিকের পর্দ্দা সরাইয়া ধ্রুবেশ গুড় এবং বাম দিকের পর্দ্দা সরাইয়া ভবেশ মুণ্ড বাড়াইলেন

ধ্রুবেশ। লেখক!

ভবেশ। লেখক!

ধ্রুবেশ। এরোপ্লেন নির্নিমেষ কিমামি হেঁচকি—!

ভবেশ। কবিতার ছেঁচকি—

ধ্রুবেশ। আমি এসেছি লেখকের কাছে
ভবেশ। আমারও একটু দরকার আছে
ধ্রুবেশ। আপনি একটু বাইরে যাবেন ?
ভবেশ। আপনি একটি মোয়া খাবেন ?
ধ্রুবেশ। সত্যি এক বার বাইরে যান
ভবেশ। মাইরি প্রাণ !
লেখক। ঝগড়া করা তো মিথ্যে আওয়াজ ফাঁকা
আসল কথাটি বলছি পষ্ট ক'রে
দেন যদি মোরে আর একটি ক'রে টাকা
ওদের কবিতা দিচ্ছি নষ্ট ক'রে !
প্রতিদ্বন্দ্বী এক জন শুধু রবে
চন্দ্রমুখীরে পাওয়াটা সহজ হবে।
ভবেশ। বেশ, তাই হোক তবে

টাকা দিলেন

ধ্রুবেশ। বিবেক !
হে অষ্ট্রিচ্ ক্ষমা কর
নিরুদ্ধ আকুতির কনকনানি,
কিন্তু—ওঃ
যাক্—

টাকা দিলেন

ভবেশ। [যাইতে যাইতে]
বৃন্দাবনকে ভয়টা আমার বেশী
তার সঙ্গেই আসল রেষারেষি
এ দুটো তো নিটোল নিরেট

চলিয়া গেলেন

ধ্রুবেশ। [ধীরে ধীরে অবনত শিরে]
আঙুর-গন্ধী কিসমিসের প্লেট
স্পর্দ্ধা, অসমসাহসিক।
হে নরসুন্দর
পাবে না তুমি
সান্ত্বনা এইটুকু—

বাহির হইয়া গেলেন

লেখক। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়
সাত আট নয়
এ যে প্রায় হয় হয়!
এক মোটে বাকি!
প্রিয়া—সখি—শাকী—
বাকিটা কি ক'রে পাই
গুড় মশাই, ও গুড় মশাই—
শুনে যান

ধ্রুবেশ গুড় প্রবেশ করিলেন

ধ্রুবেশ। আবার কি চান
লেখক। হচ্ছে আমার আনন্দ
ধ্রুবেশ। ভেকের যকৃতে সনাতন পিত্ত-ছন্দ!
লেখক। বলতে চাই একটি কথা একলা শুধু আপনাকে
নারীর সেরা চন্দ্রমুখী সত্যি যদি চান তাঁকে
ভবেশটিকে করতে হবে নিষ্প্রভ
ধ্রুবেশ। ভেঙে বলুন, আর এক টাকা ফের দোব?
লেখক। সত্যি যদি পারেন দিতে মিলবে বাহু-বন্ধ-সুখ
চন্দ্রমুখী বামে নিয়ে হয়ে যাবেন চন্দ্র-মুখ।

ধ্রুবেশ। উঃ

জাম্বুবানের সংস্কার !

মৃতা মৈথিলী

অথচ জীবিতা···

কিন্তু—উঃ—

টাকা দিয়া সবেগে চলিয়া গেলেন।

লেখক। [সোচ্ছ্বাসে]

হে ধ্রুবেশ গুড়

নীলকণ্ঠ তুমি চন্দ্রচূড়

চিত্ত মম করিলে নির্ব্বিষ

কি আনন্দ কি আনন্দ ইস্ !

সহসা তন্ময় হইয়া

আলোক মিলিছে ওই অন্ধকার-সনে

অম্বরে গম্ভীর সুর উঠিছে গুঞ্জরি

শত বর্ণ বিচ্ছুরিত প্রদীপ্ত আসনে

নীলাম্বরী সন্ধ্যা হাসে শ্যামলী সুন্দরী—

উত্তেজিত বৃন্দাবন, নরসুন্দর, ভবেশ ও ধ্রুবেশের পুনঃপ্রবেশ।

বৃন্দাবন। কন্যাসহ আসিছেন নন্দী অম্বিকেশ

নরসুন্দর। চন্দ্রমুখীর চতুর্দ্দোলাটা চমৎকার বেশ !

ধ্রুবেশ। ইউবোটে আর তিমি মাছে···

ভবেশ। লেখক, আয়না আছে ?

লেখক। না ভাই

ভবেশ। কি মুস্কিল, আয়না কোথা পাই—

নরসুন্দর। নখদর্পণ সঙ্গে আছে তাতেই দেখে নিন।

লেখক। ওঁরা এসেছেন—সরুন রাস্তা দিন

সকলে ত্রস্ত হইয়া সরিয়া গেলেন। দক্ষিণ দিকের পর্দা সরাইয়া দুইজন দারোয়ান প্রবেশ করিল এবং পর্দা টানিয়া ধরিয়া রাখিল, শ্রীযুক্ত অম্বিকেশ নন্দী প্রবেশ করিলেন। ফর্সা বেঁটে লোক—দেখিলে মনে হয় যেন খর্ব্বাকৃতি কাবুলিওয়ালা এবং চটা মেজাজের। তাঁহার পিছনে চারিজন দারোয়ান দ্বারা বাহিত হইয়া চন্দ্রমুখীর চতুর্দ্দোলা প্রবেশ করিল। চতুর্দ্দোলাটি শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়ার চন্দ্রের মত দেখিতে, চমৎকার করিয়া সাজান। চন্দ্রমুখী গৌরবর্ণা, পরিচ্ছদ রূপালি-জরির-কাজ-করা কালো রঙের। চতুর্দ্দোলা এক ধারে নামান হইলে চন্দ্রমুখী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। লেখক দুইটি মোড়া পাশাপাশি রাখিতেই অম্বিকেশ ও চন্দ্রমুখী উপবেশন করিলেন। দারোয়ানেরা সারি বাঁধিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

অম্বিকেশ। জম্বুদ্বীপের সুধীবৃন্দ সময় বেশী নাই আজ
অল্প দু-চার কথা বলেই শেষ করতে চাই কাজ।
আপনারা তো জানেন সবই তবু আবার বলছি
চিরটা কাল আমি আপন খেয়াল মতই চলছি।
মেয়ের পাত্র হিসেবে তাই সন্ধানি সেই লোককে
কাব্য-লোকের রঙীন স্বপন ভাসে যাহার চক্ষে!
চাই না কোন হোমরা-চোমরা রেকর্ড ব্রেকার কুস্তির
জানতে চাই না সে ব্যক্তিটি অস্থির বা সুস্থির,
বিদ্বান বা ধনী কি না সুবোধ কিম্বা দুর্ব্বোধ
একটি কথা জানব কেবল আছে কি না সুর বোধ!
সুর থাকলে পরস্পরে পটাবে ও পটবে
তা নইলে সারা-জীবন ছন্দ-পতন ঘটবে!
লোক দেখেছি অনেক রকম গেছি প্রয়াগ পুষ্কর
সার বুঝেছি বেসুরো লোক নিয়ে চলা দুষ্কর!
পদ্য-লেখক রসিক জনে পারলে দিতে কন্যা
ভাগ্য বলে মানব আমি মেয়েও হবে ধন্যা।
পদ্যও নয়, বাক্যও নয়, আসল কথা রসটি
এবং নিয়ম-রক্ষা বাবদ রজত-মুদ্রা দশটি!

লেখক মশাই আসুন দেখি, কে বাজাল কোন সুর
গণেশপ্রসাদ, চতুরীলাল হরেন কিম্বা মনসুর
যে-ই হোক সে,—চিত্তে যদি থাকে কাব্য-দর্পণ
তারই হাতে চন্দ্রমুখী করব আমি অর্পণ !

লেখক লেখাগুলি চন্দ্রমুখীর হস্তে দিলেন

লেখক। অক্ষম অপটু হস্তে আঁকিয়াছি অক্ষরের ছবি
সামান্য লেখক আমি—এঁরা সব কবি।

চন্দ্রমুখী। (মুগ্ধ) আপনিই লেখক ! সুবিখ্যাত লিপিকার !

অম্বিকেশ। পড় ; দেরি কেন করছ আর—

চন্দ্রমুখী। [একটি কাগজ তুলিয়া]
এটির নীচে নাম দেখছি বৃন্দাবন

বৃন্দাবন। আমিই সেই অধম জন

উচ্ছ্বসিত হইলেন

জানি দেবি জানি
আমার কবিতাখানি—

অম্বিকেশ। চুপ করুন। পড় চন্দ্রমুখী

চন্দ্রমুখী। [পড়িতে লাগিলেন]
নহ মণ্ডা, নহ গজা, নহ ল্যাংচা মোরব্বা-হরতুকি—

বৃন্দাবন। এ কি এসব তো আমি কোথাও—

অম্বিকেশ। চুপ করুন, পড়ে যাও—

চন্দ্রমুখী। নহ মণ্ডা, নহ গজা, নহ ল্যাংচা মোরব্বা-হরতুকি
তবু তুমি মিষ্ট চন্দ্রমুখী
নয়ন মুদিয়া ভাবি বুঁদিয়া কি উপমা তোমার ?
সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আমি কি উজবুকই !

অম্বিকেশের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া চন্দ্রমুখীকে প্রশ্ন করিলেন

অম্বিকেশ। তোর লাগল কেমন ?

চন্দ্রমুখী। [হাসিয়া]

আর যা-ই হন ফুলবনের ভোমরা ইনি নন !

মনে হচ্ছে ময়রা-বাড়ীর ভীমরুল—

বৃন্দাবন। ভুল, আগাগোড়া সব ভুল

ও কবিতা আমি লিখি নাই

ভবেশ ও ধ্রুবেশ। [একযোগে]

মিছে কথা কেন বল ভাই

বৃন্দাবন। হে শ্রদ্ধেয়, অম্বিকেশ নন্দী

ভিতরেতে আছে হীন ফন্দি

কহিতেছি তার-স্বরে ও কবিতা নহেক আমার

ভবেশ ও ধ্রুবেশ [সমস্বরে] নিশ্চয় তোমার—

বৃন্দাবন। [আত্মহারা] মন এ স্বপ্ন, না জাগরণ !

অম্বিকেশ। [চন্দ্রমুখীকে] দ্বিতীয়টা—ধর

চন্দ্রমুখী। এটির লেখক নর-সুন্দর

কে তিনি—

লেখক [দেখাইয়া] এই যে ইনি—

চন্দ্রমুখী [পড়িতে লাগিলেন] আমি কি পরিপাটি সখি কামাই ছাঁটি

থাকি কখনও সিধা ফের কখনও ঝুঁকি,

মোর কাঁইচি চলে ঘন চুলের তলে

আমি ভৃত্য তব ওগো চন্দ্রমুখী !

নরসুন্দর [ক্ষেপিয়া]

লেখক, লেখক

খুন

খুন করব তোমায়—

অম্বিকেশ [সগর্জ্জনে] এই কোন্ হ্যায়—

একজন দারোয়ান আগাইয়া আসিল

অম্বিকেশ। টানতে টানতে বাইরে নে যাও
ধরে গলার চাদর
হাল্লাবাজ বাঁদর!

দারোয়ান নরসুন্দরকে বাহির করিয়া দিয়া স্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে নরসুন্দর পুনঃ প্রবেশ করিলেন এবং এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চন্দ্রমুখী। তৃতীয় কবিতার লেখক ভবেশ

অম্বিকেশ। বেশ—

ভবেশ। মোর কবিতার মানে বুঝতে
অভিধান হবে না-কো খুঁজতে!
সোসাসুজি মোটামুটি—

ধ্রুবেশ। হায় মাখনমুগ্ধ রুটি
তিতিক্ষার স্বপ্ন দেখ
তৈল-সিক্ত গুম্ফ
পেট্রল-সিক্ত কর—

অম্বিকেশ। [ধমকাইয়া] ফের গোলমাল করছেন! নাও, পড়—

চন্দ্রমুখী। [পড়িতে লাগিলেন] খোল-পচা আর গোবর-পচা
চটকে নিয়ে পাতা-পচার সঙ্গে
গাছের গোড়ায় দেন যদি কেউ
ভবিষ্যতে হবেন মহা সুখী—

ভবেশ। থামুন—থামুন—এ কি এ!

অম্বিকেশ। আপনাকেও কি দারোয়ান দিয়ে—

ভবেশ সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত হইলেন

চন্দ্রমুখী। খোল পচা আর গোবর-পচা
চটকে নিয়ে পাতা-পচার সঙ্গে
গাছের গোড়ায় দেন যদি কেউ
ভবিষ্যতে হবেন মহাসুখী
সার নইলে ফুল ফোটে না
এই কথাটা বুঝবে না কেউ বঙ্গে
ওগো চন্দ্রমুখী!

ভবেশ। লেখক, তুমি সত্যি কথা কও

অম্বিকেশ। [ধমক দিলেন] চোপ রও!
সব কজনই মহা দিগ্‌গজ—নেইক কেবল শুঁড়!

চন্দ্রমুখী। এর পরেরটি শ্রীধ্রুবেশ গুড়
"জ্যামাইকা দ্বীপের বন্দরে আছে যত শামুকী
নিকোলাসের পিতৃষ্বসার রিপ্রেশণ উঠুক কিম্বা নামুকই,
ভলভিউলাস্‌ ফোটোমিটর নীটশের যত ফক্কুড়ি
সব তুচ্ছ তোমার কাছে চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখী—"

অম্বিকেশ ক্রোধে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। চন্দ্রমুখী লেখকের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

চন্দ্রমুখী। আমায় নিয়ে এমন ক'রে ঠাট্টা করার অর্থ টা কি?

লেখক। সব তো পড়া শেষ হয় নি
আরও একটা আছে বাকী

চন্দ্রমুখী। [পুলকিতা] আপনি সেটার কবি নাকি—

লেখক। নিজের মুখে বলব তা কি!

অম্বিকেশ। এই শুনলাম, দশটি মাত্র টাকাও তোমার নেই

লেখক। পেয়ে গেছি বরাত জোরেই—

অম্বিকেশ। আশা করি কর নি কো চুরি,

লেখক। আজ্ঞে না, পুরোপুরি,

সত্যি বলছি, পুরোপুরি উপার্জ্জন !

অম্বিকেশ। বাজে কথায় সময় গেল অনেকক্ষণ।

পড় শুনি—আশা করি লেখ নি কো যা' তা,—

চন্দ্রমুখী। [কম্পিত কণ্ঠে]

উনি পড়ুন, ঘুরছে আমার মাথা

লেখক। [আবেগভরে পড়িতে লাগিলেন]

সুরবাহারের সুরটি যেন রূপ ধরেছে প্রজাপতির ডানায়

শঙ্খ ধবল পাত্রে যেন মেহেদি রঙ্ টলছে কানায় কানায়

চাঁদনী রাতে বাঁশীর সুরে উতল হিয়া হয়েছে উন্মুখই

কোথা চন্দ্রমুখী।

চন্দ্রমুখী। [অস্ফুট স্বরে] চমৎকার !

অম্বিকেশ। সময় বৃথা নষ্ট ক'রে কাজ কি আর !

লেখক এবং চন্দ্রমুখী

পরস্পরে হউক সুখী

আমরা এখন অবান্তর

উঠিয়া পড়িলেন

লেখক। সুখের দিনে কারও সঙ্গে রাখতে চাই না মনান্তর।

যথাকালে শোধ করব সবার ঋণ

আপনারা সব আশিস দিন

বাঁধি আমার বাস্তু

সকলে। তথাস্তু

যবনিকা*

---

* Clifford Bax-প্রণীত The Poetasters of Ispahan অবলম্বনে রচিত।

আকাশ নীল

জমিদার জনার্দ্দন রায়ের বাড়ির সম্মুখস্থ বাগান। বাগানের একপ্রান্তে জনার্দ্দনবাবুর প্রকাণ্ড বাড়িখানা এবং অপরপ্রান্তে প্রকাণ্ড গেটটা দেখা যাইতেছে। গেটটা খোলা আছে। গেটের ভিতর দিয়া একটি 'বল্' সবেগে আসিয়া বাগানের ভিতর পড়িল এবং লাফাইতে লাফাইতে গিয়া একটা ঝোপে ঢুকিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অমল আসিয়া প্রবেশ করিল। অমলের বয়স বছর দশেক হইবে। চেহারায় তেমন কোন বিশেষত্ব নাই। শ্যামবর্ণ, রোগা গোছের। অমল এ প্রদেশে আগন্তুক, তাই নির্ভয়ে জনার্দ্দন রায়ের বাগানে প্রবেশ করিয়াছে। এ অঞ্চলের কোন বালক পাগল জনার্দ্দন রায়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না। অমল বাগানে ঢুকিয়া বলটি খুঁজিতে লাগিল। একটু পরেই অমলের খেলার সঙ্গী বিশু আসিয়া গেটের বাহিরে দাঁড়াইল। বিশু অমলের সহপাঠী এবং এইখানেই তাহার বাড়ি। অমল ছুটিতে বিশুর বাড়িতেই বেড়াইতে আসিয়াছে। বিশু গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া অমলকে ডাকিতে লাগিল।

বিশু। অমল চলে এস তুমি—

অমল। বলটা খুঁজে নিয়ে যাচ্ছি।

বিশু। বল থাক, চলে এস তুমি—

অমল। [সবিস্ময়ে] কেন ?

বিশু। চলে এস, তারপরে বলছি।

অমল। বলটা নিয়ে আসি, থাম।

বিশু। আরে, আমি বলছি বল থাক, চলে এস তুমি। জনার্দ্দনবাবু বড় ভয়ানক লোক।

অমল। কেন, কি করবে ?

বিশু। ধরলে আর আস্ত রাখবে না।

অমল। ইস্।

বিশু। সত্যি বলছি, পালিয়ে আয়।

অমল বিশুর কথা গ্রাহ্য না করিয়া বল খুঁজিতে লাগিল।

বিশু। এই অমল—

অমল। বলটা খুঁজে নিয়ে যাচ্ছি, দাঁড়া না।

বিশু। পাগলা যদি বেরিয়ে আসে ভয়ানক কাণ্ড করবে।

অমল। পাগলা না কি ?

বিশু। মাথার ছিট আছে, তার ওপর দারুণ মাতাল, সর্ব্বদাই মদ খেয়ে থাকে। সব্বাই ভয় করে ওকে, আত্মীয় স্বজনরা পর্য্যন্ত ছেড়ে পালিয়েছে, ও একাই থাকে। পালিয়ে আয়—

অমল। আমি কাউকে ভয় করি না। বল না খুঁজে নিয়ে আমি যাচ্ছি না।

বল খুঁজিতে লাগিল।

বিশু। যদি বেরিয়ে আসে মজাটি বুঝবে।

অমল। তোর ভয় করে তো তুই পালা না—

বিশু। আচ্ছা, আমি তাহলে ততক্ষণ কান্তু, গোরা, জীবন, রবিকে ডেকে আনি গিয়ে। তুই বলটা যদি পাশ ভালই, সবাই মিলে বল খেলা যাবে তা না হলে হাডুডুডু খেলব, কেমন ? তুই বেশীক্ষণ কিন্তু থাকিস না ওখানে।

অমল। বলটা পেলেই আমি যাচ্ছি, তুই যা—

[বিশু চলিয়া গেল, অমল বল খুঁজিতে লাগিল। দূরে দেখা গেল জনার্দ্দন রায় বাহির হইয়াছেন এবং অমলের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। লোকটী সত্যই ভীষণ-দর্শন। গায়ের রঙ্ মিশ-কালো, মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা। ছোট ছোট চোখে হিংস্র দৃষ্টি। আজানুলম্বিত বাহু, ঝাঁকড়া ভুরু, বলিষ্ঠ গঠন। মনে হয় সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া আছেন। অনেকটা গরিলার মতো হাব ভাব। অমল প্রথমটা দেখিতে পায় নাই, হঠাৎ ঘাড় ফিরাইতেই চোখো-চোখি হইয়া গেল। উভয়ে পরস্পরের দিকে চাহিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর জনার্দ্দন খানিকটা আগাইয়া আসিলেন এবং হাতছানি দিয়া অমলকে ডাকিলেন। অমল নির্ভয়ে আগাইয়া গেল।]

জনার্দ্দন। [কর্কশ কণ্ঠে] এখানে কি হচ্ছে ?

অমল। আমাদের বলটা এখানে—

জনার্দ্দন। [দাঁত কড়মড় করিয়া] চোপ রও—

অমল চুপ করিয়া গেল। তাহার পর ইতস্তত করিয়া আবার সুরু করিল।

অমল। আমাদের বলটা আপনার বাগানে ঢুকেছে তাই—

জনার্দ্দন। [সবিস্ময়ে] বল্! কিসের বল্, কার বল্? [দাঁত কড়মড় করিয়া] মিথ্যুক পাজি কোথাকার!

অমল। আমি মিথ্যে কথা কখনও বলি না।

জনার্দ্দন। [চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া] ও!

[সহসা হাসিয়া উঠিলেন]

ক্যাহ ক্যাহ ক্যাহ ক্যাহ ক্যাহ ক্যাহ! তোমার নাম কি?

অমল। অমল।

জনার্দ্দন। যুধিষ্ঠির নয়? ক্যাহ ক্যাহ ক্যাহ ক্যাহ ক্যাহ—!

এইরূপ অদ্ভুত শব্দ করিয়া হাসিতে হাসিতে সহসা জনার্দ্দন গম্ভীর হইয়া গেলেন, ক্রমশঃ ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, হিংস্র চোখের দৃষ্টি অমলের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অমল। [নির্ভীকভাবে] কি দেখছেন?

জনার্দ্দন। যুধিষ্ঠিরকে! [সহসা উচ্চকণ্ঠে] যোগী সিং, যোগী সিং—

[ভিতর হইতে যোগী সিং নামক দারোয়ান বাহির হইয়া আসিল—]

যোগী সিং। জি হুজুর।

জনার্দ্দন। হামারা হান্টার লে আও।

যোগী সিং ভিতরের দিকে যাইতে যাইতে অমলকে ইঙ্গিত করিয়া পলাইতে বলিল। অমল নড়িল না।

অমল। আমি আমার বলটা খুঁজে নিয়ে এখুনি চলে যাচ্ছি!

জনার্দ্দন। চলে যাওয়াচ্ছি দাঁড়াও না, পাজি মিথ্যুক কোথাকার, বল্!

অমল। আমি কখনও মিথ্যে কথা বলি না।

জনার্দ্দন। কোথায় তোমার বল্ ?

অমল। এইখানে কোথাও ঢুকে আছে।

জনার্দ্দন। [চীৎকার করিয়া] দেখাও, কোথায় তোমার বল্। পাজি মিথ্যুক কোথাকার, এসেছেন ফুল ছিঁড়তে, বলছেন বল্।

অমল। ফুল ছিঁড়তে আসি নি আমি।

জনার্দ্দন। চোপরাও পাজি মিথ্যুক—

অমল। [দৃঢ়স্বরে] আমি মিথ্যে কথা কখনও বলি না।

জনার্দ্দন। কখনও বল না ?

অমল। না।

জনার্দ্দন। [ভ্যাঙাইয়া] কিছুতে না ?

অমল। না।

জনার্দ্দনের মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল। সহসা আগাইয়া গিয়া তিনি অমলের কান্ ধরিলেন।

জনার্দ্দন। [কানে মোচড় দিয়া] কিছুতে মিথ্যা বলবে না ?

অমল। না।

জনার্দ্দন। [আকাশের দিকে আঙুল দেখাইয়া] আকাশের রঙ কি বল দেখি ?—

অমল। নীল।

জনার্দ্দন। [কানে আর এক পাক দিয়া] নীল নয়, লাল। বল, আকাশের রঙ লাল !

অমল। না, আকাশের রঙ্ নীল।

[জনার্দন অমলের কান ছাড়িয়া দিলেন একটু তফাতে দাঁড়াইয়া বিস্মিত ক্রোধে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার চক্ষু দুইটি হিংস্র হইয়া উঠিল—]

জনার্দ্দন। [ধমক দিয়া] বল, আকাশ লাল।

অমল। আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে আগাইয়া গিয়া অমলের গালে জোরে এক চড় মারিলেন।]

জনার্দ্দন। [চক্ষু দুইটি ছোট করিয়া ধীর কণ্ঠে] বল, আকাশ লাল।

অমল। আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন পুনরায় চড় মারিলেন; অমল পড়িয়া যাইতে যাইতে সামলাইয়া লইল।]

জনার্দ্দন। বল, আকাশ লাল।

অমল। না, আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন পুনরায় চড় মারিলেন, এত জোরে যে অমল পড়িয়া গেল। পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইল।]

জনার্দ্দন। [কর্কশ কণ্ঠে] এখনও বল আকাশ লাল।

অমল। না, আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন উপর্যুপরি তাহাকে আরও কয়েকটা চড় মারিয়া আবার ভূশায়ী করিয়া ফেলিলেন। অমল পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইল]

জনার্দ্দন। কিছুতে বলবে না তুমি?

অমল। না।

জনার্দ্দন। [চীৎকার করিয়া] শিগগির বল, আকাশ লাল।

অমল। না, আকাশ নীল।

জনার্দ্দন। [আরও চীৎকার করিয়া] খুন করে ফেলব তোমায় আমি, শিগগির বল আকাশ লাল।

অমল। না, আকাশ নীল—

জনার্দ্দন। যোগী সিং যোগী সিং—

[শঙ্কর মাছের হান্টার লইয়া যোগী সিং বাহির হইয়া আসিল। সে ইচ্ছা করিয়াই এতক্ষণ দেরি করিতেছিল।]

অমল। আমাকে বল্ খুঁজতে দিন।

জনার্দ্দন। তোমাকে নতুন বল্ কিনে দেব আমি, বল আকাশ লাল—

অমল। না, আকাশ নীল।

[সপাং করিয়া এক ঘা চাবুক পড়িল]

জনার্দ্দন। বল আকাশ লাল।

অমল। [আরও দৃঢ় কণ্ঠে] আকাশ নীল।

সপাং সপাং করিয়া আরও ঘা কয়েক চাবুক পড়িল। দুই এক জায়গা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। অমল অবিচলিত।

জনার্দ্দন। না বলিয়ে ছাড়চি না তোমায় আমি। আ-কা-শ লা-ল।

অমল। আকাশ নীল।

জনার্দ্দন। যোগী সিং, কুর্ত্তা খোল দেও! দেখি কত বড় ত্যাঁদড় ছেলে তুমি।

যোগী সিং। বোলিয়ে না বাবু আকাশ লাল, ইসমে ক্যা হ্যায়!

[অমল নিরুত্তর]

জনার্দ্দন। [ধমক দিয়া] জলদি কুর্ত্তা খোলো তুম উল্লু—

যোগী সিং অমলের জামা খুলিয়া ফেলিল।

জনার্দ্দন। বল, আকাশ লাল।

অমল। [অকম্পিত কণ্ঠে] আকাশ নীল।

জনার্দ্দন মরিয়া হইয়া হাণ্টার চালাইতে লাগিলেন। অমল মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

জনার্দ্দন। [হাঁপাইতে হাঁপাইতে] এখনও বল, আকাশ লাল।

অমল। [মাটিতে শুইয়া শুইয়া] আকাশ নীল।

[জনার্দ্দন পুনরায় চাবকাইতে লাগিলেন]

জনার্দ্দন। [পাগলের মত চীৎকার করিয়া] আকাশ লাল, আকাশ লাল, আকাশ লাল, শিগগির বল—আকাশ লাল।

অমল। আকাশ নীল!

জনার্দ্দন উন্মাদের হাসি হাসিয়া উঠিলেন, হাহ হাহ হাহ হাহ এবং পুনরায় নিষ্ঠুরভাবে হাণ্টার চালাইতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ চাবকাইয়া থামিলেন এবং বাম হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন।

জনার্দ্দন। বল, আকাশ লাল—

কোন উত্তর আসিল না।

যোগী সিং। ছোড় দিজিয়ে হজুর, ছোকরা বেহোঁস্ হো গয়া।

জনার্দ্দন। [বিস্মিত কণ্ঠে] বেহোঁস হো গিয়া!

[হাণ্টারটা ফেলিয়া দিয়া মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। গেটের বাহিরে দেখা গেল বিশু, কানু, গোরা, জীবন, রবি সভয়ে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া আছে।]

যবনিকা।

অন্তরীক্ষে

অন্তরীক্ষে গ্রীক দেবী অ্যাথেনা দাঁড়াইয়া আছেন। চতুর্দ্দিকে বিরাট মহাশূন্য, ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু জ্যোতিষ্ক জ্বলিতেছে; দক্ষিণে রজতশুভ্রজ্যোতি একটি নীহারিকা বাষ্পীয় দেহ বিস্তার করিয়া অসীম শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে; পিগেসাস নক্ষত্রমণ্ডলীতে একটা ধূমকেতু দেখা যাইতেছে; কাছে দূরে উল্কাপাত হইতেছে। অ্যাথেনার পদতলে বহুনিম্নে পৃথিবীগ্রহ। অ্যাথেনা মানবী হইলে দেখিতে পাইতেন না, কিন্তু দেবী বলিয়া সৌরচক্রের দ্বাদশ রাশিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন। দেখিতে পাইতেছেন যে, মকররাশিতে পূর্ণিমার চন্দ্র, মীনরাশিতে প্রবালবর্ণ মঙ্গল, বৃষরাশিতে প্রদীপ্ত বৃহস্পতি নীলকান্ত শনি, সিংহ রাশিতে দ্যুতিমান শুক্র এবং কর্কট রাশিতে জ্যোতিষ্মান সূর্য্য দেদীপ্যমান। সূর্য্যকে একটি নক্ষত্রের মত প্রতীয়মান হইতেছে। দেহহীন রাহু কন্যারাশিকে এবং কবন্ধ কেতু মীনরাশিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীর খানিকটা অংশে ঘনকৃষ্ণ মসীরেখার মত শ্রাবণের পুঞ্জীভূত মেঘমালা, তাহাতে বিসরণশীল বিদ্যুৎ-স্ফুরণ দেখা যাইতেছে। অ্যাথেনা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পৃথিবীর দিকেই চাহিয়া আছেন। চিরন্তনী ক্রন্দসীর অবরুদ্ধ ক্রন্দন-ধ্বনি মহাশূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

অ্যাথেনা। গ্রীসকে মনে পড়ছে, মনে পড়ছে অ্যাথেন্সকে, মনে পড়ছে অ্যাথেন্সের অ্যারিওপ্যাগাস্‌কে। [কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া] অ্যাথেন্সবাসীরা এখনও প্যান্‌থেনিয়া উৎসব করে কি? এখনও কি আমি তাদের কাছে সত্য?

সহসা মহাশূন্যে উড্ডীয়মান বিহঙ্গমের পক্ষ-বিধূনন-শব্দ শোনা গেল। ক্ষণপরেই এক বিরাট ময়ূরপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দিবাকান্তি হীরা দেবী আবির্ভূত হইলেন এবং অ্যাথেনাকে দেখিয়া ময়ূরের গতিরোধ করিলেন।

হীরা। খবর শুনেছ অ্যাথেনা?

অ্যাথেনা। কি?

হীরা। আমার সপত্নীরা এখনও কেউ মরে নি।

অ্যাথেনা। আকাশ-দেবতা জিউস-পত্নীরা যে অমর! কেন, হ'ল কি?

হীরা। তাঁরা সবাই সদলবলে স্বামীসন্নিধানে এসেছেন।

অ্যাথেনা। সদলবলে, মানে?

হীরা। সন্তানসন্ততি-সহ। হোরি মোরিদের নিয়ে থেমিস, চ্যারিটিদের নিয়ে ইউরিনোম, পার্সেফনকে নিয়ে ডেমিটির, মিউজদের নিয়ে নেমোসাইন, অ্যাফ্রোডাইটিকে নিয়ে ডাওনি, এমন কি লেটো—যাকে সবচেয়ে ঘৃণা করি আমি, সেও এসেছে অ্যাপোলো আর আর্টেমিসকে নিয়ে।

অ্যাথেনা। কেন, ব্যাপার কি?

হীরা। পৃথিবীতে আবার যুদ্ধ বেধেছে।

অ্যাথেনা। যুদ্ধ? অ্যাকিলিস, হেক্‌টর, এজাক্‌স, প্যারিস, অ্যাগামেম্‌নন এরা তো বহুদিন হ'ল ম'রে গেছে, আবার যুদ্ধ করবে কে?

হীরা। পৃথিবী উর্ব্বরা, নূতন বীর জন্মেছে আবার।

অ্যাথেনা। অসম্ভব।

হীরা। অসম্ভব নয় অ্যাথেনা, এমন সব বীর জন্মেছে শুনলাম, যারা জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্র যুদ্ধ করছে। আকাশ-দেবতা জিউস আর জল দেবতা

পসিডোনের-কর্ত্তৃত্ব বুঝি আর থাকে না, হেডিসেরও রাজত্ব যায়-যায়, মানুষ পাতালেও প্রতাপ বিস্তার করছে।

অ্যাথেনা। তারাই তা হ'লে আবার জন্মগ্রহণ করেছে। পুরাতনরাই নূতন নাম নিয়ে নূতনত্বের দাবি করছে। [সহসা] আমার যেতে ইচ্ছে করছে আবার।

হীরা। কোথায় ?

অ্যাথেনা। গ্রীসে। তোমরা আমাকে বাণী-বিদ্যাদায়িনী বানিয়েছ, কিন্তু জিউসের মস্তক বিদীর্ণ ক'রে যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম, সেদিন আমার কণ্ঠে ছিল যুদ্ধের হুঙ্কার। মনে নেই ট্রয়ের যুদ্ধ ?

হীরা। সব মনে আছে, তার আগের ঘটনা সোনার আপেলের গল্প—তাও মনে আছে [হাসিলেন] আমি এখন চললাম।

অ্যাথেনা। কোথায় ?

হীরা। দূরে, অনেক দূরে—জালের বাইরে।

অ্যাথেনা। [সবিস্ময়ে] জালের বাইরে! মানে ?

হীরা। আমার সপত্নীরা খবর এনেছেন যে, পৃথিবীর বীরদর্পে শুধু মর্ত্ত্য নয়, স্বর্গেরও সমূহ বিপদ আসন্ন, জিউস যদি অবিলম্বে এর কোন প্রতিকার না করেন, কিছু আর থাকবে না।

অ্যাথেনা। জিউস কি করছেন ? অ্যাফ্রোডাইটিকে পাঠাচ্ছেন মর্ত্ত্যে ?

হীরা। মর্ত্ত্যের যে বীরপুরুষটি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, তিনি নাকি নারী-মোহ-মুক্ত, সুন্দরী পাঠালে কোন ফল হবে না।

অ্যাথেনা। তা হ'লে তো সত্যিই চিন্তার কথা, কি করছেন তা হ'লে জিউস ?

হীরা। লেটোর পরামর্শে তিনি এক অদ্ভুত কাজ করছেন।

অ্যাথেনা। কি ?

হীরা। পৃথিবীর যত বড় বড় কবিদের আমন্ত্রণ ক'রে এক সভার আয়োজন করেছেন এর প্রতিবিধানকল্পে।

অ্যাথেনা। কবিদের ?

হীরা। হ্যাঁ, কেবল মৃত কবিদের, জীবিতদের নয়, ঔপন্যাসিক, বক্তা, চিত্রকর, ভাস্করদেরও নয়, কেবল যাঁরা ছন্দে বেঁধে কাব্য লিখেছেন তাঁদের সভা হবে।

অ্যাথেনা। কেন, ঔপন্যাসিক, বক্তা, চিত্রকর, ভাস্কর এঁরাও তো এক হিসেবে কবিই ?

হীরা। [সশ্লেষে] তোমার হিসেব আর লেটোর হিসেব এক নয়। লেটো বলেছে ছান্দিক কবিদের সভা হোক, সুতরাং তাই হবে, তোমার বা আমার কথা টিকবে না, তুমি যেন বলতে যেও না কিছু, আমার মত অপমানিত হবে। বহুকাল পরে লেটোকে পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন জিউস।

অ্যাথেনা। কিন্তু কবিদেরই বা একসঙ্গে পাবেন কি ক'রে জিউস ? কে কোন্ লোকে ভেসে বেড়াচ্ছেন তার ঠিক আছে কি !

হীরা। তাই তো জাল পাতা হচ্ছে।

অ্যাথেনা। বুঝতে পারছি না ঠিক।

হীরা। আলোর জাল পাতা হবে সারা আকাশ জুড়ে, আর তার বাইরে হবে স্বর্গীয় সঙ্গীত। কবিরা গান শুনে আসবেন আর জালে আটকে যাবেন।

অ্যাথেনা। গান গাইবে কে ?

হীরা। মিউজরা আর আর্টেমিস।

অ্যাথেনা। আর্টেমিস মানে, ডায়ানা ?

হীরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডায়ানা, গ্রীক নাম পছন্দ হচ্ছে না বুঝি। তোমাকে মিনার্ভা ব'লে ডাকতে হবে নাকি ? আমাকে কেউ জুনো বললে তো গা জ্বালা করে আমার।

অ্যাথেনা। তুমি পালাচ্ছ কেন ?

হীরা। সপত্নীদের কৃতিত্ব চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখব ! চল, তুমিও চল।

অ্যাথেনা। সারা আকাশ জুড়ে জাল পাতা হবে বলছ, কোথায় যাব ?

হীরা। যত বড় জালই হোক তার সীমা আছে, আকাশ কিন্তু অসীম। আমরা জালের বাইরে গিয়ে দাঁড়াই চল।

অ্যাথেনা। কেন?

হীরা। সব পণ্ড ক'রে দেব। জিউস আকাশের সম্রাট, কিন্তু আমিও আকাশের সম্রাজ্ঞী, আমাদের উভয়ের অনুমতি ব্যতীত কোন বিষয়ের শেষ মীমাংসা হতে পারে না।

অ্যাথেনা। তার জন্যে বাইরে যাবার দরকার কি?

হীরা। ওই মিউজদের আমি বিশ্বাস করি না, ওরা সাইরেন, ওরা মায়াবিনী, হয়তো হঠাৎ মুগ্ধ ক'রে ফেলবে আমাকে, হয়তো ওদের মতে মত দিয়ে ফেলব।

অ্যাথেনা। মত দিয়ে ফেললেই বা ক্ষতি কি? পৃথিবী যদি বিপন্ন হয়ে থাকে, গ্রীসও বিপন্ন হয়েছে। গ্রীসের প্রতি এতটুকু মায়া নেই তোমার?

হীরা। গ্রীসের প্রতি? না, এতটুকু না, গ্রীস কি আমাকে বুঝেছিল কোন দিন? তারা কোথাও আমার পূজো করত তক্তা খাড়া ক'রে, কোথাও বা কাঠের গুঁড়ি, কোথাও বা থাম। আমায় কিছু বুঝেছিল ভাস্কর পলিক্লিটাস, তাও সম্পূর্ণ নয়। [সক্ষোভে] আমার নিজের স্বামীই বুঝলে না আমাকে, অপরে কি বুঝবে! চল যাই, ওরা এসে পড়বে এখনই।

অ্যাথেনা। আমি যাব না।

হীরা। তবে থাকো আমি যাই।

হীরার ইঙ্গিত পাইয়া ময়ূর পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। অ্যাথেনা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অ্যাথেনা। যুদ্ধ হচ্ছে! কেন? হেলেন আবার জন্মাল নাকি? না, চুপ ক'রে থাকলে চলবে না, হীরার ভাবভঙ্গি ভাল নয়, জিউসকে সাবধান ক'রে দেওয়া উচিত।

অন্তর্হিত হইলেন। ক্ষণপরেই বিস্তৃত আকাশপটে সূক্ষ্ম স্বর্ণতন্তুসন্নিভ অসংখ্য আলোকরেখা পরিস্ফুট হইল এবং দেখিতে দেখিতে এক বিরাট জ্যোতির্ময় জালক অন্ধকার মহাশূন্যে দিগদিগন্ত

ব্যাপিয়া দুলিতে লাগিল। জালের বাহিরে রূপসী মিউজগণ ডায়েনা সমভিব্যাহারে একে একে আবির্ভূত হইলেন। প্রত্যেকের হস্তে একটি করিয়া 'লায়ার', প্রত্যেকেরই অঙ্গে সুস্থ গ্রীক সৌন্দর্য্য, প্রত্যেকের পরিধানে নাতিবহুল গ্রীক পরিচ্ছদ, সুন্দর বিশিষ্ট অনাড়ম্বর। ধীরে ধীরে তাঁহারা সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ক্রমশ সমস্ত অন্তরীক্ষ উদাত্ত গম্ভীর মহৎ এবং মধুর সুরসম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে দূরে কয়েকটি ছায়ামূর্ত্তি অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, নিকটবর্ত্তী হইলে বোঝা গেল পাঁচজন, দুইজন আগাইয়া আসিলেন, তিনজন একটু পিছাইয়া রহিলেন। তাঁহাদের আকৃতি যে কি, তাহা বোঝা গেল না। একটা ঘন কুয়াশা যেন প্রত্যেককে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই কুয়াশা ভেদ করিয়া একটা অপরূপ দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতেছে।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। মহাশূন্যে জ্যোতির্ম্ময় এ কি অপূর্ব্ব প্রকাশ!

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। যিনি দেবতাগণের জন্ম ও শক্তির হেতু, যিনি হিরণ্যগর্ভের জনক, তাঁরই এ নূতন লীলা।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। কে আপনি?

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। আমি? আমিও তাঁরই প্রকাশ মাত্র।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। আপনার পরিচয় পেতে পারি কি?

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। অসংখ্য আমার পরিচয়, কোন্‌টা বলব, ব'লে লাভই বা কি?

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। আপনি মর্ত্ত্যবাসী ছিলেন নিশ্চয়?

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। ছিলাম, মর্ত্ত্যে শ্বেতাশ্বেতর নামে একটা উপনিষদও রচনা করেছিলাম, মর্ত্ত্যে তাই আমার পরিচয়। [অর্দ্ধ স্বগত] জানি না, সে গ্রন্থ এখনও আছে কি না!

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। উপনিষদের ঋষি আপনি! আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি। [নমস্কারান্তে] আপনি কে?

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। আমি দ্বৈপায়ন, কেউ কেউ বেদব্যাসও বলে আমাকে।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্ত্তি এ পরিচয়ে বিশেষ বিচলিত হইলেন না, মনে হইল, যেন চিনিতে পারিলেন না।

তিনি নীরবে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং একটু দূরে সরিয়া গেলেন। তৃতীয় ছায়ামূর্ত্তি প্রথমের নিকট সরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় ছায়ামূর্ত্তি। কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত! এই সঙ্গীতের ঠিক স্বরটি ধরবার সাধনায় দিবারাত্রি অতিবাহিত করেছিলাম একদিন, কিন্তু কিছুই করতে পারি নি, কিছুই হয় নি।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি। আপনি কে?

তৃতীয় ছায়ামূর্ত্তি। হোমার।

প্রথম ছায়ামূর্ত্তি চিনিতে পারিলেন না।

বেদব্যাস। সত্যিই অপূর্ব্ব সঙ্গীত, আমরা সম্ভবত কিন্নরলোকের সমীপবর্ত্তী হয়েছি।

উপনিষদের ঋষি। [মৃদুকণ্ঠে আপন মনে]

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ
অনাদিমত্ত্বং বিভূত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ।

হোমার। কি অপূর্ব্ব স্বর!

বেদব্যাস। শুধু স্বর নয়, আকাশপটে বিলম্বিত আলোক-রেখা-রচিত ওই জালটিও অপূর্ব্ব।

হোমার। আমি অন্ধ, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

অসহায়ভাবে ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। চতুর্থ ছায়ামূর্ত্তি আগাইয়া আসিলেন।

চতুর্থ ছায়ামূর্ত্তি। কি অপরূপ দৃশ্য, কি সুমধুর সঙ্গীত! বিরহী শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখ-অপনোদন মানসে পম্পাতীরে বসন্তবর্ণনা-প্রসঙ্গে সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতের অবতারণা করেছিলাম মনে পড়ছে, কিন্তু এ কি দেখলাম আজ, এ কি শুনলাম, এ যে কল্পনাতীত!

বেদব্যাস। পম্পাতীরে! আপনি কি তা হ'লে আর্য্যাবর্ত্তনিবাসী?

চতুর্থ ছায়ামূর্ত্তি। [সগর্ব্বে] হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, মহেন্দ্রধ্বজসকাশ গূঢ়জত্রু শ্রীরামচন্দ্রের পদরেণুপবিত্র আর্য্যাবর্ত্তই আমার মর্ত্ত্যবাস ছিল।

বেদব্যাস। আপনার পরিচয় জানতে বাসনা করি। আমিও ভারতবর্ষীয়।

চতুর্থ ছায়ামূর্ত্তি। মর্ত্ত্যলোকে আমি রত্নাকর নামে পরিচিত ছিলাম।

বেদব্যাস। কবিগুরু বাল্মীকি!

সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন।

বাল্মীকি। [প্রতিনমস্কারান্তে] গুরুভার বহন করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা-কীর্ত্তন করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম একদিন, তাই আমার পরম সৌভাগ্য, আর কিছু কামনা করি না। আপনি কে?

বেদব্যাস। আমি আপনার পরবর্ত্তী, আমার নাম দ্বৈপায়ন। পম্পা হ্রদকে মনে আছে এখনও আপনার?

বাল্মীকি। মনে আছে বইকি। তার তীরে সেই কর্ণিকার, সিন্ধুবার, মাতুলুঙ্গ, কোবিদার পুষ্পের শোভা, তার নীরে মধুকর-ভূষিত কমলকুল, অদূরে শিখী-শিখিনীর নৃত্য, দাত্যূহের করুণ কণ্ঠস্বর, সেই অঙ্কোল, কুরুণ্ট, চূর্ণক বৃক্ষরাজি, সেই শ্যামাকান্তি ঋষ্যমূক পর্ব্বত—এসব কি ভুলতে পারি কখনও! [একটু থামিয়া] কিন্তু আকাশপটে আজ এ কিসের ছবি, ওই সুন্দরীরা কে? এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের হেতু কি?

উপনিষদের ঋষি। [যেন আপন মনে উত্তর দিলেন]

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।

হোমার কান পাতিয়া মিউজদের সঙ্গীত শুনিতেছিলেন।

হোমার। [মাথা নাড়িয়া] হেক্সা মিটারে ঠিক এই সুর ফোটানো অসম্ভব। না, আমি পারি নি।

পঞ্চম ছায়ামূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী হইলেন।

পঞ্চম ছায়ামূর্ত্তি। এ কি মনোহর চিত্র, এ কি স্বর্গীয় ঐক্যতান। গন্ধমাদনবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্যকান্তমণি-নির্ম্মিত পাত্রে কল্পতরুর আসব পান

ক'রেও তো এ অভিনব-সৃষ্টির কল্পনা করতে পারবেন না। কোন্ শিল্পীর সৃষ্টি এ ?

কেহ উত্তর দিলেন না। বেদব্যাস ফিরিয়া দেখিলেন এবং নিকটে সরিয়া আসিলেন।

বেদব্যাস। আপনি কি ভারতভূমি থেকে আসছেন ?

পঞ্চম ছায়ামূর্ত্তি। এসেছি অনেক দিন। এত দিন যে, আমি কবে কোথায় জন্মেছি, তা এখন পণ্ডিতদের তর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেদব্যাস। ও, পণ্ডিতরা শ্রান্ত হন নি এখনও আপনার সম্বন্ধে! তা হ'লে আপনি আধুনিক। আপনার নামটি জানতে পারি কি ?

পঞ্চম ছায়ামূর্ত্তি। কালিদাস দেবশর্ম্মণঃ।

বেদব্যাস। ভারতভূমির কোন্ অঞ্চলে ছিলেন আপনি ?

কালিদাস। উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলাম।

বেদব্যাস কালিদাসকে অর্ব্বাচীন মনে করিয়াই সম্ভবত আর বাক্যালাপ করিলেন না। বাল্মিকী, হোমার এবং উপনিষদের ঋষি ইতিমধ্যে দূরে সরিয়া একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বেদব্যাসও তাহাই করিতে লাগিলেন। কালিদাস একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কালিদাস। এ দিব্যাঙ্গনাগুলি কে ? গন্ধর্ব্বকন্যা, কিন্নরী, দেববালা, না মানবী ? আশ্চর্য্য রূপ, আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর !

দেখিতে দেখিতে দূরে সরিয়া গেলেন। ইহার ঠিক পরেই আরও তিনজন আসিলেন। ইঁহাদেরও চারিদিকে একটা কুয়াশার আবরণ, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ বলিয়া লোকগুলিকে চেনা যায়। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে গড়ন দেখিয়া ভার্জিলকে, লম্বা মুখ, ভারী চোয়াল, বহির্ম্মুখী পুরু অধর, সম্মুখে-ঈষৎ-ঝুঁকিয়া-পড়া দেহ, শুকচঞ্চু নাসা, ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, চাপ দাড়ি, গম্ভীর বিষণ্ণ বদন, শান্ত গমনভঙ্গি দেখিয়া দান্তেকে এবং 'কলার' দেখিয়া শেক্স্পিয়ারকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। শেক্স্পিয়ার আড়চোখে একবার ভার্জিলকে, একবার দান্তেকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। দান্তে গভীর ঔদাসীন্যভরে কাহাকেও এবং কিছুই দেখিতেছিলেন না। ভার্জিল অবাক হইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

ভার্জিল। বাই থিওক্রিটাস—এ যে—

কথা শেষ করিতে পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। দান্তে এতক্ষণ কাহারও দিকে চাহিয়া দেখেন নাই, এই উচ্ছ্বাসোক্তিতে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দেখিলেন এবং ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।

শেক্‌স্পিয়ার। [ভাজিলকে থিয়েটারি কায়দায় অভিবাদন করিয়া] আপনার মত একজন স্থরসিক ব্যক্তির পরিচয় লাভ করবার সৌভাগ্য হবে কি আমার ?

ভার্জিল। আমার পরিচয় ? আমি একজন কেল্‌ট চাষার ছেলে, ইটালির বাইরে মান্‌টুয়াতে জন্ম হয়েছিল আমার।

দান্তের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইল।

শেক্‌স্পিয়ার। চাষার ছেলে ? হ'লেই বা! অন্তে বলে, আমি নাকি কসাইয়ের ছেলে। [সগর্বে] অথচ আমার বাবার যে কোর্ট অব আর্ম্‌স ছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আপনি কার ছেলে তা জেনে অবশ্য সুখী হলাম, কিন্তু আপনার পরিচয় জানবার কৌতূহল আমি সম্বরণ করতে পারছি না।

ভার্জিল। [সহাস্যে] আমি গেঁয়ো মানুষ, পিতার পরিচয়েই নিজের পরিচয় দিয়ে থাকি। [একটু চুপ করিয়া থাকিয়া] আমার বাবা চাষা ছিলেন বটে, কিন্তু অবস্থা নেহাত খারাপ ছিল না আমাদের। আমাদের চাষবাস ছাড়া বনকর ছিল, মৌমাছি পালন করতাম আমরা, বাবা আমাকে লেখাপড়া শিখতে প্রথমে ক্রিমোনা, তারপর মিলানে পাঠান।

শেক্‌স্পিয়ার। [বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া] ও, তা হ'লে মস্ত বড় একজন বিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হ'ল আমার!

ভার্জিল। বিদ্বান ব'লে কিন্তু কোন খ্যাতি হয় নি আমার, আমার সামান্য যা খ্যাতি তা কবি হিসেবে।

শেক্‌স্পিয়ার। তাই বলুন।

থিয়েটারি কায়দায় পুনরায় অভিবাদন করিলেন। দান্তের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইল

শেক্‌স্পিয়ার। আপনি কবি! এর চেয়ে বড় পরিচয় মানুষের আর হতে পারে না।

ভার্জিল। [সসঙ্কোচে] সামান্য গ্রাম্য কবি আমি, আমার একলোগ্‌স—

দান্তে। একলোগ্‌স!

ভার্জিল। হ্যাঁ, এক্‌লোগ্‌স ব'লে একটা কবিতাগুচ্ছ আছে আমার, আসেনিয়াস পোলিও অবশ্য প্রশংসা করেছিল বইটার—

দান্তে। জর্জিক্‌স, ইনিড কি আপনারই লেখা?

ভার্জিল। হ্যাঁ, ও বই দুটো পরে লিখি। জর্জিক্‌সটা অক্টেভিয়াসকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে, আর ইনিডটা অগাস্টাসের ফরমাশে লিখতে হয়েছিল, কিন্তু—

দান্তে। আপনি ভার্জিল?

ভার্জিল। [চোখ-মিটিমিটি করিয়া] হ্যাঁ? আপনি, আপনাকে তো ঠিক—

দান্তে সহসা নতজানু হইয়া অভিবাদন করিলেন। শেক্‌স্পিয়ার shrug করিয়া একটু সরিয়া গেলেন

দান্তে। আপনি আমার আদর্শ, আপনারই কৃপায় সংসারের জটিল অরণ্যে পথ খুঁজে পেয়েছি আমি, আমার কমেডিয়াতে আপনিই প্রথম পথপ্রদর্শক, বিয়াত্রিচের কাছে আপনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন আমাকে—

ভার্জিল। আমি! কই, আমার তো কিছুই মনে নেই!

দান্তে। [উঠিয়া দাঁড়াইলেন] মানুষ ভার্জিলকে আমি দেখেছি, শুধু দেখি নি, পূজা করেছি।

শেক্‌স্পিয়ার একটু দূরে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উভয়কে লক্ষ্য করিতেছিলেন। সহসা যেন কি একটা কথা মনে পড়িয়া যাইতে আগাইয়া আসিলেন

শেক্‌স্পিয়ার। যদি অনুমতি দেন—আচ্ছা থাক, আপনাদের আলাপে বাধা দেব না।

ভার্জিল। কি বলুন?

শেক্‌স্পিয়ার। আপনি কি জুলিয়াস সীজারকে দেখেছিলেন?

ভার্জিল। দেখেছিলাম বইকি, তাঁকে যখন খুন করে, তখন আমি রোমে রেটরিক আর ফিলজফি পড়ছি।

শেক্‌স্পিয়ার। লোকটা আসলে কি রকম ছিল বলুন তো?

ভার্জিল। ট্রায়াম্‌ভিরেটের সবাই যেমন তেমনই। বাইরে হিতৈষী জননায়ক, অন্তরে অহঙ্কারী ক্ষমতাপ্রিয় স্বার্থপর।

শেক্‌স্পিয়ার। ও!

ভার্জিল। হঠাৎ তার কথা মনে পড়ল কেন?

শেক্‌স্পিয়ার। শেক্‌স্পিয়ার ব'লে একজন নাট্যকার তাকে মস্ত একটা হিরো খাড়া ক'রে নাটক লিখেছে একখানা। আপনাকে দেখে হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল কথাটা।

দান্তে। [ভার্জিলকে] আপনি এখানে কেন?

ভার্জিল। সুরের টানে চ'লে এলাম। তুমি?

দান্তে। আমি? আমি ঘুরেই বেড়াচ্ছি কেবল। পৃথিবীতে শেষজীবনটা এর ওর তার দুয়ারে ঘুরেছি, ম'রেও শান্তি পাই নি, প্রেতের মত মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখানে কেন এসেছি জানি না, হয়তো সুরেরই মোহে, হয়তো—

ভার্জিল। এমন উদ্‌ভ্রান্ত কেন তুমি?

দান্তে। পৃথিবীতে বড় কষ্ট পেয়ে এসেছি। [সহসা] জানেন, কবর থেকে তুলে আমার হাড়গুলো পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিত ওরা, যদি র‍্যাভেনার নাগরিকরা বাধা না দিত?

ভার্জিল। [স্নেহভরে শান্তকণ্ঠে] মর্ত্ত্যের কথা ভুলে যাও, চল, গান শুনবে চল, এস।

ভার্জিলের পিছু পিছু দান্তে দূরে চলিয়া গেলেন। শেক্‌স্পিয়ার কোমরে হাত দিয়া আকাশের দৃশ্যটা দেখিতে লাগিলেন

শেক্‌স্পিয়ার। মন্দ নয়। যদি সুযোগ থাকত, তা হ'লে—এ আবার কে?

অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অন্ধ মিল্টন প্রবেশ করিলেন

মিল্টন। [অর্দ্ধ-স্বগত]

A little onward lend thy guiding hand
To those dark steps, a little farther on.

শেক্‌স্পিয়ার। কে আপনি?

মিল্টন। আপনি কে, পাব্লিক অফিসার?

শেক্‌স্পিয়ার। বাই জোভ, না। এখানে পাব্লিক কোথায় যে পাব্লিক অফিসার থাকবে?

মিল্টন। এটা কি Prison in Gaza নয়?

শেক্‌স্পিয়ার। এখানে prisonও নেই, tavernও নেই। একটা tavern খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়ে গেছি, কোথাও কিছু নেই।

মিল্টন। গান শুনে মনে হচ্ছিল, বুঝি Gazaর prisonএর কাছাকাছি festival হচ্ছে। Samson Agonistesএ যা কল্পনা করেছিলাম, তাই বুঝি হঠাৎ বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। এ জায়গাটা তা হ'লে কি Chaos?

শেক্‌স্পিয়ার। কি যে তা জানি না ঠিক।

মিল্টন। আপনিও আমার মত অন্ধ নাকি?

শেক্‌স্পিয়ার। অন্ধ নই, কিন্তু মনে হচ্ছে, হ'লে ভাল হ'ত, এমন কল্পনা আর বাস্তবের দোটানায় পড়তে হ'ত না। চোখ থেকে মুশকিল হয়েছে, দেখছি এক রকম, মনে হচ্ছে আর এক রকম।

মিল্টন। কি দেখছেন?

শেক্‌স্পিয়ার। দেখছি, অন্ধকার মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্র জ্বলছে, রূপসী যুবতী কয়েকজন গান গাইছেন, আর তাঁদের সামনে দুলছে বিরাট একটা আলোর জাল, মনে হচ্ছে, অনেকগুলো বিদ্যুৎ যেন স্থির হয়ে গেছে হঠাৎ একসঙ্গে।

মিল্টন। [সাগ্রহে] আলো! আলোর জাল!

শেক্‌স্পিয়ার। হ্যাঁ।

মিল্টন। কি মনে হচ্ছে আপনার?

শেক্‌স্পিয়ার। প্রথমেই মনে হয়েছিল, সুযোগ থাকলে আমার মিডসামার নাইট্‌স ড্রীমে এই সীনটা ঢুকিয়ে দিতাম।

মিল্টন। মিড্‌ সামার নাইট্‌স ড্রীম! আপনি কে?

শেক্‌স্পিয়ার। উইলিয়াম শেক্‌স্পিয়ার।

মিণ্টন। শেক্‌স্পিয়ার! [দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া] কই, কোথা আপনি?

শেক্‌স্পিয়ার। এই যে, কেন?

একটু সরিয়া আসিতেই মিণ্টন তাঁহাকে আবেগভরে জড়াইয়া ধরিলেন

শেক্‌স্পিয়ার। [স্বগত] আহা, লোকটা যদি মেরী ফিটন হ'ত!

মিণ্টন। আপনাকে যে এমন ভাবে পাব, তা কোন দিন কল্পনাও করি নি আমি। জানেন, সাহিত্য-জগতে আমার প্রথম প্রবেশ আপনার সেকেণ্ড ফোলিও এডিশনে।

শেক্‌স্পিয়ার। আমার নাটকের এডিশন হয়? বেন জন্‌সন বলত—

হঠাৎ উত্তেজিতভাবে গেটে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং ইঁহাদের উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া লুব্ধদৃষ্টিতে মিউজদের দিকে চাহিয়া রহিলেন

শেক্‌স্পিয়ার। [অর্দ্ধস্বগত] লোকটি রসিক আছে।

গেটে। [আপন মনে] গ্রেট চেন্? ক্যাথারিন? ফ্রেডারিক? বুফ? লারোচে? স্টীন? ভুলপিয়াস? মেরিয়েন? [কিছুক্ষণ দেখিয়া] না, এরা তারা নয়।

শেক্‌স্পিয়ার আগাইয়া গেটের কাছে গেলেন। মিণ্টন কেমন যেন তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার ঠোঁট নড়িতে লাগিল, মনে হইল, যেন তিনি মনে মনে কিছু আবৃত্তি করিতেছেন

শেক্‌স্পিয়ার। [ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গীতে] যদি অনুমতি করেন—

গেটে। [ঘাড় ফিরাইলেন] আমাকে বলছেন?

শেক্‌স্পিয়ার। হ্যাঁ।

গেটে। কি বলুন?

শেক্‌স্পিয়ার। আপনি এখনই যে সুমিষ্ট নামগুলি উচ্চারণ করলেন, সেগুলি কি ওই সুন্দরীদের নাম? ওঁদের সম্বন্ধে আমারও কৌতূহল কিঞ্চিৎ উদ্রিক্ত হয়েছে।

গেটে। আমি যাঁদের নাম করলাম, তাঁরা মর্ত্ত্যলোকে আমার প্রণয়িনী ছিলেন।

শেক্‌স্পিয়ার। এতগুলি!

গেটে। আপনি বায়োলজি পড়েছেন?

শেক্‌স্পিয়ার। না।

গেটে। পড়লে বিস্মিত হতেন না। কোথা বাড়ি ছিল আপনার?

শেক্‌স্পিয়ার। ইংল্যাণ্ডে।

গেটে। ইংল্যাণ্ডে, তাই। জার্মেনিতে হ'লে এত বিস্মিত হতেন না। একটু পরে] অবশ্য ইংল্যাণ্ডে একটি লোক ছিলেন, তিনিও বিস্মিত হতেন না।

শেক্‌স্পিয়ার। কে তিনি?

গেটে। উইলিয়াম শেক্‌স্পিয়ার।

শেক্‌স্পিয়ার। ও।

গেটে মিউজদের দিকে চাহিতে চাহিতে দূরে সরিয়া গেলেন

শেক্‌স্পিয়ার। চলুন, মিস্টার—ভাল কথা, আপনার নামটাই জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

মিল্টন। জন মিল্টন।

শেক্‌স্পিয়ার। চলুন মিস্টার মিল্টন, একটু অগ্রসর হওয়া যাক। ও কি, আপনি খোঁড়াচ্ছেন কেন?

মিল্টন। গাউট আছে আমার।

উভয়ে অপসৃত হইলেন। গান করিতে করিতে বিদ্যাপতির প্রবেশ

বিদ্যাপতি। কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়ে আদি অবসানা
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা

বিপরীত দিক দিয়া চণ্ডীদাসের প্রবেশ

চণ্ডীদাস। ওই, বিদ্যাপতি নাকি হে?

বিদ্যাপতি। [সবিস্ময়ে] চণ্ডীদাস!

চণ্ডীদাস। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

বিদ্যাপতি। তার মানে?

চণ্ডীদাস। এ দেবলোকেও তোমাকে দেখে যতটা আনন্দ পেলাম, এমন আর কিছুতে পাই নি ভাই, এমন কি ওই দেবীদের দেখেও না।

বিদ্যাপতি। তবু চল, তামাসাটা দেখাই যাক।

চণ্ডীদাস। হ্যাঁ, দেখতে হবে বই কি।

উভয়ে সরিয়া গেলেন। গল্প করিতে করিতে শেলী ও কীট্স প্রবেশ করিলেন। শেলী তাঁহার দীর্ঘ অবিন্যস্ত চুলে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিয়া সেগুলিকে আরও অবিন্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন

কীট্স। সত্যি?

শেলী। হ্যাঁ, সত্যি। এরিয়েল ডুবে গেল, আমি তলিয়ে গেলাম; তোমার কবিতার বইটা পকেটে ছিল আমার, তারপর কিছুদিন পরে ভেসে উঠলাম; বায়রন, লে হাণ্ট, ট্রেলনি সমুদ্রের ধারে চিতা সাজিয়ে আমার শবটাকে মদে ভিজিয়ে পুড়িয়ে ফেললে।

কীট্স। পুড়িয়ে ফেললে?

শেলী। পুড়িয়ে ফেললে।

কীট্স। কিন্তু তুমি তো ঠিক তেমনই আছে দেখছি।

শেলী হাসিয়া উঠিলেন

শেলী। ওরা পাগল, তাই পোড়াবার চেষ্টা করেছিল আমাকে। আগুনকে কখনও পোড়ানো যায়? [কীট্সের চিবুক ধরিয়া] অ্যাডোনিস কখনও মরে? [সহসা] হ্যাঁ, একটা কথা শুনেছ? প্রমেথিউস আবার বন্দী হয়েছে, আবার ঈগলে তার লিভার ছিঁড়ে খাচ্ছে।

কীট্স। তাই নাকি?

শেলী। খবরটা পেয়েই আমি জিউসের খোঁজে যাচ্ছিলাম।

কীট্‌স। কেন, জিউসের কাছে কেন ?

শেলী। এবার জিউস তাকে বন্দী করে নি, করেছে ম্যামন। আমি ভাবছি, প্রমেথিউস ক্যান নেভার বি বাউণ্ড ব'লে আর একটা কবিতা লিখব।

কীট্‌স। কিন্তু এখানে ছাপাখানা আছে কি ?

শেলী। সেইজন্যেই তো জিউসের কাছে যাচ্ছিলাম, তাঁকে বলব একটি সুন্দর পাখী সৃজন করুন আপনি, সোনার মত তার পালকের রং হবে, প্রবালের মত চঞ্চু, নীলকান্তমণির মত চোখ, কণ্ঠস্বর হবে অর্ফিউসের বাঁশীর মত সেই পাখী আমার কবিতা গেয়ে বেড়াবে পৃথিবীর আকাশে আকাশে।

কীট্‌স। [উৎসাহিত] চমৎকার হবে, কি বললেন জিউস ?

শেলী। জিউসের কাছে যাওয়া হ'ল কই, এদের গান শুনে চ'লে এলাম। এরা কে বল তো ?

কীট্‌স। জানি না। মনে হচ্ছে, যেন একটা নূতন ধরনের গ্রীসিয়ান আর্ন জীবন্ত হয়ে উঠেছে আকাশপটে !

শেলী। যা বলেছ, চল, আর একটু এগিয়ে ভাল ক'রেই দেখা যাক।

উভয়ে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ ওমর খৈয়াম প্রবেশ করিলেন। চলনে, দৃষ্টিতে, হাস্যে, গমনভঙ্গিমায় পাকা এপিকিউরানকে চেনা যাইতেছে। আকাশের দিকে চাহিয়া সহাস্য ভ্রূভঙ্গিসহকারে সুন্দরীদের একে একে তিনি নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন

ওমর খৈয়াম। শুধু কতকগুলো রঙিন পেয়ালা ! সরাব কই ?

মাথা নাড়িলেন, শুভ্র দাড়িতে একবার হাত বুলাইলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরেই অবনত মস্তকে চিন্তাকুল আননে কালো ফ্রক কোট ও পাঁশুটে রঙের ট্রাউজার পরিহিত আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রশস্ত শুভ্র উন্নত ললাট, রক্তাভ কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশদাম, রোম-লেশ-হীন পরিচ্ছন্ন মুখমণ্ডল, সুবর্ণ লোহিতাভ প্রতিভা-তীক্ষ্ণ চক্ষু, দৃঢ়নিবদ্ধ বঙ্কিম ওষ্ঠাধর। ভিক্টর হিউগো।

হিউগো। রোবেস্‌পেয়ার ! রোবেস্‌পেয়ারের মতটাই কি ঠিক ?

খানিকক্ষণ আনত-আননে চিন্তা করিলেন

বিদ্রোহ ? ভেঙে ফেলাটাই কি সব সময়ে সমীচীন ? কিন্তু এ কি—

সহসা মিউজদের সঙ্গীত থামিয়া গেল। একটা দূরাগত গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষ ক্রমশ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এক বিরাট ঈগলবাহিত স্বর্ণসিংহাসন উর্দ্ধলোক হইতে নামিয়া আসিল। সিংহাসনে সৌম্যমূর্ত্তি বজ্রপাণি আকাশদেবতা জিউস বসিয়া আছেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থেমিস, ইউরিনোম, ডেমিটির, পার্সেফন, নেমোসাইন, লেটো, অ্যাপোলো, ডাওনি, অ্যাফ্রোডাইটি এবং অ্যাথেনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অ্যাপোলোর হাতে লরেলের একটি মুকুট (ডায়াডেম) রহিয়াছে। মিউজগণ এবং ডায়ানাও আসিয়া ইঁহাদের সহিত যোগ দিলেন ও জিউসের সিংহাসনের দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে সমাগত কবিগণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলেন। হোমার ও মিল্টন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু সঙ্গীত বন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাঁহারা উভয়েই উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

জিউস। হে শ্রেষ্ঠ কবিগণ, আজ এক বিশেষ কারণে আপনাদের সকলকে একত্রিত করেছি, পৃথিবীর সমূহ বিপদ সমুপস্থিত, ক্ষিপ্ত মানবগণ নৃশংস হিংস্রতায় পুনরায় সভ্যতাকে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলছে, জল স্থল অন্তরীক্ষ কোথাও শান্তি নেই। আপনারা কবি, আপনারা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, আপনারা নিয়ামক, আপনারাই মানব-সমাজের প্রকৃত নেতা। আপনারা এক সভা আহ্বান ক'রে এর প্রতিবিধানের চেষ্টা করুন। এ যুদ্ধ নিবারণ করা দেবতার সাধ্যাতীত, কারণ দেবতার প্রতি মানবেরা আস্থা হারিয়েছে। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা অ্যাপোলো-জননী লেটোর অভিমত—আপনাদের সাহায্য ব্যতীত এ সমরানল নির্ব্বাপিত করা অসম্ভব। শ্রীযুক্তা লেটোর ধারণা সুস্থ অসুস্থ সর্ব্বপ্রকার মানবই এখনও আপনাদেরই বশীভূত। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা এ বিষয়ে যত্নশীল হোন। এইবার সভাপতি নির্ব্বাচন করা যাক তা হ'লে। এ সভার সভাপতি-পদ কে অলঙ্কৃত করবেন ? অ্যাথেনা, তুমি কি বল ?

অ্যাথেনা। হোমার।

নেমোসাইন। হোমারকে এ সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করা আমাদের পক্ষে অশোভন হবে, সকলে বলবে, আমরা পক্ষপাতিত্ব করেছি। আমি বাল্মীকির নাম প্রস্তাব করি।

থেমিস। আমার মতে এ সভায় বাল্মীকি অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি উপনিষদের ঋষি। উনিই ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক।

ইউরিনোম। আমি বেদব্যাসকে আহ্বান করছি।

অ্যাফ্রোডাইটি। আমার কিন্তু পছন্দ মহাকবি কালিদাসকে। নর-নারীর সুখ-দুঃখের কবি উনি।

ডেমিটির। পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, পৃথিবীর সভ্যতা নির্ভর করে কৃষকদের উপর। সুতরাং জর্জিক্সের কবি ভার্জিলকেই আমি সভাপতি-পদে বরণ করতে চাই।

প্রথম মিউজ। চণ্ডীদাসও গ্রাম্য কবি, ওঁর সুমিষ্ট সঙ্গীতে পাষাণও বিগলিত হয়, উনি ইচ্ছে করলে অনায়াসে এ কলহ নিবারণ করতে পারেন, এ সভার উনিই নেতা হোন।

দ্বিতীয় মিউজ। বিদ্যাপতিই বা কিসে কম?

পার্সেফন। তোমরা একটা বিষয়ে ভুল করছ, মধুরকণ্ঠ হ'লেই হবে না শুধু। যে পৃথিবী নরকে পরিণত হয়েছে, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে স্বর্গসুষমা দান করতে হবে। কমেডিয়ার কবি দান্তে ছাড়া এ কাজ আর কেউ পারবেন না। তিনি শুধু কবি নন, যোদ্ধাও, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে তাঁর।

ষষ্ঠ মিউজ। জীবন-দর্শনের মহাকবি ওমর খৈয়ামকে আমি অভিবাদন করি। তিনিই এ ভার গ্রহণ করুন।

তৃতীয় মিউজ। স্বর্গ নরক স্বপ্ন বাস্তব বহুবিধ মানবের বহুবিধ সুখ-দুঃখ-আশা-আশঙ্কা বহুকালাবধি যিনি রঙ্গমঞ্চে মূর্ত্ত করেছেন, সেই শেক্স্পিয়ার থাকতে আর কি কারও সভাপতি হওয়া সম্ভব?

চতুর্থ মিউজ। গম্ভীর উদাত্ত সুরে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যিনি স্বচ্ছন্দে বিহার করেছেন, যিনি জীবনে কখনও কোন অন্যায়ের সমর্থন করেন নি, যাঁর নৈতিক আদর্শ মাউণ্ট অলিম্পাসের মতই ঋজু ও সমুন্নত, সেই মহাকবি মিল্টনকেই আমি এই সভায় সভাপতি-পদ বিভূষিত করতে অনুরোধ করি।

লেটো। আমি কিন্তু বরণ করতে চাই, কবি নাট্যকার দার্শনিক গেটেকে। তাঁর নাট্য-প্রতিভা যুগান্তকারী, গীতিকবিতা সুধানিষ্যন্দী, দর্শন চিরন্তন সত্য-সন্ধানী। তিনি শুধু ভাব-বিলাসী কবি নন, তিনি বৈজ্ঞানিকও। কৃষিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা সমস্তই আজীবন চর্চ্চা করেছেন তিনি, বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন, যুদ্ধ করেছেন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে, রাজ্যশাসন করেছেন ডিউকের সহচররূপে—তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কে আছে এ সভায় ?

পঞ্চম মিউজ। কিন্তু এই যুদ্ধের কারণ বৃদ্ধ কুচক্রীদের স্বার্থপরতা। আমাদের আদর্শ যৌবন, প্রেম, মুক্তি, আর সে আদর্শের ধ্বজাবাহক মহাকবি শেলী। শেলী ছাড়া এ আদর্শ আর কে প্রচার করতে সক্ষম, তা তো আমি জানি না।

ডায়েনা। কীট্স।

ষষ্ঠ মিউজ। (সশ্লেষে) কেন, উনি এন্‌ডিমিয়নের কবি ব'লে ?

সপ্তম মিউজ। আমি আহ্বান করছি ওই উন্নতললাট প্রতিভা-প্রদীপ্ত ফরাসী মহাকবি ভিক্টর হিউগোকে। উনি শুধু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নন, উনি দীনদরিদ্রের বন্ধু, স্বাধীনতা-মন্ত্রের উদ্গাতা, ফ্রেঞ্চ রেভলুশনের কবি।

ষষ্ঠ মিউজ। ওঁর মতের ঠিক নেই, উনি প্রথমে রয়ালিস্ট ছিলেন।

জিউস। [আদেশের ভঙ্গিতে] তর্ক ক'র না ইরাটো।

ষষ্ঠ মিউজ চুপ করিল।

জিউস। [কবিগণকে] আপনাদের কারও যদি কিছু বলবার থাকে বলুন।

উপনিষদের ঋষি। যে অদ্বিতীয় প্রচ্ছন্নাভিপ্রায় পরম পুরুষ নানা শক্তিযোগে নানা বিষয়ের সৃষ্টি করেন, একমাত্র তিনিই এ বিরোধের অবসান করতে পারেন। সেই পরম পুরুষের প্রেরণা-লাভ সাধনা-সাপেক্ষ, সভা ক'রে তা হবে না।

জিউস। [সবিস্ময়ে] কি ক'রে জানলেন ?

উপনিষদের ঋষি। [দৃঢ় প্রতীতি সহকারে]—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল

জিউস। আর কেউ কিছু বলবেন ?

হোমার। আমি এ দায়িত্ব নিতে অক্ষম। আমার বক্তব্য আমি আমার কাব্যে ব'লে এসেছি, তার বেশি আমার আর বলবার কিছু নেই। মর্ত্ত্যবাসীরা আমাকে অন্ধ ক'রে দিয়েছিল, তাদের সংস্রবে যাওয়ার বাসনাও নেই আমার।

বাল্মীকি। মর্ত্ত্যের যে স্মৃতিটি কাঁটার মত আমার মর্ম্মমূলে বিঁধে আছে, সেটি সুখস্মৃতি নয়।

জিউস। কেন, কি হয়েছিল ?

বাল্মীকি। আমার সীতাকে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করেছিলাম, তবু সে চিরদুখিনী, তবু তাকে পাতালপ্রবেশ করতে হ'ল। মর্ত্ত্যের ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে অনুরোধ করবেন না আমাকে।

বেদব্যাস। কবিগুরু বাল্মীকি যে ভার নিতে পরাঙ্মুখ, আমি সে ভার নিতে যাব কোন সাহসে ? আমাকে ক্ষমা করুন আপনারা।

জিউস। কালিদাস ?

কালিদাস। [সকাতরে] পাত্রস্থ তৈল ও বর্ত্তিকা নিঃশেষ হ'লে উষাকালীন দীপশিখা যেরূপ নির্ব্বাণোন্মুখ হয়, আমারও সেই দশা, অন্ধকার বিদূরিত করবার সামর্থ্য নেই আমার।

ভার্জিল। আমারও নেই। তাছাড়া আমার বিশ্বাস, মানুষ চিরকালই পৃথিবীতে মারামারি কাটাকাটি করবে, ওসব হট্টগোল থেকে দূরে স'রে থাকাই ভাল।

জিউস। এ ধারণা কেন হ'ল আপনার কবি ?

ভার্জ্জিল। অভিজ্ঞতা থেকে।

জিউস। চণ্ডীদাস, আপনি ?

চণ্ডীদাস। প্রণয়-কলহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কলহের সমাধান করবার কৌশল আমার জানা নেই।

বিদ্যাপতি। রাজা শিবসিংহ আর লছিমা দেবী যদি জীবিত থাকতেন, তা হ'লে তাঁদের সাহায্যে হয়তো আমি কিছু চেষ্টা করতে পারতাম। তাঁদের অবর্ত্তমানে মর্ত্ত্যের ব্যাপারে আমি অসহায়।

দান্তে। মর্ত্ত্যের ব্যাপারে আমার বহু অভিজ্ঞতা আছে। ঘিবেলাইনদের পক্ষ নিয়ে গুয়েলফ্‌দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে পোপ অষ্টম বনিফিসের কিছু পরিচয় পেয়েছি, বিয়াঙ্কি আর নেরিদেরও চিনি, নির্ব্বাসনে লর্ড অফ ভেরোনার বাড়িতে পরভৃতের মত সসঙ্কোচে বাস ক'রে এসেছি, গুইডো নোভেলের চাকরিও করেছি কিছুদিন ; আমার ডি মনার্কিয়া বইখানাতে লীগ অফ নেশনের আভাস দিয়েছিলাম, সেখানা কার্ডিনাল পোল্‌গেট পুড়িয়ে দিয়েছে শুনেছি, এর পর আমার কাছ থেকে আর কি আশা করেন আপনারা ? আমার জীবনের যা আদর্শ, মর্ত্ত্যে তার কোন মূল্য নেই।

শেক্‌স্পিয়ার। মর্ত্ত্যের থিয়েটারে তার মূল্য আছে। আদর্শবাদী ব্রুটাস, আদর্শবাদী হ্যাম্‌লেট নিজেরা মরেছিল বটে, কিন্তু থিয়েটার খুব জমেছিল। কিন্তু আমার দল ভেঙে গেছে, থিয়েটারও আর আমি জমাতে পারব না।

ওমর খৈয়াম। আমারও সেই দশা। সেই সাকী, সেই সরাব, সেই গোলাপ সেই বুলবুল, সেই সরাইখানা কিছু নেই। হোটেল রেডিও সিনেমার যুগে আমি অচল।

জিউস। মহাকবি মিল্টন ?

মিল্টন। মর্ত্ত্যে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছিল কবিতা লিখে নয়, ক্রম্‌ওয়েলের চিঠির ল্যাটিন তর্জ্জমা ক'রে এবং ধর্ম্ম আর রাজনীতি নিয়ে প্যাম্‌ফ্লেট লিখে [হাসিলেন] সে সুখও অবশ্য বেশি দিন থাকে নি, প্রোটেক্‌-

টরেটের পর রেস্টোরেশন এসেছিল, হাতে হাতকড়ি পড়েছিল, জরিমানা দিতে হয়েছিল। [সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া] যেখানে বিবাহিতা স্ত্রী পালিয়ে যায়, মেয়ে বাপকে যন্ত্রণা দেয়, স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার যুক্তি দেখিয়ে এরিওপ্যাজেটিকা লিখতে হয়, সেখানে—

Which way I flee is Hell, my self an Hell
And in the lowest deep a lower deep
Still threatening to devour me opens wide.

অভিভূত হইয়া থামিয়া গেলেন

গেটে। আমি এবার উঠি।

জিউস। এ বিষয়ে কিছু ব'লে যান।

গেটে [হাই তুলিয়া] আমি দার্শনিক স্পাইনোজার শিষ্য, আমি প্রকৃতির উপাসক। প্রকৃতি মানুষকে যে পথে নিয়ে চলেছে তাতে বাধা দেবার আমার প্রবৃত্তিও নেই, সামর্থ্যও নেই। [শেলীকে দেখাইয়া] এঁরা তরুণ, এঁরা হয়তো কিছু—

শেলী। আমি বর্ত্তমানে বাস করি না, আমি বাস করি ভবিষ্যতে। যে ঝ'ড়োহাওয়া শুষ্ক শীর্ণ পীত বিবর্ণ পাতার রাশিকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের মুখে, সেই ঝ'ড়ো হাওয়াই সঙ্গে সঙ্গে বপন ক'রে চলেছে নূতন সৃষ্টির বীজ। আমি ভবিষ্যতের শ্যামস্নিগ্ধ কোমল কিশলয়দের দেখতে পাচ্ছি। যুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনই নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে ভবিষ্যতে।

জিউস। [কীট্‌সকে] আপনিও কি কিছু করবেন না মর্ত্ত্যের জন্যে, যাকে এত ভালবাসতেন একদিন ?

কীট্‌স। ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনখানা কি এখনও আছে মর্ত্ত্যে ?

জিউস। আছে।

কীট্‌স। তা হ'লে আমি মর্ত্ত্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমি দূর থেকেই তার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকব।

হিউগো। সেই ভাল। আমি ওদের মুক্তির জন্যে কি না করেছি? নাটক, উপন্যাস, কাব্য, বক্তৃতা কিছু বাকি রাখিনি—কিন্তু ফল হয়েছে কি? আমার জীবনলেখক বলেছেন যে, আমার ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস থিয়েটারি উচ্ছ্বাস মাত্র! আমার আর প্রবৃত্তি নেই ওসবে।

জিউস। আপনারা সকলেই যদি অসম্মত হন, তা হ'লে আমাকে নিজের রাজকীয় ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে। [অ্যাপোলোকে] অ্যাপোলো, তোমার যাকে খুশি সভাপতি কর। দাও, ডায়াডেম পরিয়ে দাও।

ময়রের পক্ষবিধুনন-শব্দ শোনা গেল। ঝড়ের বেগে হীরা দেবী প্রবেশ করিলেন

জিউস। অ্যাপোলো, সভাপতি বরণ কর।

হীরা। না, করবে না। আমি আকাশের সম্রাজ্ঞী, আমার আদেশ ব্যতীত অ্যাপোলো কিছু করতে পারে না।

জিউস। বেশ, তুমিই আদেশ দাও।

হীরা। দেব না, এঁদের একজনকেও পছন্দ নয় আমার।

জিউস। একজনকেও না?

হীরা। [তীব্রকণ্ঠে] না না, কাউকে নয়। সার্ব্বজনীন উদার দৃষ্টি এঁদের কারও নেই। একজনের আছে জানি, কিন্তু তিনি—

সহসা চতুর্দ্দিক ইন্দ্রধনুবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সপ্তাশ্ব-বাহিত হিরণ্ময় অরুণ-রথে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন; সকলেই সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অ্যাপোলো নির্নিমেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর নির্ভীক পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া তাঁহার মস্তকে লরেলের মুকুট পরাইয়া দিলেন। হীরা মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, বাধা দিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ। [সবিস্ময়ে] এ কি, এখানেও সভা নাকি!

চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। তাহার পর সহসা এতগুলি বিখ্যাত কবিকে একত্রিত দেখিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ক্ষণপরেই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া অভিজাত-সুলভ শ্রদ্ধাভরে সকলকে প্রণাম করিলেন।

যবনিকা

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৮

স্থান—মেয়েদের কলেজ-হস্টেলের একটি ঘর।

সময়—বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ ভাগ।

তারিখ—১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৮।

রাত্রি প্রায় দশটার কাছাকাছি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুরু গুরু গর্জ্জন শোনা যাইতেছে, কিন্তু এখনও বর্ষণ শুরু হয় নাই। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে যে সান্ধ্য-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সবেমাত্র ভাঙিয়াছে। চার পাঁচটি পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের মেয়ে কলরব করিতে করিতে ঘরটিতে প্রবেশ করিল। একজনের হাতে বিদ্যাসাগরের একখানি বাঁধানো ছবি। মেয়েগুলির সাজসজ্জা দেখিয়া মনে হয় না যে, তাহারা কোন গম্ভীর শোকসভা হইতে আসিতেছে, বরং মনে হয় তাহারা সিনেমা হইতে ফিরিল।

প্রথমা। বাবা বাবা বাবা! বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-বার্ষিকী, নয় তো, আমাদের মৃত্যু-বার্ষিকী, একটা ফাঁড়া যেন!

দ্বিতীয়া। যা বলেছিস, বক্তৃতা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা! লোকগুলো বলতে আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না।

তৃতীয়া। আজও আমার ডেন্‌টিস্টের কাছে যাওয়া হ'ল না, পরশুদিনই ফিলিংটা প'ড়ে গেছে, ভেতরে কিছু একটা ঢুকে গেলে আবার—। [সহসা চতুর্থাকে] তুই সেদিন মার্কেট থেকে এই শাড়িটা কিনলি বুঝি?

চতুর্থা। হ্যাঁ।

প্রথমা। রংটা আর একটু 'সোবার' হ'লে ভাল হ'ত।

দ্বিতীয়া। [অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া] ও তো আর তোমার পছন্দ অনুসারে শাড়ি কিনবে না।

চতুর্থা। [ঈষৎ কোপভরে] তোমাদের খালি ওই এক চিন্তা!

পঞ্চমা। তাতে দোষটা কি, ভাবী স্বামীর পছন্দ অনুসারে চলাই তো ভাল।

দ্বিতীয়া। আচ্ছা, কি কেলেঙ্কারি করলে বল দেখি আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট! বলবার ক্ষমতা নেই যখন, বলতে ওঠা কেন, আমতা আমতা ক'রে, ঘেমে, ঢোঁক গিলে—ছি—ছি!

চতুর্থা। সত্যি! আর আমাকে শুধু শুধু এই ছবিটা নিয়ে যেতে বললে কেন বল তো? ওরা বেশ বড় সুন্দর ছবি এনেছিল, আমি শুধু শুধু ব'য়ে মলুম এটা।

তৃতীয়া। বেচারী!

পঞ্চমা। ল কলেজের ছেলেটি বেশ বললে কিন্তু।

প্রথমা। আমি শুনি নি।

পঞ্চমা। কানে আঙুল দিয়ে ছিলি নাকি?

প্রথমা। আমি শুধু দেখছিলাম তাকে।

দ্বিতীয়া। সত্যি, কি মিষ্টি দেখতে ছেলেটি!

তৃতীয়া। [চতুর্থাকে] তোর কিন্তু এমন ভাবে সেজেগুজে যাওয়াটা ঠিক হয় নি।

চতুর্থা। [ফোঁস করিয়া উঠিল] আহা, তবু যদি ওঁকে মাসে দুবার ক'রে না দেখতে আসত!

তৃতীয়া। [গালে হাত দিয়া] আমাকে মাসে দুবার ক'রে দেখতে আসে!

চতুর্থা। না এলে সেজেগুজে সিনেমাতে পার্টিতে যাওয়ার অত ঘটা কেন? আমরা যেন বুঝি না কিছু!

তৃতীয়া। যত সব বাজে কথা।

রোষভরে বাহির হইয়া গেল

প্রথমা। [চতুর্থাকে] তোর 'বেড পিল' আর আছে?

চতুর্থা। আছে।

প্রথমা। আমাকে দেতো ভাই একটা।

চতুর্থা টেবিলের উপর হইতে একটি ছোট লালরঙের কৌটা দিল

চতুর্থা। একটি মাত্রই আছে আর।

প্রথমা। যাই এবার, আমার চুল খুলতে বাকি এখনও। [দ্বিতীয়াকে] আয় না।

দ্বিতীয়া। যা না, আমি আসছি।

প্রথমা। না, আমার বড় ভয় করে ভাই ওই বারান্দাটা দিয়ে একা যেতে, ওখানকার বাল্‌বটাও আবার ফিউজ হয়ে গেছে।

চতুর্থা। বুড়ো ধাড়ি মেয়ে একথা বলতে লজ্জা করে না ?

প্রথমা। নিজে যা সাহসী, তা জানা আছে। সেদিন একটা কালো বেড়াল দেখে আঁতকে উঠেছিলেন।

চতুর্থা। বেড়াল দেখে আঁতকে উঠতে পারি, তোমাদের মত ভূতের ভয় আমার নেই।

প্রথমা। মিথ্যুক কোথাকার! [পঞ্চমাকে] তবে তুই আয়।

পঞ্চমা। চল. একে—একটা কথা ব'লে যাই থাম,

চতুর্থার কানে কানে কি যেন বলিল, উভয়েই একটু হাসিল

প্রথমা। তোদের ফুসফুস-গুজগুজের আর অন্ত নেই!

পঞ্চমা। চল এইবার।

পঞ্চমা ও প্রথমা বাহির হইয়া গেল

দ্বিতীয়া। আমাকে এইবার নোটটা দে ভাই, যাই। মেঘ করেছে বৃষ্টি নামবে বোধ হয়, আমার দিকের জানালা আবার খোলা আছে।

চতুর্থা। এই যে দিই, খুঁজতে হবে একটু।

দ্বিতীয়া। ছবিখানা নিয়ে ঘুরছিস কেন, টাঙিয়ে রাখ না। পেরেকের খোঁচ-টোঁচ লেগে অমন সুন্দর শাড়িখানা ছিঁড়ে যাবে আবার! কত পছন্দ ক'রে কিনে দিয়েছেন ভদ্রলোক।

চতুর্থা শেল্‌ফে 'নোট' খুঁজিতেছিল, এই কথায় ঘাড় ফিরাইয়া মুচকি হাসিল

দ্বিতীয়া। বাঁ দিকের ওই কোণের দিকে বসেছিলেন তো? দেখেছি আমি।

চতুর্থী একটি খাতা আনিয়া দ্বিতীয়াকে দিল। আকাশের গুরুগুরু গর্জ্জন স্পষ্টতর হইয়া উঠিল

দ্বিতীয়া। [সচকিত] আমি যাই। সত্যি, তোর সাহস আছে বলতে হবে, আমি মরে গেলেও এই সিংগল-সীটেড রুমে থাকতে পারতাম না।

দ্বিতীয়া চলিয়া গেল। চতুর্থী তখন বিদ্যাসাগরের ছবিটি যথাস্থানে টাঙাইয়া রাখিল। ক্ষণকাল ছবিটির পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কি ভাবিয়া একটি প্রণাম করিল। তাহার পর গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে আয়নার সম্মুখে গিয়া পোষাকী ঝুমকো হার প্রভৃতি গহনাগুলি খুলিয়া রাখিতে লাগিল। নিঃশব্দচরণে বিদ্যাসাগর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আয়নায় ছায়া পড়িতেই মেয়েটি ফিরিয়া দেখিল এবং বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল

মেয়েটি। কে আপনি?

বিদ্যাসাগর নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন

কে আপনি?

বিদ্যাসাগর। ভাল ক'রে চেয়ে দেখ দিকি, চিনতে পার কি না।

মেয়েটি চিনিবার চেষ্টা করিল

মেয়েটি। কই না, চিনতে পারছি না

বিদ্যাসাগর। তবে চললুম।

গমনোদ্যত

মেয়েটি। [আদেশের ভঙ্গিতে] দাঁড়ান।

বিদ্যাসাগর ফিরিলেন

বিদ্যাসাগর। কি?

মেয়েটি। আপনি রাত্রে এখানে এলেন কি ক'রে?

বিদ্যাসাগর। বিনা নিমন্ত্রণে সাধারণত আমি কোথাও যাই না। তোমরা আজ আমাকে স্মরণ করেছিলে তাই এসেছিলাম, তাড়িয়ে দিচ্ছ, চ'লে যাচ্ছি।

মেয়েটি। আপনাকে স্মরণ করেছিলাম!

বিদ্যাসাগর। অন্তত খবরের কাগজে তাই বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

অস্বস্তিকর সত্যটা সহসা মেয়েটার চেতনায় প্রতিভাত হইল। সে দেওয়ালের ছবিটার দিকে চাহিয়া আবার বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে চাহিল। বিদ্যাসাগর হাসিলেন

মনে হচ্ছে, যেন চিনেছ চিনেছ।

মেয়েটি। [রুদ্ধশ্বাসে] আপনি কি—?

বিদ্যাসাগর। [হাসিয়া] এখনই যে বড় বড়াই করছিলে, ভূতের ভয় নেই তোমার!

মেয়েটি ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

ভয় পেও না, কোন ভয় নেই তোমার, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।

মেয়েটি। [সবিস্ময়ে] আপনি বিদ্যাসাগর!

বিদ্যাসাগর। এতক্ষণে চিনতে পারলে যা হোক তবু।

মেয়েটি। আপনি ভূত হয়ে আছেন!

বিদ্যাসাগর। বর্ত্তমান যে নই, তার প্রমাণ তো তুমিই এখনই দিলে। সামনে এসে দাঁড়ালাম, তবু চিনতে পারলে না। চিনতে যদি বা পারলে, এখনও ভয় খাচ্ছ মনে মনে। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে এসেছিলাম, তা আর হ'ল না দেখছি। [একটু থামিয়া] আমার জন্যে আজ সন্ধ্যে থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছ, শোও এবার, অনেক রাত হয়েছে।

মেয়েটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

যাও, শোও গিয়ে। সকালে উঠে ভেবো, রাত্রে একটা ভূতের স্বপ্ন দেখেছিলে।

হাসিলেন

মেয়েটি। আপনার কথা শুনে আপনাকে কিন্তু আর ভয় করছে না আমার। ঠিক মনে হচ্ছে আপনি যেন বেঁচে আছেন।

বিদ্যাসাগর। বেঁচে আছি বই কি—[হাসিয়া] জীবন-চরিতের পাতায়। আমার কথা থাক, আর ভয় করছে না যখন, তোমার কথাই একটু বল শুনি। কোন্ শ্রেণীতে পড় তুমি ?

মেয়েটি। আমি এম. এ. পড়ি।

বিদ্যাসাগর। এম. এ. পড় ! বাঃ বাঃ, বড় সুখী হলাম। চন্দ্রমুখী যখন এম. এ. পাস করেছিল, তখন ভারী আহ্লাদ হয়েছিল আমার, তাকে একখণ্ড শেক্স্পীয়রের গ্রন্থাবলী উপহার দিয়েছিলাম। তোমার কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নি, নয় ?

মেয়েটি। না।

বিদ্যাসাগর। কেন, এখনও বিবাহ হয় নি কেন ?

মেয়েটি। আপনি এ কথা বলছেন ! আপনিই তো বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন শুনতে পাই।

বিদ্যাসাগর। আমাদের কালে বড্ড কচি কচি শিশুদের বিয়ে হ'ত যে ! তাই তার বিরুদ্ধে লেগেছিলাম। তা ব'লে সময়ে বিয়ে করবে না ? এত এত লেখাপড়া শিখে লাভ কি, যদি তোমরা দেশকে সু-সন্তান না দিতে পার ?

মেয়েটি। [মুচকি হাসিয়া] কেন চাকরি করব।

বিদ্যাসাগর। চাকরি করবে ! কেন ?

মেয়েটি। স্বাধীনভাবে থাকতে পারব। সামান্য টাকার জন্য স্বামীর কিংবা আর কারও মুখ চেয়ে থাকা অপমানকর।

বিদ্যাসাগর। ইস্কুলের সেক্রেটারি বা হাসপাতালের ডাক্তারের মন যুগিয়ে চলাটা কম অপমানকর মনে হয় বুঝি তোমাদের কাছে ? তা হবে। কিন্তু কই, তোমাদের মুখে প্রসন্নতা তো দেখতে পাচ্ছি না ! আজ দেখলাম, দলে দলে মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারও সীমন্তে সিঁদুর নেই, অথচ সকলেই প্রায় যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত আর সকলেই বিষণ্ণ মুখ। বাইরে হাসিখুশি বটে, কিন্তু বিষাদের ছাপটি ঢাকা পড়ে নি। বিধবাদের এই দুঃখ ছিল ব'লেই

তো সর্ব্বস্ব পণ ক'রে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম আমি। কিন্তু এখন দেখছি, বিধবা-বিবাহ তো চললই না, কুমারীদের পর্য্যন্ত বিয়ে হওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। সেই কথাটি জানবার জন্যেই তোমার কাছে এসেছি আজ। এমন সুন্দর চেহারা তোমার, বিয়ে হয় নি কেন বল তো ?

মেয়েটি। [অনুযোগভরে] পাত্রই জোটে না, বিয়ে হবে কি ক'রে ?

বিদ্যাসাগর। কেন, দেশে পুরুষ নেই ?

মেয়েটি। ভাল পাত্র বড় বেশি পণ চায়। আমার বাবা গরীব মানুষ, কোথা পাবেন অত টাকা ?

বিদ্যাসাগর। [সবিস্ময়ে] গরিবের মেয়ে বুঝি তুমি! ও বাবা, তোমার সাজসজ্জা দেখে ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি বা কোন রাজারাজড়ার মেয়ে !

মেয়েটি একটু অপ্রতিভ হইল

মেয়েটি। এসব বাইরেই এমনই ঝকমকে দেখতে, দাম খুব বেশি নয়। এই দেখুন না, এই জর্জেটখানার দাম মাত্র দশ টাকা।

বিদ্যাসাগর। তাও তো খুব কম নয় মা। আমার বাবার মাসিক বেতন ছিল দশ টাকা, তাই দিয়ে সংসার চালাতে হ'ত তাঁকে। তোমার বাবার মাইনে কত ?

মেয়েটি। দেড়শো।

বিদ্যাসাগর। তা হ'লে তো বেশ মোটা মাইনে। তবু তোমার জন্যে একটি বর যোগাড় করতে পারেন নি তিনি !

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল

বেশ তো, তিনি না পেরেছেন, না পেরেছেন, তুমি তো সাবালিকা হয়েছ, তুমি নিজেই পছন্দ ক'রে বিয়ে কর না কাউকে।

মেয়েটি। [ওষ্ঠভঙ্গি করিয়া] সব অপদার্থের দল, কাকে পছন্দ করব বলুন ?

বিদ্যাসাগর। ঠিক বলেছ, তাই দেখছি, সব অপদার্থ। [একটু পরে] কিন্তু দেখ, এর জন্যে তোমরাই দায়ী।

মেয়েটি। [সবিস্ময়ে] আমরা দায়ী?

বিদ্যাসাগর। হ্যাঁ, তোমরাই। নারীর মনের কামনাই তো পুরুষের চরিত্র গঠন করে। তোমরা তো আজকাল পুরুষের চরিত্রে বীরত্ব মনুষ্যত্ব এসব কামনা করছ না, তোমরা কামনা করছ পুরুষ চাকরি ক'রে হোক, চুরি ক'রে হোক, যেমন ক'রে হোক রাশি রাশি টাকা রোজগার ক'রে আনুক, আর তোমরা তাই দিয়ে দিব্যি গাড়ি-বাড়ি গয়না কর। তোমাদের কামনা অনুসারে তাই দেশ জুড়ে চাকর আর চোরের সৃষ্টি হয়েছে। এখন আফশোস করলে কি হবে বল? তোমরা যেদিন দারিদ্র্যকে তুচ্ছ ক'রে মনুষ্যত্বকে বরণ করতে প্রস্তুত হবে, সেদিন আবার এই কাপুরুষদের ভেতরই সত্যিকার মানুষ দেখা দেবে। [সহসা] আচ্ছা, তোমাদের এমন মতিচ্ছন্ন হ'ল কবে থেকে বল দিকি? আগে মেয়েরা কামনা করত, শিবের মত স্বামী হোক—যে শিব নগ্ন দরিদ্র, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ—

মেয়েটির আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগিল

মেয়েটি। আমাদের দেশে ভাল ছেলে যে নেই তা নয়, এমন ভাল ছেলে আছে যারা মহৎ আদর্শের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে।

বিদ্যাসাগর। [সোল্লাসে] এই তো চাই! ওদের মধ্যেই একজনকে পছন্দ কর না।

মেয়েটি হাসিয়া ফেলিল

বিদ্যাসাগর। ও, পছন্দ ক'রে রেখেছে বুঝি একজনকে?

মেয়েটি। শুধু আমার পছন্দ হ'লেই তো চলবে না।

বিদ্যাসাগর। আবার কার পছন্দ চাই?

মেয়েটি। বাপ-মার, সমাজের।

বিদ্যাসাগর। ভাল ছেলেকে বিয়ে করলে বাধা দেবেন তাঁরা ?

মেয়েটি। দেবেন, যদি—

বিদ্যাসাগর। এদেশ এখনও বদলায় নি দেখছি। বাধা মানবে কেন তুমি, লেখাপড়া শিখছ কেন তবে ? আলোর কাছে অন্ধকার টিকতে পারে কখনও ? বিধবা-বিবাহেও সমাজ বাধা দিয়েছিল, সে বাধা কি আমি মেনেছিলুম ?

মেয়েটি। তা হ'লে আপনি বিদ্রোহ করতে বলছেন ?

বিদ্যাসাগর। নিশ্চয়।

মেয়েটির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল

মেয়েটি। [একটু ইতস্তত করিয়া, সহসা] চেহারা দেখবেন তার, আমার কাছে ফটো আছে, নিয়ে আসি দাঁড়ান।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া ঘরের কোণে রক্ষিত তোরঙ্গের নিকট হাঁটু গাড়িয়া বসিল এবং তোরঙ্গ খুলিতে লাগিল। বিদ্যাসাগর নিঃশব্দচরণে বাহির হইয়া গেলেন। মেয়েটি ফোটো বাহির করিয়া আনিল

মেয়েটি। কই, কোথায় গেলেন আপনি— ?

বাহিরে মেঘের গুরুগুরু শব্দ শোনা যাইতে লাগিল

যবনিকা